১৮-১১৭

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ত্রয়োবিংশ গ্রন্থ

সুখের ঘর

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্, এ

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
সিদ্ধেশ্বর মেসিনপ্রেস
১১ নং যদুনাথ সেনের লেন,
কলিকাতা।
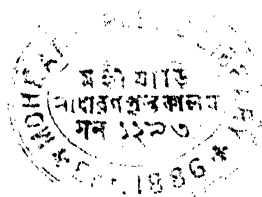
সুখের ঘর

১

কলিকাতায় অনেকস্থলেই দেখা যায় বড় বড় লোকের প্রাসাদতুল্য সুপরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত উচ্চসৌধের একেবারে পাশেই ছোট একখানি গৃহস্থের বাড়ী দরিদ্রের সকল দীনতা, সকল ম্লানতা লইয়া অবস্থিত আছে,—যেন আজকালকার এই সাম্য-নীতি-প্রধান যুগে হীন দরিদ্র কেহ রাস্তায় নিঃসঙ্কোচে সুবেশ বড়লোক কাহারও গা ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে রাস্তায় এরূপ গা ঘেঁসাঘেঁসি অবশ্য স্থায়ী হয় না,—অসুবিধা বোধ করিলে উভয় পক্ষই সরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি এরূপ দুখানি বাড়ীর অবস্থান হাজার অসুবিধা হইলেও ইচ্ছামতই সরান ফিরান যায় না। গৃহবাসিগণ কেহ কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া যার যার জীবনে চলিয়া যাইতেছেন, অনেক সময়ই এরূপ দেখা যায় বটে,—তবে কখনও কখনও অসুবিধাও যে না হয়—তা নয়। ধনীর উচ্চ অট্টালিকার প্রশস্ত মুক্ত জানালাগুলি যে অবিরত তাহাদের ছোট প্রাঙ্গনখানির উপরে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, গৃহাভ্যন্তরের মলিন দীনতার মধ্যেও উঁকি দিতেছে,—দরিদ্র গৃহস্থ ইহাতে মধ্যে মধ্যে

কিছু সঙ্কোচ বোধ করেন বই কি! আবার ঐশ্বর্য্যের পরিমার্জ্জনার মধ্যে প্রতিপালিত পুত্রকন্যাগণ যে অবিরত দারিদ্র্যের অপরিমার্জ্জিত ম্লানতা কৌতূহলে চাহিয়া দেখে, ইহাদের ইতর কলহাদির কর্কশভাষা কাণে শোনে,—কেহ মরিলে ধূল্যবলুণ্ঠিতা নারীগণের বিকট আর্ত্তনাদে গৃহের নীরব শান্তির শৃঙ্খলা ক্ষুব্ধ হয়, সান্ধ্য-সম্মিলনের মধুর সঙ্গীতে রসভঙ্গ হয়,—ঐশ্বর্য্যবান্ প্রাসাদবাসীর পক্ষেও ইহা সর্ব্বদা সুখকর হয় না। অবশ্য বনিয়াদী বাঙ্গালী চালের বড় লোক যাঁহারা—তাঁহাদের জীবনযাত্রা পার্শ্ববর্ত্তী দারিদ্র্যের এরূপ ইতরতায় তেমন ক্ষুব্ধ হয় না। কারণ ঐশ্বর্য্যবত্তা যতই থাক্, আধুনিক উন্নত পরিমার্জ্জনার সুকান্ত রুচি তাঁহাদের পারিবারিক জীবনে এখনও তেমন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তারপর বহুবিধ সামাজিক সম্বন্ধে—পূজায় শ্রাদ্ধে বিবাহে ব্রতনিয়মে—ইতর দারিদ্র্যের সংস্পর্শে তাঁহাদিগকে আসিতেই হয়। তাঁহাদের গুরুপুরোহিতে, বহু জ্ঞাতি কুটুম্বে, এই অপরিমার্জ্জিত ম্লানতা—এই তুস্পৃশ্য ইতরতা—প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ এবং সামাজিক সংস্পর্শ তাঁহারা এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তবে কালের গতি যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আনিতেছে, তাহাতে আর ১০।১২ বৎসরের মধ্যে কি হইবে, বলা যায় না। ইঁহাদের পক্ষে এখনও যাহাই হউক, সুশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ধনী, যাঁহারা সুপরিমার্জ্জিত পাশ্চাত্য আচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহা

দের পক্ষে প্রাচ্য দারিদ্র্যের এবং এই দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বন্ধ ন্যক্কারজনক প্রাচ্য ইতরতার এরূপ সান্নিধ্য যে নিতান্তই অশান্তিকর, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

মিষ্টার এন্ রে—N. Ray—(নন্দকিশোর রায়)—এইরূপই একজন পাশ্চাত্য আচারপরায়ণ বিলাত-প্রত্যাগত পদস্থ বাঙ্গালী। তাঁহার বাসগৃহের সংলগ্ন ঐরূপ একখানি ছোট ভাড়াটে-বাড়ীও ছিল। শিক্ষিত অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত—দরিদ্র চাকুরে বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—বহু রকম গৃহস্থ লোক এই বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিয়াছে,—আবার উঠিয়া গিয়াছে। কেহ শান্ত নিরীহভাবে জীবন যাপন করিত,—ঘরের অবগুণ্ঠিতা বধূ নীরবে কলতলায় বসিয়া বাসন মাজিত, শাশুড়ী হাঁটুপর্য্যন্ত কাপড় পরিয়া কোমরে আঁচল বাঁধিয়া নীরবে গৃহ মার্জ্জনা করিতেন, বিধবা পিসী কেহ একপাশে বসিয়া নীরবে কুট্‌না কুটিতেন। কাহারও পরিবারস্থা নারীগণ নাকে নথ ও বাহুতে তাগা দোলাইয়া অবিরত উচ্চকণ্ঠে কলহ করিত, নির্লজ্জা বর্ব্বরার ন্যায় গামছা পরিয়া স্নান করিত, বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া রাশি রাশি-চচ্চড়ির সজিনার খাড়া চিবাইয়া অন্নাহার করিত। কখনও বা দুই তিনটী ক্ষুদ্র পরিবার একত্র হইয়া বাস করিত, পুরুষরা আফিসে গেলে সারাটী দুপুর স্ত্রীরা বসিয়া তাস খেলিত, মাদুরে শুইয়া নভেল পড়িত, ফিরিওয়ালাদের ডাকিয়া যত বাজে ঠুন্‌কা জিনিষপত্র কিনিয়া আড়ালে লুকাইয়া রাখিত।

এইরূপ কত গৃহস্থ আসিয়াছে—গিয়াছে। মিষ্টার রের

ছেলেমেয়েরা অতি কৌতূহলে ইহাদের বৈচিত্রময় জীবন দেখিত, খেলায় ইহাদের অনুকরণ করিত,—তা ছাড়া—বড় গুরুতর কথা—কলহে ব্যবহৃত ইহাদের কাহারও কাহারও অসভ্য গ্রাম্য গালিগুলিও উচ্চারণ করিত! ইহাতে মিষ্টার রে যে মধ্যে মধ্যে বড় অশান্তি অনুভব করিতেন, একথা বলাই বাহুল্য। এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইবেন, এরূপ তিনি মধ্যে মধ্যে মনে করিয়াছেন। কিন্তু গৃহ পরিবর্ত্তনের বড় একটা বিশৃঙ্খল হাঙ্গামা—তাও ত সহজ কথা নয়! তাই এ পর্য্যন্ত সেটা হইয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, সম্প্রতি কয়েক মাস যাবৎ একটী দরিদ্র ভদ্রপরিবার এই গৃহে বাস করিতেছেন। বাবুটী কোথায় চাকরী করেন,—বিধবা মা, স্ত্রী, এবং দুইটী শিশু লইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবার। ঝগড়াঝাটী কখনও শোনা যায় না,—শাশুড়ী বউ বেশ শান্তিতেই ছোট সংসারটী চালাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে পূজা ও ব্রতনিয়মাদি হয়,—পুরোহিত আসেন, ধূপ ধূনা পোড়ে, শঙ্খঘণ্টা বাজে, মিষ্টার রের ছেলেমেয়েরা জানালায় দাঁড়াইয়া দেখে, হাসে, আর ভাবে—এ সব কি করিতেছে!

মিষ্টার রের কন্যা মিস্ মণিকা বা মিনী রে এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে, কলেজে পড়ে। যখনই অবসর পাইত, মিনী জানালায় দাঁড়াইয়া এই গৃহস্থ-পরিবারের কাজকর্ম্ম দেখিত। বউটীকে মিনীর বড় ভাল লাগিত। বড় সুন্দর মিষ্ট মুখখানি—মুখখানি-ভরা বড় সরলভাবের একটী মিষ্টহাসি। গৃহে দাসদাসী ছিল

না,—নিজেই বাসন মাজিত, জল তুলিত, রাঁধিত। দশটার মধ্যে স্বামী আহার করিয়া বাহিরে যাইতেন, তখন বউটি স্নান করিয়া আসিত। শাশুড়ী মুড়ী কি মুড়কী কি চিড়া—যা হয় কিছু জলখাবার—আনিয়া দিতেন, বউটি তাই খাইয়া আবার কাপড় ছাড়িয়া শাশুড়ীর জন্য হবিষ্যান্ন রাঁধিতে যাইত। শাশুড়ীর খাওয়া হইলে নিজে আহার করিত। দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া যে সে কি করিত, মিনী তাহা দেখিতে পাইত না। আবার বৈকালে বাহির হইয়া বাসন মাজিত, জল তুলিত, রাঁধার উদ্যোগ করিত। শাশুড়ী কুটনা কুটিতেন, গৃহমার্জ্জনা করিতেন, ভাঁড়ার গুছাইয়া রাখিতেন, জিনিষপত্র রৌদ্রে নাড়িয়া চাড়িয়া শুকাইতেন, আর শিশুদু'টীকে লালনপালন করিতেন,—আর কোনও পূজা অর্চ্চনা ব্রতনিয়ম প্রভৃতি যে দিন হইত, তার আয়োজন করিতেন।

একটা নিয়মবাঁধা ভাগে যেন দুইজনে যার যার কাজ করিয়া যাইতেন। মিনী আরও দেখিত, শাশুড়ী মধ্যে মধ্যে প্রাতে বা বৈকালে বাহিরে যাইতেন, আবার একটি জলের পাত্র এবং ভিজা কাপড় ও গামছা হাতে করিয়া আসিতেন,—গৃহের এস্থানে ওস্থানে এবং বধূর ও শিশুদুটির গায়ে সেই পাত্র হইতে জল লইয়া ছিটাইতেন! কখনও রেকাবে সাজান নানাবিধ জলপানীয় দ্রব্য লইয়া বাহিরে যাইতেন, আবার কতকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিতেন। কখনও কখনও দেখা যাইত, চুপ করিয়া বৃদ্ধা একটা লাল থলের মধ্যে হাত ভরিয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন!

সাধারণ বাঙ্গালাগৃহস্থের জীবন-সম্বন্ধে মিনীর কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। সে কথনও পুস্তকে পড়িত,—কখনও মিসেস্ বা মিস্ অমুক অমুকের মুখে শুনিত, এদেশের নারীরা সকলপ্রকার শিক্ষায় ও সুখে বঞ্চিতা থাকিয়া গৃহে নীরবে দাসীবৃত্তি করিয়াই জীবন কাটায়। ধর্ম্মসম্বন্ধে এ দেশের নর-নারী সকলেই কত হীন অন্ধ সংস্কার লইয়া প্রাণহীন অনুষ্ঠান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। মিষ্টার রে যে কোনওরূপ উন্নততর ধর্ম্মমত আশ্রয় করিয়া চলিতেন, তাহা নয়। তিনি খৃষ্টানও নহেন, ব্রাহ্মও নহেন। তিনি Reformed Hindu—সংস্কৃত হিন্দু—অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বর্জ্জিত। তাঁহার গৃহে পূজা অর্চ্চনা হইত না। ব্রহ্মোপাসনাও হইত না। রবিবারে তিনি সপরিবারে খৃষ্টীয় গির্জ্জায় কি ব্রাহ্মমন্দিরে—কোথাও যাইতেন না। আরামবিরামে ঘরে থাকিতেন,—অথবা সপরিবারে কোথাও বেড়াইতে বা পার্টি করিতে যাইতেন। একটী কন্যার বিবাহ হিন্দুমতেই হইয়াছিল,—কিন্তু সে অনুষ্ঠানে এয়োদের মাঙ্গলিক আচার কিছুই হয় নাই, কারণ এয়োরূপে ভূষিতা এয়োনামধারিণী কোনও নারীর শুভাগমন তাহাতে হয় নাই। গৃহমধ্যে সঙ্গীতভোজনাদি উন্নতভাবের আমোদ প্রমোদ হইয়াছে, বাহিরে বিবাহটা হইয়া আসিয়াছে,—তাহার অনুষ্ঠানপ্রণালী যে কি, তাহা দেখিবার তেমন অবসর মিনী বা তার সঙ্গিনী কাহারও হয় নাই। কারণ তখন তাহারা সমাগতা সম্ভ্রান্তা মহিলাদের অভ্যর্থনাদি কার্য্যেই ব্যস্ত ছিল।

মিনা জানালায় দাঁড়াইয়া এই গৃহস্থ পরিবারের নারী দুইটির দৈনিক কাজকর্ম্মাদি বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গেই নিরীক্ষণ করিত। ইহাদের জন্য, বিশেষতঃ বধূটির জন্য তার বড় দুঃখ হইত! আহা, এতদিন সে যাহা পড়িয়াছে, যাহা লোকমুখে শুনিয়াছে,—তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষে এখন দেখিতেছে! আহা, জীবনের সকল সুখে সকল অধিকারভোগে বঞ্চিতা গৃহে আবদ্ধা এই নারী দুটির জীবন কি অন্ধকারময়! অজ্ঞাতাহেতু অথবা কঠোর শাসনের পেষণে প্রতিবাদের শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ইহারা হারাইয়াছে! এই হীন দাসত্বে এই গৃহ-কারাটুকুর সুখহীন জীবনে কেমন নীরবে নির্ব্বিবাদে—যেন শান্তিতেই জীবন কাটাইতেছে,—অসন্তোষের চিহ্নমাত্র কিছু দেখা যায় না! ধিক্, সত্যই ত পুরুষের স্বার্থান্ধ পারিবারিক শাসন এদেশের নারীজীবনকে এমন অসাড় ও স্পন্দহীন করিয়া ফেলিয়াছে! তাহার নিজের জীবনের যে উন্নত শিক্ষা, অনাবিল পরিমার্জ্জনা, উন্মুক্ত অবাধ আনন্দ, তার তুলনায় এই বধূটির জীবন—আহা কি দুঃখের! যেন আঁধারেই খেলা করিতেছে!

বধূটির জন্য যেমন তার দুঃখ হইত, তেমনই তাকে মিনির বড় ভাল লাগিত। ইহার সঙ্গে একটু আলাপ করে, ইহার দুঃখে একটুকু সমবেদনা দেয়, ইহার অজ্ঞতা ও অসাড়তা একটু দূর করিতে চেষ্টা করে, একটু উন্নত-দৃষ্টি ইহাকে দেয়, এইরূপ বড় ইচ্ছা তার হইত। একদিন সে মাকে বলিল,—"মা, ও কারা মা"

"ওমা, তা কি আমি জানি? ওদের সঙ্গে ত আলাপ নেই!"

"ওদের বড় দুঃখ,—নয় মা?"

মা হাসিয়া কহিলেন,—"দুঃখ ত কতই এ পৃথিবীতে আছে। এদেশের সাধারণ গৃহস্থ-পরিবার ত এই রকমই প্রায়!"

"তুমি কি অনেক দেখেছ মা?"

"হাঁ, দেখেছি বইকি। আমার বাবা মাঝে মাঝে আমাদের গাঁয়ে গিয়ে থাকৃতেন, আমাদের পাড়ায় আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই যে কত এমন গৃহস্থ লোক ছিলেন।"

"ওমা! তাই নাকি?"

"মিষ্টার রে কখনও গাঁয়ে টায়ে যান্ নি। বিয়ে হবার পর এইত কত বছর হ'ল, আমিও গাঁয়ে কখনও যাই নি।"

"তা এখানে এরকম আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?"

"তা ত জানিনে মা। থাকৃলেও কেউ আসে না, মিষ্টার রেও কারও খোঁজখবর নেন না।"

"তা এরা ত সব বড় দুঃখে আছে। নয় মা?"

"তা কি ক'রে বল্‌ব মা? ছেলেবেলায় যাদের দেখেছি,—অবশ্য শিক্ষা কি পরিমার্জ্জনা একটা তেমন দেখিনি—তবে এমন দুঃখেই যে তারা থাকে, এমন ত তারা মনে করে ব'লে কখনও বোধ হয় নি।"

মিনী উত্তর করিল, "দুঃখটা যে মোটে তারা দুঃখ ব'লেই বোঝে না—এইটেই যে সব চেয়ে বড় দুঃখ, দুর্ভাগ্য মা!"

"তা মা সবাই ত বড়লোক হয় না। যার যেমন অবস্থা, তাকে তেমনই থাক্‌তে হয়।"

মিনী উত্তর করিল,—"বড়লোক হওয়া এক কথা, আর শিক্ষার পরিমার্জ্জনা—শিক্ষিতের অধিকার ভোগ হ'ল আর এক কথা। না হয় টাকাই কম আছে, তাই ব'লে মেয়েরা এমন হীন হ'য়ে কেবল ঘরে ব'সে এই সব হীন কাজকর্ম্ম কেন ক'র্‌বে ?"

মাতা উত্তর করিলেন,—"কি জানি বাছা, তোদের ওসব কথা আমি ভাল বুঝি না। গরীব যারা—ভাল বাড়ীতে না থাক্‌তে পারে, চাকর চাকরাণী না রাখ্‌তে পারে, তাদের মেয়েদের এই রকম বাড়ীতেই থাক্‌তে হয়, থেকে ঘরের কাজকর্ম্মই ক'র্ত্তে হয়।"

"তাই ব'লে কি একটু বাইরে যাবে না ? বাইরে কত কি হ'চ্ছে,—একটু দেখ্‌বে শুন্‌বে না ?—কোন কাজকর্ম্মে কি আমোদ প্রমোদে যোগ দেবে না ?"

মাতা কহিলেন,—"সে অবসরও বড় এদের হয় না,—আর মেয়েদের বাইরে ঘুরে বেড়াবার নিয়মও এদেশে নাই !"

"এটা কি তবে অন্যায় নয় ?"

"কি জানি বাছা—হ'লেই বা উপায় কি ? যে দেশের যেমন নিয়ম, সে দেশের লোককে তেমনিই চল্‌তে হয়। তবে যাদের টাকা আছে, তারা যেমন ইচ্ছামত অন্য রকম চ'ল্‌তে পারে, গরীব যারা তারা তা পার্‌বে কেন ? এই ত—উনি যে

এই ভাবে আছেন, তোদের এখন লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, ইচ্ছামত বাইরে গিয়ে বেড়াচ্চেন,—টাকা আছে তাই পাচ্চেন,—নইলে কি পাত্তেন? ওই রকমই আমাদের থাক্‌তে হ'ত।"

"তাই নাকি!" মিনী যেন অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল!

মাতা কহিলেন,—"ওদের বউটি বেশ ভাল। বেশ কাজ কর্ম্ম করে, ঝগড়াঝাটি কিছু করে না। দেখ্‌তেও বেশ।"

মিনী কহিল,—"আমারও, বড় বেশ লাগে ওকে। আমার বড় ইচ্ছে করে, বউটির সঙ্গে একটু আলাপসালাপ করি।"

"তা ক'ল্লেই পারিস্?"

"এদ্দূর থেকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি ক'রে কি আলাপ করা যায় মা?" লোক পাঠালে কি বউটি আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে?"

"তা ব'ল্‌তে পারিনে মা! বোধ হয় আস্‌বে না। শাশুড়ী আস্‌তে দেবে না।"

"আমায় তবে একদিন একটু যেতে দেবে মা?"

"তা ইচ্ছে হয় যাবি।—কত যায়গায় যাচ্ছিস্, ওদের বাড়ীতে যেতে এমন দোষ কি? ওরা লোক ভালই।"

"তবে আজই যাব মা!"

"তা যা—বেলাটা একটু পড়ুক, যাবি এখন।"

মিসেস্ রে পদস্থ ধনীর কন্যা,—নাম হেমাঙ্গিনী। আজকালকার শিক্ষিত সম্পন্ন বাঙ্গালী যেমন হইয়া থাকেন, পিতা তেমনই ছিলেন। সহরে আধা সাহেবী আধা বাঙ্গালী ধরণেই

বাস করিতেন। মিষ্টার রে যখন বিলাত যান, তখন হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। শ্বশুরের প্রতি এইরূপ আদেশ ছিল, তাঁহার বিলাত-প্রবাসকালে হেমাঙ্গিনীকে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ গৃহিণীর উপযোগী শিক্ষা দীক্ষা দানে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। হেমাঙ্গিনী আগে হইতেই স্কুলে পড়িতেন,—এখন দ্রুত ইংরেজি-বিদ্যায় এবং আদবকায়দায় অভ্যাস হইতে পারে, তার জন্য একজন অতি সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী, পিতা নিযুক্ত করিলেন। মিষ্টার রে যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া সাহেবী ধরণের গৃহস্থালী পাতিয়া বসিলেন, শিক্ষায় অতিমাত্র উন্নতি না হইলেও সে গৃহস্থালীর ভার নিতে পারেন, আদবকায়দায় হেমাঙ্গিনীর মোটামুটি এটুকু জ্ঞান হইয়াছিল। নারীজনোচিত একটা সরল শান্ত কোমল ভাব, স্বামীর উপরে একটা নির্ভরশীলতা—হেমাঙ্গী-নীর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। স্বামীর স্ত্রী তিনি, গৃহিণী তিনি,—স্বামী যেভাবে চালাইতেন, সেই ভাবেই তিনি চলিতেন। নিজের কোনওরূপ উদ্দাম প্রগল্‌ভতা কোনও আচরণে তাঁহার প্রকাশ পাইত না। পুত্রকন্যাদের শিক্ষাসম্বন্ধেও স্বামীর অভিপ্রায়ের বিরোধ তিনি কিছু করিতেন না। এরূপ বিরোধের ভাব তাঁহার স্বভাবেরই বিরুদ্ধ ছিল।

২

উনুন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—নূতন উনুন গড়িতে হইবে। বউটি বৈকালে বারান্দায় বসিয়া কাদামাটি ছানিতে ছিল। এমন সময় মিনী আসিয়া সলজ্জ হাসিমুখে বারান্দায় উঠিল।

"নমস্কার! কিছু মনে ক'র্‌বেন না। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ ক'র্‌ব ব'লে এসেছি।"

বধূ থতমত খাইয়া ত্রস্ত উঠিয়া দাঁড়াইল! ও মা! এ যে ঐ বড়বাড়ীর বিবিমেয়ে তাদের দীন গৃহে উপস্থিত! হাতভরা মাটি,—কি তাকে বলিবে, কোথায় কি আনিয়া বসিতে দিবে, সে বুঝিতে পারিল না। বধূ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এদিক ওদিক একবার চাহিল; মিনী বুঝিয়া কহিল, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এইখানেই ব'স্‌ছি। আপনি আপনার কাজ করুন।"

কাছে একখানা পিড়ী ছিল, মিনী সেই পিড়ীখানা টানিয়া নীচের সিঁড়ীতে পা রাখিয়া বারান্দায় বসিল।

বধূ বড় লজ্জিতভাবে কহিল, "আপনি এসেছেন,—তা ওখানে কেন ব'স্‌লেন? ঘরের মধ্যে চেয়ার আছে, আমি একটা এনে দিচ্চি।——"

বধূ একবার ঘরের দিকে একবার বাহিরের কলের দিকে চাহিল,—যেন আগে হাত ধুইয়া লইবে কি মাটিমাখা-হাতেই তাড়াতাড়ি চেয়ার আনিয়া দিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। হাত ধুইতে গেলে চেয়ার আনিতে দেরী হয়, আবার মাটিমাখা হাতেই বা ইহার বসিবার জন্য চেয়ার কি করিয়া আনে?

মিনী কহিল, "আপনি ব্যস্ত কেন হ'চ্চেন? চেয়ারে কি দরকার? এই ত বেশ ব'সেছি! আপনি আপনার কাজ করুন না?"

শিশু কন্যাটি কাছে বসিয়াই মাটি লইয়া খেলা করিতেছিল।

এই অপরিচিতার মিষ্ট মুখখানি দেখিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া কাছে আসিল, নির্ভয়ে তার গা ধরিয়া উঠিল, কাদামাখা হাতখানি তুলিয়া তার গাল ধরিয়া টানিল। কি সর্ব্বনাশ! খুকুর একটু বুদ্ধি নাই! বধূ জিভ কাটিয়া ত্রস্ত সম্মুখে গিয়া কন্যাকে সরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল। কন্যা যেন মায়ের চেয়েও আপনার জনের মত মনে করিয়া অপরিচিতাকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল। মিনী শিশুটিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তার মুখে চুম্বন করিয়া কহিল, "থাক্ না! কি হ'য়েছে? একটু মাটি ত—তা ধুলেই যাবে। আপনি কেন ব্যস্ত হ'চ্ছেন?"

মিনী শিশুটিকে আবার স্নেহের চুম্বন করিয়া কোলে লইয়া বসিল। শিশু আনন্দে পা দুলাইয়া গা নাচাইয়া একবার মায়ের পানে, একবার মিনীর পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

"কে বৌমা?"

শাশুড়ী গৃহাভ্যন্তর হইতে দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ কিংকর্ত্তব্য বিপন্ন অবস্থায় একজন দোসর পাইয়া বধূ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল!

"কে বৌমা? কে এ মেয়েটি?"

"এই বড় বাড়ীর মেয়ে ইনি। কেন, দেখনি মা? জানালায় এসে যে কত দাঁড়িয়ে থাকেন।"

"হাঁ, দেখেছি বই কি মা? তবে চোকে ত ঠাওর পাইনে, বুড়ো মানুষ—তাই চিন্‌তে পারিনি। এস মা, এস! ভাল আছ ত?"

মিনী উঠিয়া বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "নমস্কার! হাঁ, মা, ভালই আছি। আপনারা ভাল আছেন ত?"

ও মা! মেয়েমানুষ জোড়হাত করিয়া নমস্কার করে—এ কেমন গো! তা হবে, ওরা ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা! ওদের চালচলন ওই আলাদা এক রকমের। "ব'স মা, ব'স! দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"আপনি বসুন!"

না, মেয়েটি মন্দ নয়। বেশ মিষ্ট স্বভাব,—ভদ্রতাও জানে! তবে ওদের আদবকায়দা সব আলাদা রকম, প্রণাম ট্রণাম বোধ হয় কাউকে করে না। ব্রহ্মজ্ঞানী কি না?

"ব'স মা, তুমি ব'স! আমি এই বস্‌ছি।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা দরজার চৌকাঠের উপরেই বসিলেন। মিনীও শিশুটিকে কোলে লইয়া আবার বসিল।

"তোমরা ঐ বাড়ীতে থাক বুঝি?"

"হাঁ, মা।"

"তোমার বাপ কি করেন?"

"তিনি ব্যারিষ্টার!"

"বেলিষ্টার! ওই যে সায়েবী উকিল আছে, মেলাই টাকা নিয়ে বড় বড় মামলা করে—তাই বুঝি?"

"হাঁ, মা?"

"তোমরা বুঝি বেম্মজ্ঞানী?"

"না—মা! আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী নই!"

"তবে কি খিষ্টেন ?"

মিনী হাসিয়া কহিল, "না মা, খৃষ্টানও নই ।"

"ওমা, তবে কি ? হিন্দুও ত নও !"

"বোধ হয়, হিন্দুই হব ।—বাবা ত তাই-ই বলেন ; তবে ঘরে পূজোটুজো কিছুই হয় না ।"

"বাপ মায়ের ছেরাদ্দ টেরাদ্দও কিছু হয় না ? গুরুপুরুতও নেই ?"

"না, মা !"

"ওমা ! তবে, কেমন হিন্দু তোমার বাবা ?"

বধূ হাসিয়া কহিল, "মা, তুমি জান না । বড়লোকদের মধ্যে এ রকম আছে,—আমি শুনেছি, বই টইতেও পড়েছি ।"

মিনী কিছু বিস্মিতভাবে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি পড়া শুনোও করেন ?"

"হাঁ, বাঙ্গলা বই, খবরের কাগজ কিছু কিছু পড়ি । ইংরিজিও উনি একটু একটু শেখান !"

"বটে ! সারাদিন কাজকর্ম্ম করেন—পড়েন কখন ?"

"কাজকর্ম্ম ত সকালে বিকেলে করি । দুপুর বেলা পড়ি, সেলাই টেলাই কিছু করি,—রেতেও খাওয়া দাওয়ার পর কিছু প'ড়্তে পারি ।"

"আপনি ত খুব কাজের লোক তবে ! বিশ্রাম কখন করেন ?"

"আমাদের ছোট সংসার—কাজ আর এমন কি ? এ ত

গায়েই লাগে না। তারপর দুপুর বেলায় ব'সে কি শুয়ে পড়ি, সেই ত ঢের বিশ্রাম হয়।"

বৃদ্ধা, মিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ পরে কহিলেন, "তোমার ত বুঝি বেও হয়নি মা?"

"না, মা, এখনও হয়নি।"

"তাই ত ভাবছি মা—তোমার বাপের অত টাকা আছে, হিন্দু হ'য়েও এখনও তোমার বে দেননি? তা মা, কিছু মনে ক'রো না,—আমি সেকেলে বুড়োমানুষ—একেলে ধরণ ধারণ কিছু বুঝি না। হিন্দুর ঘরে পুজো-টুজো হয় না, বাপ মায়ের ছেরাদ্দ হয় না, গুরুপুরুত নেই, এত বড় আইবড় মেয়ে র'য়েছে,—কি জানি মা, আমরা ত এমন কখনও দেখিও নি, শুনিও নি। তা—মা ধর্ম্মকর্ম্ম কি রকম তোমাদের ঘরে হয়?"

মিনী বাস্তবিকই একটু লজ্জিত হইল। অপ্রতিভভাবে কহিল, "না মা, ধর্ম্মকর্ম্ম ত কখনও দেখিনি।"

"ওমা, কিছুই হয় না? হাঁ, বেটা-ছেলেরা ইংরিজি লেখা-পড়া শিখে আজকাল ধর্ম্মটর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়েছে। লেখা পড়া শিখে ধর্ম্ম কিছু ক'ল্লে যেন লেখাপড়ারই মান থাকে না,—তাদের ভাব দেখে এম্‌নি মনে হয়। তা তোমার মা ত আছেন? তিনি মেয়েমানুষ—"

মিনী হাসিয়া কহিল, "ওমা, আর লজ্জা দেবেন না মা, লজ্জা দেবেন না! আমরাও ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছি কি না, তাই বেটাছেলেদের মতই ধর্ম্মটর্ম্ম সব ছেড়ে দিইছি।"

"তোমার মাও বুঝি ইংরেজি লেখাপড়া শিখেছেন ?"

"হাঁ মা, কিছু শিখেছিলেন !"

"ও তাই বল ! তা মা, মেয়েমানুষরাও যদি ইংরেজি লেখাপড়া শিখে ধর্ম্মটর্ম্ম ছেড়ে দেয়, তবে ধর্ম্ম যে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে ! তাইত বউমাকে বলি—বলি আবাগীর বেটী, ইংরেজি টিংরেজি কিছু পড়িস্‌নে। তা ছেলেও মানে না—বউও মানে না,—কেবল হাসে।—হাঁ, বেটাছেলেরা বাইরে বাইরে থাকে, ঘরে কেবল খেতে আর ফিরতে আসে,—তারা ধর্ম্ম ছাড়্‌লে তেমন আসে যায় না কিছু। আমরা মেয়েমানুষ, ঘর নিয়ে থাকি,—ধর্ম্ম পালি ব'লেই ঘর গেরস্তালীতে লক্ষ্মী এখনও আছেন। তা, মেয়েরাও যদি ইংরেজি লেখাপড়া শিখ্‌ল, ধর্ম্ম ছাড়্‌ল,—তবে যে ঘর-সংসার সব লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে প'ড়বে।"

মিনীর মনে হইল,—এমন সুন্দর কথা সে জীবনে যেন কোথাও কারও কাছে শোনে নাই। নারীর অধিকারের কথা, ভোগের কথা, অনেক শুনিয়াছে,—অনেক পড়িয়াছেও। কিন্তু নারীর ধর্ম্ম—ধর্ম্মের সঙ্গে গৃহস্থালীর সম্বন্ধ, গৃহস্থ-জীবনের মঙ্গলের সম্বন্ধ—এমন সহজ দুটি কথায় এই অশিক্ষিতা বৃদ্ধা যাহা বুঝাইয়া দিলেন,—এমন ত কেহ কোনও দিন তাহাকে বুঝায় নাই। আজ যেন নূতন এক দৃষ্টি তাহার খুলিয়া গেল, নূতন একটি অভাব সে তার জীবনে অনুভব করিল, প্রাণে গিয়া কেমন একটা আঘাত যেন তার লাগিল।

বৃদ্ধা কহিলেন, "যাই হ'ক্ মা,—ধর্ম্ম একটা পাল্‌তে হয়।

বেহ্মজ্ঞানীরাও পালে, খৃষ্টেনরাও পালে, মোছলমানরাও পালে। আর হিন্দু—যাদের নাকি ধর্ম্মটাই সব চেয়ে বড় কথা—সেই হিন্দু হ'য়ে কোন ধর্ম্ম তোমরা পাল না—এটা———"

"মোটেই ভাল নয় মা। এদ্দিন এ সব শুনিওনি, ভাবিওনি। আপনার কথা শুনে মা—মনে হ'চ্চে ধর্ম্ম পালা মেয়েমানুষ সবারই দরকার। ধর্ম্ম না পাল্‌লে বুঝি ঘরে মঙ্গল হয় না।"

"তা ত বটেই মা! তা কিছু মনে ক'রোনা বাছা,—আমি বুড়মানুষ যা মনে আসে বলে ফেলি।"

"না মা! মনে কি ক'র্‌ব? আপনি যে বয়সে আমার দিদিমার মত। মন্দ কিছু দেখ্‌লে ধম্‌কে গাল মন্দই যে দিতে পারেন।"

বৃদ্ধা একটু হাসিয়া কহিলেন, "সে দিন কি আর আছে মা? তুমি নাকি লক্ষী মেয়ে, তাই এমন কথাটা ব'ল্লে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, বউঝিরা কেউ কিছু দোষ ত্রুটি ক'ল্লে পাড়াসুদ্ধ গিন্নীরা রুকে এসে ঝেঁকে মেকে কত বক্‌ত, ধ'রে মাত্তে বেবল বাকী রাখ্‌ত! তা কেউ কি রা ক'ত্ত, চুপ ক'রে সব স'য়ে যেত! এখন নিজের ঘরের ঝি বউকেই বড় কেউ দুটো উচু কথা ক'য়ে সাম্‌তে পারে না। তবে আমার এই যে বৌমাকে দেখ্‌ছ—বড় লক্ষী মেয়ে—এ কালের মতই নয়। হাজার গাল দিলেও মুখে রাটি নেই!"

বধূ হাসিয়া কহিল, "তুমি কি গাল কখনও দেও মা, যে রা ক'র্‌ব? দিয়েই দেখ,—করি কি না করি?"

শাশুড়ী স্নেহ-মধুর-হাস্যে উত্তর করিলেন, "তা আবাগীর মেয়ে তুই দোষই কিছু ক'র্‌বিনি—গাল দেব কি ধ'রে? নইলে গাল দিতে কি আমি জানি নি? খুব জানি। সেকেলে বুড়ী আমরা—ঝগড়ায় কারও কাছে ফিরি না। তুই ত জানিস্‌নি মা,—ছেলেরা বড় দুরন্ত ছেলে—এখন বড় হয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়েছে—কত ব'কেছি, কত মার মেরেছি!"

"আপনার কটি ছেলে মা?"

"এই ত বড় ছেলে বিনোদ এখানে থাকে, কলেজে পড়ায়। আর ছোট ছেলে বিজয়—তাকে বিলেতে পাঠিয়েছে। কলেজে পড়িয়ে আর ঘরে কার ছেলে পড়িয়ে শ'দুই টাকা বুঝি পায়,—দেড়শ টাকাই তাকে পাঠাতে হয়। আর ৫০টি টাকা মোটে থাকে—আজ কালকার দিন বাছা—কষ্টেসৃষ্টে চলে—কর্ত্তার আমলের আবার দেনাও কিছু আছে। বউ-মা আমার খেটেখেটে কালী হ'য়ে গেল। আমি বারণ ক'রেছিলুম—তা ছেলেরা কি কথা শোনে? বড় নাছোড়বান্দা বাছা———"

"আপনার ছোট ছেলে বিলেত গেছেন! কি শিখ্‌তে গেছেন তিনি?"

"তাকি আমি কিছু বুঝি মা? হাঁ বৌমা, কি শিখ্‌তে গেছে সে?"

বধূ উত্তর করিল, "আমিও ভাল জানি না। কি কলকারখানায় শিল্প শিখ্‌তে গেছেন। এখানে নাকি তা ভাল ক'রে শেখা যায় না!"

"এসে কি ক'র্বেন ?"

"টাকা পেলে শুনিছি কলকারখানার কাজই ক'র্বেন।"

"তাতে ত অনেক টাকা লাগে শুনেছি !"

"হাঁ, যদি টাকা না পাওয়া যায়, তবে সাহেবদের কোনও কলকারখানায় চাকরী ক'রে টাকা জমিয়ে শেষে নিজে ব্যবসা ক'র্বেন। এই রকম কষ্টেস্থষ্টে থেকে দু'ভেয়ে যদি টাকা জমান, তবে ক'বছর পরে টাকা হয়ত হবে।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "কতকাল যে আর এই দুঃখ কষ্ট বাছারা পাবে ! ওদের একটু সচ্ছল ভাব দেখে যাব—আমার অদেষ্টে আর তা নাই ! লেখাপড়া শিখেছে,—দিব্যি চাকরী বাকরী ক'রে সুখে থাক্‌বে, বউমার গায় পাঁচখানা গহনা হবে, তা না, এক বাই উঠেছে—কলকারখানা ! কলকারখানা ! কলকারখানা এ দেশে কে কবে ক'রেছে ?"

মিনী কহিল, "তা বেশ ত মা, এই সব ক'ল্লেই ত দেশের উপকার হবে।"

"ঐ ত বাছা, তোদের সবারই ঐ এক ধুয়ো ! লেখাপড়া শিখে মাথায় নতুন নতুন বাই চুড়েছে ! তা মা—বড় ঘরের মেয়ে তুই গরীবের ঘরে এসেছিস্। একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যা। হাঁ বৌমা, ঘরে কিছু নেই ?"

বধূ লজ্জিত হইয়া কহিল, "না মা,—কিছুই ত নাই। বাজারেই বা এখন কাকে পাঠাব—"

মিনী কহিল, "না মা ! খাবার জন্যে কেন আপনারা ব্যস্ত

হ'চ্ছেন ? আলাপ হ'ল,—এখন কত আস্‌ব যাব—আর একদিন খাব।”

“তাই কি হয় মা ? নতুন আজ এসেছ, একটু মিষ্টিমুখ ক'র্ত্তে হয়। তা এক কাজ কর না বউ-মা,—মিছ্‌রী ত আছে, আর আক এনেছিল আজকে। তাই দুখানা কেটে নিয়ে এস গে। আর দুধ আছে, তাই সর-টর দিয়ে একটুখানি নিয়ে এস। আচ্ছা—আমিই যাই,—তুমি বরং ওর সঙ্গে ব'সে কথাবার্ত্তা বল। আমি বুড়ো মানুষ, আলাপ টালাপ ত জানিনে। তোমার কাছেই এসেছে! ব'সো মা, তুমি ব'সো, চ'লে যেওনা যেন,—আমি আস্‌ছি।”

এই বলিয়া বৃদ্ধা গৃহমধ্যে গেলেন। মিনী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার নাম কি ?”

“আমার নাম মৃণ্ময়ী ? আপনার নাম ?”

“আমার নাম মণিকা। বাড়ীতে সবাই মিনী ব'লে ডাকে !”

মৃণ্ময়ী হাসিয়া কহিল, “বাপের বাড়ীতে আমাকেও সকলে মিনু ব'লে ডাকে। আর রাগ হ'লে বলে মিনী।”

“আর আমাকে সবাই আদর ক'রেই বলে মিনী,—আমার এ মিনী সাহেবী আদুরে নাম কিনা ? তা বেশ হ'ল, দেশীতে সাহেবীতে আমাদের দুজনেরই এক নাম। আমরা বেশ মিল্‌ব। আমাদের বাড়ীতে একদিন যাবেন ?”

“মা ব'ল্লে যেতে পারি !”

মিনী কহিল, “যাবেন একদিন—মাকেও ব'ল্‌ব। উনি

বোধ হয় বারণ ক'র্‌বেন না। দেখুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে আজ বড় সুখী হলুম। আর আমার মস্ত একটা ভুলও ভাঙ্গল। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌তুম আর ভাব্‌তুম—আপনাদের যেন কত দুঃখ—কি হীন ভাবেই আপনারা আছেন,—রাতদিন ঘরে আট্‌কা থেকে কেবল কাজকর্ম্মই ক'চ্চেন—"

"ওমা, তাতে এমন দুঃখ কি? আমরা গরীব—কাজকর্ম্ম না কল্লে চ'ল্‌বে কেন? এই ত উনি পুরুষমানুষ—লেখাপড়াও কত শিখেছেন—বাইরে কি আমোদ ক'রে বেড়ান? কাজকর্ম্মই ত করেন। সারাটি দিন খাটেন। সকালে ছেলে পড়ান,—আবার রেতে নিজে পড়েন। একটুও ত জিরোন না। আমি আর কতটুকু কি ছাই করি।"

"হুঁ!—আমি কি ভাব্‌তুম জানেন? ঘরে রাঁধা বাসনমাজা জলতোলা এ সব হীনকাজ—চাকর চাক্‌রাণীর কাজ,—মেয়েরা রাতদিন এই কাজে ঘরে ব'সে খেটে খেটে মাটি হ'য়ে যাচ্চে। পুরুষেরা বাইরে যে কাজ করে, সে ওঁ সব ভাল ভাল কাজ।"

মৃণ্ময়ী কহিল, "তা তাঁদের পয়সা রোজগার ক'ত্তে হবে—লেখাপড়া শিখেছেন,—যে সব কাজে বেশী রোজগার হয়, তাই তাঁদের কত্তে হয়। আর সবাই কি ভাল কাজ করে? হাঁ, কুলি মজুরী না করুক্‌—সকাল থেকে সেই রাত পর্য্যন্ত ঐ একঘেয়ে কেরাণীগিরি যে কত লোকে করে—তা এমন ভালই বা কি? তা যাই হ'ক্‌, আমরা ত পয়সা রোজগার ক'ত্তে

বাইরে যাব না, গেরস্তালীই কর্‌ব। তার যা কিছু কাজ, তাই আমাদের ক'র্ত্তে হয়। যার যা কাজ, তাই তাকে ক'র্ত্তে হবে, এর আর ছোট বড় কি ?"

"তা ত বটেই দিদি! তবে আমি ভাব্‌তম, এ সব কাজে কেন মিছে আপনাদের এঁরা এত খাটান। তার চাইতে—"

"আর কি ক'র্‌ব? পড়াশুনো? তার ত ঢের সময় আছে। সারাটা দুপুর কত প'ড়্‌তে পারি। হাঁ, কাজ খুব বেশী যদি হয়, না পেরে ওঠা যায়, তবে পয়সা থাক্‌লে ঝি-টি একজন রাখা যেতে পারে। কতক কাজ বা আমি কল্লুম, কতক বা সে ক'ল্লে। তা, আমাদের কাজ কি ছাই! পয়সা যেন নেই-ই, থাক্‌লেও এর জন্যে ঝি রাখ্‌ব কেন? গতর পুষে ব'সে থাকায় কি এমন সুখ? পড়ার কথা ব'ল্‌ছেন—তা সারাদিন কি আর কেউ প'ড়্‌তে পারে?"

"তা ঠিক্‌ই দিদি! তবে আমি এই রকম ভাব্‌তুম! মনে হ'ত আপনারা কত দুঃখী—কি হীন অবস্থায় আছেন। কিন্তু আজ আপনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সে ভুল আমার ভাঙ্গল। বড়মানুষি কিছু নেই বটে—কিন্তু আপনারা বেশ সুখেই আছেন। সুখের জন্য বড়মানুষির যে এমন কিছু দরকার আছে,—তাও মনে হয় না। আমরা যে আপনাদের চেয়ে বেশী সুখী, আজ আর তা সত্যি মনে হচ্ছে না।"

বৃদ্ধা কয়েকখানা আক, একবাটি সর-দুধ, কিছু মিছরি, কয়েকখানা বাতাসা আর কয়েক টুক্‌রা শসা লইয়া আসিলেন।

"খাও মা—খাও! এইটুকু মুখে দেও। তোমরা কত ভাল জিনিষ খাও! তা গরীবের ঘরে কিছু ত থাকে না,—বাইরে পাঠাব এমন একটি লোক পর্য্যন্ত নেই।"

মিনী কহিল, "এই ত বেশ খাবার মা। দোকানের জিনিষ কি আর এর চাইতে ভাল?"

বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মিনী সব খাইল। তারপর নমস্কার করিয়া বিদায় লইয়া গৃহে আসিল। তার মনে হইতে লাগিল,—এতদিন যেন হেলায় খেলায় জীবনটা সে কাটাইয়াছে। আজ এই দরিদ্রের গৃহ হইতে সে যেন প্রথম শিখিয়া আসিল, জীবনের গুরুত্ব কোথায়, কর্ত্তব্য কোথায়, ধর্ম্ম কোথায়! সে শিখাইতে গিয়াছিল, অন্ধকে নূতন দৃষ্টি দিতে গিয়াছিল,—সে নিজে শিখিয়া আসিল, নূতন দৃষ্টি পাইয়া নিজের অন্ধতাই যেন দূর করিয়া আসিল। ধিক্! কি তাদের এ জীবন! কি তাদের এ উন্নতি! সুধুই হাসি, সুধুই খেলা, সুধুই ত একটা লঘু বিলাসময় প্রমোদের স্রোতে ভাসিয়া তারা চলিয়াছে! অধিকার যা কিছু আছে, সুধুই ত ভোগের,—কর্ত্তব্য পালনের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার—মানবজীবন নারীজীবন—যাতে সার্থক হয়—তার কি কোন অধিকার সে লাভ করিয়াছে? সে ধনীর কন্যা, ধন যত দিন আছে,—এমন ভোগের আরামে কর্ম্মবিহীন ধর্ম্মে দীন জীবন চলিয়া যাইতে পারে। আজ যদি ধন ফুরাইয়া যায়,—কি শিক্ষা কি শক্তি সে এমন লাভ করিয়াছে, যার বলে দারিদ্র্যে দুর্ভাগ্যেও সে আপনাকে ধীরভাবে ধরিয়া রাখিতে

পারে, দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যেও সুখে জীবন যাপন করিতে পারে? ওই বৃদ্ধা—ওই বধূ—যাদের সে এতদিন মনে মনে দয়া করিত,—তারা আজ তার চেয়ে কত বড়—কত বেশী সুখী—প্রকৃত মনুষ্যত্বের মহিমায় নারীত্বের মহিমায় কত উন্নত! আর সে ভাগ্যস্রোতের তরঙ্গের উপরে সামান্য একটি তৃণের মতই ভাসিয়া যাইতেছে! প্রাণের অন্তরে যত কিছু উচ্চ-সংস্কার সুপ্ত ছিল, সব যেন আজ একটা নূতন সাড়া পাইয়া মিনীর প্রাণে জাগিয়া উঠিতে চাহিল। উর্ব্বরা ভূমি এতদিন যেন নিষ্ফলা হইয়া পড়িয়াছিল,—আজ যে বীজ তায় পড়িল, সতেজে যেন তার অঙ্কুরণ আরম্ভ হইল!

৩

প্রথম দিনের এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে বধূ মৃণ্ময়ী এবং শ্বশ্রূ নিস্তারিণী দেবী এই দুইজনের প্রতিই মিনীর চিত্তের এমন একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণ জন্মিল যে, যখনই অবসর পাইত, তখনই সে এই বাড়ীতে আসিত,—নিস্তারিণীদেবীর অনুমোদন লইয়া মধ্যে মধ্যে মৃণ্ময়ীকেও তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইত। বিনোদের সঙ্গেও তার দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভ্রাতার উন্নতির জন্য ইনি যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে প্রথম হইতেই মিনী মনে মনে ইঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিত। আলাপেও ইঁহার সহৃদয়তায় এবং অমায়িক শিষ্ট ব্যবহারে সে মুগ্ধ হইল। এই সহৃদয় উন্নতপ্রাণ দরিদ্র-পরিবারটিকে মিনীর

একটি আদর্শ ভদ্রপরিবার বলিয়া মনে হইত। ইঁহাদের দেখিয়া, ইঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া, ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায়, ইঁহাদের মত দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের সকল কঠোরতাও বরণীয় বলিয়া মনে হইত। ক্রমে তার সমস্ত জীবনে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। বেশভূষার পারিপাট্য তাহার কমিয়া গেল। আরাম বিরাম ছাড়িয়া সে এখন কাজ খুঁজিত। তার মনে হইত, ঘরে যদি তার মিনুদিদির মত কাজকর্ম্ম সে করিতে পারিত, তবে সে না জানি কতই সুখী হইত। কিন্তু গৃহের সকল কর্ম্মের ব্যবস্থাদি এমনই ছিল যে, কাজের অবসর মিনী বড় কম পাইত। মিনীর মধ্যে মধ্যে এমনও ইচ্ছা হইত,—তার দিদির মত ব্রতনিয়মও সে কিছু করে। কিন্তু তার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। বিনোদ বাবুর দ্বারা ধর্ম্মগ্রন্থাদি সে মধ্যে মধ্যে আনাইয়া পড়িত,—বড় আনন্দ তাহাতে সে পাইত।

মিনীর বড় ভাই নরেন্দ্র বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিল। পড়া শেষ হইয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া সে ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। মিষ্টার রে তাঁহার বন্ধু অপর কোনও ব্যারিষ্টারের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন সংবাদ আসিল, সে কোনও ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে,—তাহাকে লইয়া শীঘ্রই দেশে আসিতেছে। পিতা চিরদিনই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী,—এখন জীবনের সঙ্গিনী নির্ব্বাচনে সে যে এই স্বাধীন ব্যবহার করিয়াছে, পিতা তাহাকে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইবেন না। শীঘ্রই সে তার

নব-পরিণীতা শ্বেতাঙ্গীকে লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। পিতা অবশ্য তাহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন। নরেন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছিল।

সংবাদ পাইয়া মিষ্টার রে যে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উপায় কি? নিজে সকল কার্য্যে স্বাধীন ভাবেই তিনি চলিয়াছেন,—পুত্রকে সেই দৃষ্টান্তই দেখাইয়াছেন। পারিবারিক বা সামাজিক দায়িত্বের হিসাব করিয়া আপনার কোনও ইচ্ছাকে তিনি কখনও খাট করেন নাই,—সামাজিক আর কোনও রকম সংস্রব কাহারও সঙ্গে না রাখিয়া, আইন বাঁচাইয়া হিন্দুমতে বৈবাহিক ক্রিয়ামাত্র সম্পন্ন করিয়া, সাহেবী স্বাধীনতায় আনন্দে তিনি জীবন কাটাইয়া যাইবেন—এইরূপ তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। অনেকেই ত এইরূপ করিয়া থাকেন,—অর্থবল ও পদমর্য্যাদার বল থাকিলে, আজকাল অনায়াসেই এইরূপ হইতে পারে। পদস্থ ধনীর জাতি কেহ এখন মারিতে পারে না। ব্রাহ্মণের যেটুকু সহায়তা বিবাহাদিতে প্রয়োজন হয়, অর্থবলে তাহাও দুর্লভ কাহারও হয় না। সুতরাং বংশমর্য্যাদা ও জাত্যাভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সাহেবী আদর্শের উন্নত ভোগবিলাসে জীবন কাটাইতে যাঁহারা চান, এইরূপ 'হিন্দুসাহেব' হওয়াই তাঁহারা অনেকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। কারণ, খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হইলে অনেক সময় বংশমর্য্যাদা ও জাত্যাভিমান রক্ষা দায় হইয়া উঠে। মিষ্টার রে উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জাত্যাভিমান ও বংশ-

মর্য্যাদার বোধ যথেষ্টই তাঁহার মনে ছিল,—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে তাহা বাড়িতেই ছিল। সুতরাং তিনি সাহেব হিন্দু থাকিয়াই চলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু চলিল না,—সাহেব-পুত্র বিলাতী বিবি বিবাহ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য সাহেব-হিন্দুগণও আর তাঁহাকে আপনাদের সমাজভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন না। আহারাদি তাঁহার সঙ্গে তাঁহারা করিবেন বটে,—কিন্তু পুত্রকে একেবারে ত্যাগ না করিলে, বৈবাহিক সম্বন্ধ আর ইঁহাদের সঙ্গে হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পুত্রকে যে তিনি বড় বেশী ভালবাসিতেন। তাহাকে ত্যাগ কি প্রকারে করিবেন? আবার তাহার সঙ্গে একত্রই বা থাকিবেন কি প্রকারে? তিনি যতই তাহা আকাঙ্ক্ষা করুন,—বিলাতী বিবি শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে একগৃহে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের অধীনে ত বাস করিবে না। তারপর হতভাগ্য পুত্র—হায়, ভবিষ্যতে তার পারিবারিক শান্তি থাকিবে কি? স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও হইবে কি? আবার এদিকে এখনও রোজগার কিছু করিল না,—ইংরেজ-মহিলাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল! তার উপযোগী পৃথক সংসারের ব্যয় সে কিরূপে চালাইবে? তাঁহার আয় আছে,—ব্যয়ও তেমন আছে। এইরূপ দুইটি পৃথক্ সংসারের ব্যয় কি তিনি চালাইতে পারিবেন?

দুঃখে, নানা দুশ্চিন্তায় এবং বোধ হয় কতক অনুশোচনা-তেও—মিষ্টার রে বড় অধীর হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না,—হৃদ্‌রোগের লক্ষণ দেখা যাইতে-

ছিল। এখন এই আঘাত এবং এই দুশ্চিন্তা তাঁহার পক্ষে বড় অনিষ্টকর হইয়া পড়িল। তাঁহার শরীর অচিরেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন হৃদ্‌পিণ্ডের গতি রুদ্ধ হইয়া সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল।

৪

মৃত্যুর পর দেখা গেল, মিষ্টার রে বীমায় বিশ হাজার টাকা ব্যতীত আর বড় কিছুই রাখিয়া যান নাই। এ গৃহে এ চালে আর থাকা চলিবে না। সুতরাং গৃহের মূল্যবান্ আস্‌বাব ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া আরও ২।৩ হাজার টাকা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? নরেন্দ্রকে বিলাতী-বিবি লইয়া সংসার-যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। ব্যবসায়ে কত দিনে তার সে সংসার চলিবার মত আয় হইবে, তার স্থিরতা নাই। এ টাকা প্রায়ই সবই যে তাহাকে দিতে হইবে। আবার তাহার সঙ্গে এক সংসারে থাকাও কিছু চলিবে না। সে যদি সাহায্য করিতে না পারে, তবে ছেলে-পিলেগুলির কি গতি হইবে?

হেমাঙ্গিনী বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। শোকের ব্যথা অপেক্ষাও দুশ্চিন্তার জ্বালা তাঁহার অনেক বেশী হইল। তার পরে মিনী বড় হইয়াছে। তাহার বিবাহের ত কোনও সংস্থানই নাই। প্রচুর যৌতুক ব্যতীত এ সমাজে সুপাত্রে কন্যা দান একেবারে সম্ভব নয়। মিনী লেখাপড়া ও শিল্পকলা মন্দ শিখে নাই। কিন্তু মিনীর মত অনেক মেয়েই তা শিখিয়াছে। তবে

মিনীর যদি অতুল রূপ থাকিত, তাহার আকর্ষণে হয়ত এরূপ অবস্থাতেও যোগ্য কেহ তাহার পাণিপ্রার্থী হইত। কুৎসিতা না হইলেও, মিনীকে সুন্দরীও বলা যায় না। কিসের লোভে উন্নত সমাজভুক্ত যোগ্যপাত্র কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে আসিবে? প্রাচীন ভাবের হিন্দুসমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে এদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনও পাত্র পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ গৃহস্থ কেহ সামাজিক ও পারিবারিক নানা বিবেচনায় মিনীকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে চাহিবে না। আর মিনীই কি এরূপ কোন গৃহে গিয়া সুখে থাকিতে পারিবে? কি উপায় এখন হইবে? তাঁহার পিতা নাই, ভ্রাতারা আছেন। কিন্তু আজ কোন্ মুখে তিনি তাঁহাদের দ্বারস্থ হইবেন? তাঁহারাই কি এত বড় দায় গ্রহণ করিতে চাহিবেন? দায় ত তাঁদেরও এক একজনের কম নয়। চিন্তায় আর কূল না পাইয়া হেমাঙ্গিনী যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন!

একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কহিলেন, "এখন কি হবে মিনী? কোনও দিকেই ত পথ পাচ্চিনি!"

মিনী উত্তর করিল, "কেন অত ভাব্‌ছ মা? মনে বল ধর, পথ অবশ্য পাবে।"

"টাকা ত এই—মনে মনে কত হিসেব ক'রেছি।—কোনও দিকেই যে কুলোয় না।"

"কুলোতেই হবে। দাদার সব চেয়ে বেশী টাকার দরকার হবে,—বেশী তাঁকেই দেও!"

"সে যা সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছে মা, সব ধ'রে দিলেও যে কুলোয় না। তারপর তোদের নিয়েই বা কোথায় যাই?—কি করি? সে যে কত দিনে তার নিজের সংসার চালিয়ে আমাদেরও দিতে পারবে, তার ঠিক কি? মেয়ের খরচ,—কোনও দিনই দিতে পারবে কি না—তার ঠিক কি?"

মিনী কহিল, "সে ভাবনা—সে আশা—এখন ছেড়ে দেও মা। যা আছে, তাই দিয়ে কি হ'তে পারে, তাই দেখ!"

"এতে যে কিছুই হয় না। বছর দুইএর মত নরেনের সংসার চালাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। তাতে ত কম ক'রে হ'লেও হাজার দশেকের কমে হবে না।"

"তাই তবে দাদাকে দেও!"

"তারপর নীরু আছে, বীরু আছে, ফ্যানী আছে, টুনী আছে,—এদের ত মানুষ ক'ত্তে হবে! আর তোকেও বিয়ে দিতে হবে——"

মিনী একটু হাসিয়া কহিল, "সে জন্যে কিছু ভাবনা নেই মা, বিয়ে না হয় নাই হবে।"

হেমাঙ্গিনী বড় গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হায়, বিবাহ বুঝি মিনীর হইবেই না। আহা, যদি তিনি মিনীর বিবাহটাও দিয়া যাইতে পারিতেন!

"তা—যা হয় হবে মা। এদের নিয়ে এখন কি করি? এদের মানুষ ত ক'ত্তে হবে—খাইয়ে পরিয়ে ত রাখতে হবে।

নরেন যদি কিছু না করে, বড় হ'য়ে এরা কাজ কর্ম্মে ব'স্‌বে—তারও সম্বল কিছু রাখ্‌তে হবে।"

মিনী কহিল, "এক কাজ কর মা! বাকী দশ হাজার টাকা নীরু আর বীরুর আর ফ্যানী টুনীর জন্যে ব্যাঙ্কে জমা রেখে দেও।"

"এখন কি ক'রে চল্‌বে?"

"আমাদেরই কাজকর্ম্ম ক'রে চালিয়ে নিতে হবে। আর ওই টাকার সুদ যা আসে।"

"বলিস্ কি মিনী? তাতে আর কতটুকু কুলোবে।"

"কুলোতেই হবে। উপায় ত নেই আর—কি ক'র্‌বে? গরীবের মত গৃহস্থালী ক'রেই আমাদের এখন চ'ল্‌তে হবে। ওদের সেই ভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তোল মা। দুঃখে কষ্টে যদি আর পাঁচজনের মত মানুষ হ'য়ে ওঠে,—যে কোনও অবস্থাতেই তারা সুখে থাক্‌বে। আজ দাদার হাতে আড়াই লাখ টাকা দিলেও দাদার যে সুসার হবে না,—এই ভাবে যদি মানুষ হয়, বড় হ'য়ে আড়াই হাজার ক'রে টাকা পেলেই ওদের তার চেয়ে অনেক বেশী সুসার হবে।"

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া কহিলেন, "আমার জন্যে কিছু ভাবিনি মিনী। তিনিই যদি চ'লে গেলেন, কোনও দুঃখ আর গায় লাগ্‌বে না। কিন্তু তোদের এখন এই দুঃখে নিয়ে কোন্ প্রাণে ফেল্‌ব মা!"

"দুঃখ কি মা? সুখের হিসেবে আমরা বড় ভুল করি,—

তাই মেলাই টাকায় মেলাই বড়মানুষি আরাম বিরাম না হলে মনে করি জীবনটা বুঝি বড় দুঃখেরই হ'ল। মা, তুমি দেখনি—ওবাড়ীর মিনুদিদিরা ত বেশ সুখে আছে। বাবা থাকৃতেও আমার মনে হ'ত—আমাদের চেয়েও তারা বেশী সুখে আছে। বড়মানুষি কিছু নেই, এদেশী গৃহস্থের মত ছোট বাড়ীখানিতে নিজেরা খেটেপিটে অল্প টাকায় ত বেশ চালিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর কোনও দুঃখই তাদের গায় যেন লাগে না,—হাজার দুঃখেও বুঝি তাদের নরম ক'ত্তে পারে না। তাদের মত হ'য়ে আমরাও ত তাদেরই মত থাকৃতে পারি। তাদেরই মত ক'রে ছোট ভাইবোন্ কটিকে যদি মানুষ ক'রে তুল্‌তে পারি, জীবনে তারা কখনও দুঃখ পাবে না। এমন ভাবে ছেলেপিলেকে মানুষ ক'রে তোলা—সে যে এক একটা বড় জমিদারীর মালিক তাদের ক'রে দেওয়া চাইতেও ভাল মা!"

"ভাল মন্দের কি সুখের দুঃখের হিসেবে যাই হ'ক্—এই ভাবেই তাদের মানুষ ক'রে তুলতে হবে। উপায় আর নাই।" এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী বড় গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। এবাড়ী ছাড়িয়া শীঘ্রই হেমাঙ্গিনী অল্পদূরে ছোট একটি বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। নিস্তারিণী এবং মৃণ্ময়ী এখন সদাসর্ব্বদাই ইঁহাদের গৃহে আসিতেন। বিদায়ের সময় মিনী মৃণ্ময়ীর হাত ধরিয়া কহিল, "দিদি, বিধাতার বড় দয়া যে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছিল। আজ যে এ বিপদকে বিপদ ব'লেই মনে হ'চ্চে না,

অবস্থায় আকস্মিক এই পরিবর্ত্তনেও যে কিছুই ভয় পাচ্ছি না, বরং বেশ ভরসাই মনে রাখ্‌তে পাচ্ছি,—এ শিক্ষা দিদি তোমাদের দেখে তোমাদের থেকেই পেয়েছি। এতদিন বলিনি, আজ ব'লছি দিদি—ঘরে কি স্কুলকলেজে এ বয়সে মানুষ হবার মত কিছুই পাইনি,—যা পেয়েছি, এই কটি মাসে তোমাদের আদর্শ থেকে।"

মৃণ্ময়ী লজ্জায় নতমুখে কহিল, "কেন আর বোন্ লজ্জা দিস্? কে কাকে কি শিখাতে পারে? যে যা শেখে, নিজের মনের গুণে।"

মিনী উত্তর করিল, "মনে যাই থাক্ দিদি,—বাইরের প্রভাব তা চেপেও দেয়, আবার টেনেও তোলে। মনে যদি গুণ কিছু ছিল দিদি, তা চাপাই ছিল, তোমরাই টেনে তুলেছ। যাক্, বেশী দূরে নয়—কাছেই থাক্‌ব, মাঝে মাঝে যেও দিদি। আর বিনোদবাবুকে ব'লো—আমার ছোট ভাইবোন্ কটি যাতে মানুষ হয়, অভিভাবকের মত তিনিই যেন তা দেখেন। কে জানে—দাদাকে যদি হারাই—তিনিই যেন আমাদের দাদা হন।"

মৃণ্ময়ী কহিল, "তিনিও ব'লে দিয়েছেন বোন্,—তোমার দাদা যদ্দিন না আসেন, তাঁহাকে যদি দাদার মত মনে ক'রে যখন যা দরকার জানাও, তিনি কৃতার্থ হবেন। তোমরা যদি বল, সর্ব্বদা তিনি যেয়ে এসেও তোমাদের তত্ত্ব নেবেন।"

"তাঁর মতই কথা তিনি ব'লেছেন। তাঁকে ব'লো দিদি,

বরাবরকার মতই তিনি আমার আর এক দাদা হ'লেন। কে জানে, হয় ত দাদার বেশী দাদাই তাঁকে হ'তে হবে।"

৫

আরও এক বৎসর চলিয়া গেল। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছিল। মাতা ও ভগ্নীর তত্ত্বাবধান সে করিত বটে—কিন্তু অর্থ-সাহায্য এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারে নাই। মিনী কোনও মেয়েইস্কুলে কাজ নিল। হেমাঙ্গিনীও গৃহে কিছু সূচিকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ইহাতে এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদে এক রকম চলিয়া যাইত। দাসদাসী রাখিবার প্রয়োজন হইল না,—মা ও মেয়ে দুজনে মিলিয়াই গৃহকর্ম্ম সব করিতেন। ঘরে ও বাহিরে এত কাজের সুযোগ আসিল,—মিনীর বড় বেশ লাগিত। হেমাঙ্গিনীও ক্রমে এইরূপ জীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এখন আর ইহা দুঃখের বলিয়া তাঁহার মনে হইত না। ছেলেমেয়েগুলিও অচিরেই তাহাদের সেই বড় বাড়ীর বড় সুখের কথা ভুলিয়া ল। আনন্দে তাহারা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, পড়া শুনা করিত। হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, তারা এখন বেশ আছে,—বেশ খায় দায়, শরীরে অনেক বেশী সয়, রোগপীড়াও কম হয়।

একদিন বৈকালে মৃণ্ময়ী বেড়াইতে আসিল। অন্যান্য পাঁচ কথার পর একটুকাল নীরবে মিনীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া মৃণ্ময়ী কহিলেন, "বোন্! একটি কথা ব'লবে—কিছু মনে ক'রবি না ত?"

"কি দিদি ?"

"সেই যেদিন তোরা এই বাড়ীতে উঠে আসিস্—একটি কথা তুই ব'লেছিলি—আমার মনে বড় লেগেছিল। তোর মনে আছে ?"

"কত কথাই ত ব'লেছিলুম। তা কোন্ কথাটা দিদি ?"

"তুই ব'লেছিলি না—তোর দাদা ফিরে এলেও আমাদের উনি তোর দাদার বড় দাদা হবেন। কেমন—মনে প'ড়ে না ?"

"হাঁ,—ব'লেছিলুম বটে। তা ত সত্যিই ব'লেছিলুম দিদি ? দাদা অবিশ্যি আমাদের ভোলেননি। তা উনি ত দাদার বড় দাদা হ'য়েই আছেন।"

"সে ত আছেন বাইরে বাইরে। একেবারে ঘরে ঘরেই সত্যি যদি হন্, আরও ভাল হয় না কি ?"

কিছুদিন হইল, বিনোদের ভাই বিজয় ফিরিয়া আসিয়াছে। মিনী বুঝিতে পারিল,—ঘরে ঘরে এই দাদার বড় হওয়ার অর্থ কি ? চকিতে একবার মৃণ্ময়ীর মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় মিনী তার মুখখানি নত করিল।

মৃণ্ময়ী কহিল, "কি জানিস্ বোন্, ঠাকুরপোকে ত বিয়ে দিতে হবেই,—তা তুই যদি বলিস্—উনি তোর মার কাছে এসে কথা পাড়্‌তে পারেন। তুই এখন বড় সড় হ'য়েছিস্—এত লেখাপড়া শিখেছিস্,—তোর মতটা না জেনে, উনি মার কাছে আগে কথা তুলতে চান্ না।"

মিনী কিছুকাল নতমুখে বসিয়া রহিল। সে বিজয়কে

এখনও দেখে নাই,—তার প্রতি চিত্তের কোনও অনুরাগ কি বিরাগ কিছুই তার ছিল না। বিজয়ও তাহাকে দেখে নাই—দেখিলেও দর্শনেই আকৃষ্ট হইবে, এমন কি তাহাতে আছে? অবশ্য ইঁহারা অর্থের লালসা ক'রেন না,—কিন্তু আর কিসে সে বধূরূপে ইঁহাদের প্রার্থনীয় হইতে পারে? এক দয়া! যে অবস্থায় তাহারা এখন পড়িয়াছে, তাহাতে কোনও সুপাত্রে তার বিবাহের সম্ভাবনা আদৌ নাই। তাই কি দয়া করিয়া ইঁহারা তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন? ইঁহাদের দয়ার পার নাই সত্য, কিন্তু সে এত বড় দয়া নিয়া কেন তাহার সমস্ত জীবনের ভার ইঁহাদের উপরে ফেলিবে? ছি! বিনিময়ে কিছুই সে দিতে পারিতেছে না,—এতটা নেবে—যার বেশী আর নেবার কিছু কোনও নারীর থাকিতে পারে না? না না! সে তা পারে না, ছি! তারপর আরও বিবেচনার কারণ আছে। সে যদি পরের হইয়া পরের ঘরে যায়,—মা একা এই শিশু কয়টিকে লইয়া কি প্রকারে সংসার চালাইবেন?

মৃণ্ময়ী কিছুকাল মিনীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তা—কি বলিস্ মিনি? ওঁকে গিয়ে কি ব'লব?"

মিনী উত্তর করিল, "দিদি, তোমাদের দয়ার পার নেই। কিন্তু—"

"দয়া! বলিস্ কি মিনি? কে কাকে দয়া করে? তোর মত মেয়েকে আমরা কি ঘরে নেবার কথা মুখেও আনতে পারি? তবে তুই যদি দয়া ক'রে যেতে চাস্।"

"ছি দিদি! অমন কথা ব'লছ? ও কথা যে আজ বিদ্রূপের মতই মনে হয়। আজকার ত কথাই নেই দিদি,— লোকে যাকে বড় বলে, সেই বড়তেই যখন ছিলুম, তখনও তোমাদের চাইতে বড় ব'লে আপনাকে মনে ক'ত্তে পারি নাই।"

মৃণ্ময়ী একটু হাসিয়া কহিল, "তবে ত জোর ক'রেই ব'লতে পারি,—আয় আমাদের ঘরে!"

মিনী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তোমরা খুবই পার দিদি,—কিন্তু আমি কি নিয়ে যাব? এত দয়া তোমরা দিচ্ছ,— কিন্তু তার বদলে আমি কি দিতে পারি? আমার যে কিছুই নেই দিদি!"

"ছি মিনি! তুই আজ এই কথাটা ব'ল্লি? এতদিন দেখ্‌লি, তবু ওঁদের চিনিস্‌নি? বউ ঘরে নেবেন ওঁরা মেয়ে দেখে, টাকা দেখে নয়।"

"না দিদি, তা মনে ক'রে ব'লিনি। তোমাদের তোমরা যা চেন—তার চেয়েও আমি বেশী চিনি। তবে মেয়ে ত দেখ্‌বে? দেখ্‌বার মত কি এমন আমাতে আছে দিদি?"

"মেয়েতে কি দেখ্‌তে হয় মিনি? রূপ? ছি! মানুষের চোকে রূপের কি ছাই কদর আছে? মানুষ মানুষে দেখে— মানুষের মন দেখে,—তার রূপ দেখে না! মীনি,—ওঁদের কথা নাই ধরলুম। ঠাকুরপো—যে রূপ কিছু চাইতে পারে—সে কি ব'লেছে জানিস্?"

"কি?"

"তোদের সব কথা উনি ব'ল্ছিলেন। শুনে তাঁর চোক্ দুটি ছলছল হ'য়ে উঠ্‌ল। ব'লে দাদা, "এ রত্ন যে ঘরে নেবে, সেই ভাগ্যবান্! যদি দিতে পার দাদা, মনে ক'র্‌ব এ জীবনে বিধাতার সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমায় এনে দিলে।"

মিনী তার প্রাণের মধ্যে কেমন নূতন একটা কিসের যেন সাড়া পাইল,—কেমন নূতন একটা মধুর আনন্দের চঞ্চল উচ্ছ্বাস তার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। মুখখানি আরও নত হইল,—শ্যামলতার মধ্যেও রক্তিম আভা যেন তায় ফুটিয়া বাহির হইল! মৃণ্ময়ী আবার কহিল, "সে ত যেন ব'ল্‌বেই। না ব'লেই পারে না। মা পর্য্যন্ত শুনে ব'ল্লেন,—"

"কি ব'ল্লেন দিদি?"

মৃণ্ময়ী একটু লজ্জিতভাবে কহিলেন, "ব'ল্লেন—অবিশ্যি মা আমায় বড় বেশী ভালবাসেন কিনা—তাই বেশীই দেখেন। তা ব'ল্লেন, হাঁ, তা হ'লেই ঠিক আমার বউমার জোড়া মেলে—দুটিতে মিলে ঠিক যেন আমার একটি বউমাই হয়! তা কি বলিস্ বোন্—আমার জোড়া মিলান ঠিক আপন বোন্‌টি হবি?"

মিনী একটু কি ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার বোন্‌টি হ'ব, সে ত বড় ভাগ্যের কথা। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি মিনি?"

মিনী কহিল, "দিদি! আমি যদি ফেলে যাই, মা একা কি ক'র্‌বেন? ছোট ভাই বোন্ কটি র'য়েছে,—নিজের সুখ চেয়ে তাদের কি ফেলে যেতে পারি দিদি?"

মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, "তোর সব চেয়ে বড় আপন যে হবে, তোর ভার কি তার নেবার অধিকার থাক্‌বে না। মিনি ?"

মিনী কহিল, "সে কথা দিদি আমি ব'ল্‌তে পারি না। মা জানে, আর দাদা জানেন।"

"ভাল, তাঁরাই তবে যা হয় ব্যবস্থা স্থির করুন।"

মৃণ্ময়ী সেদিন চলিয়া গেল। বিনোদ পরদিনই নরেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। নরেন্দ্র সকল কথা শুনিল। ধিক্! নিজের বিধবা মা, নিজের পিতৃহীন ছোট ভাইবোন্ কটি—পুরুষ হইয়াও তাদের সে প্রতিপালন করিতে পারিবে না,—আর বোন্‌টি—সে তার জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাদের ভার বহন করিবে? বড় একটা গ্লানি—বড় একটা ধিক্কার—নরেন্দ্রের মন ভরিয়া উঠিল। বিনোদকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সে কহিল, মিনা বিবাহ করুক। তার মাতা এবং ভাই বোন্‌দের প্রতিপালন সেই-ই যে ভাবে পারে, করিবে।

এক মাসের মধ্যেই মিনী তার দিদির বোন্‌টি হইয়া দিদির ঘরে গেল। দুটি মিনীতে সত্যই যেন একটি 'বউ-মা' হইয়া নিস্তারিণীর ছোট সুখের ঘরখানি আনন্দে ভরিয়া তুলিল!

শান্তি

১

"কেন তুমি অমন ক'চ্চ! কেন অমন কাৎ কাৎ ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌ছ? কি ভাব্‌ছ? কেন ভাব্‌ছ?"

গভীর রাত্রি,—চারিদিকে সব নীরব নিস্তব্ধ, গৃহমধ্যে একটি মাত্র বাতির আলো জ্বলিতেছে,—একপাশে চৌকির উপরে শয্যায় শায়িত মুমূর্ষুপ্রায় হরশঙ্কর, পাশে স্ত্রী যোগমায়া বসিয়া একখানি পাখা হাতে লইয়া আস্তে মাথায় বাতাস করিতেছেন।

হরশঙ্কর আজ দুই তিন মাস যাবৎ কঠিন রোগে শয্যাগত। কয়দিন ধরিয়া অবস্থা বড় খারাপ হইয়াছে, চিকিৎসক জীবনের আশা সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়াছেন। তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,—কে জানে যদি ঈশ্বর দয়া করেন, যদি নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনপ্রদীপ আবার নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অদৃষ্টের প্রসাদে আবার জ্বলিয়াই ওঠে, তাই তিনি একেবারে রোগীকে ত্যাগ করেন নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রে একেবারে অন্তিম-দশায়ও ঔষধের বিধান আছে,—চিকিৎসক সেই বিধানেরই ঔষধ এখন দিতেছেন। বৈকালে হরশঙ্করের কেমন নূতন একটা অস্থিরতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। বুকের মধ্যে নাকি বড় হুর্‌ হুর্‌ করিতেছিল। সন্ধ্যায় পর ঔষধ পথ্যাদি দেওয়ার পরে, একটু তন্দ্রার মত হয়। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, যদি রাত্রি ভরিয়া ভাল নিদ্রা

হয়, তবে কিছু আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু রাত্রি ১০টা আন্দাজ তন্দ্রাটা ভাঙ্গিয়া গেল। হরশঙ্কর একটু জল চাহিলেন। জল খাইয়া কতটুকু কাল জাগ্রত অবস্থাতেই চুপ করিয়াছিলেন। আধঘণ্টা হইতে অস্থিরভাবে বড় এপাশ ওপাশ করিতেছেন,—আর বড় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। যোগমায়ার মনে হইল, কোন দৈহিক যাতনায় নয়, মানসিক কি যেন দারুণ দুশ্চিন্তায় ও দুঃখে স্বামী এইরূপ করিতেছেন। কতক্ষণ বসিয়া তিনি মাথায় বাতাস করিলেন, কিন্তু সুস্থতার লক্ষণ কিছু তাহাতে দেখা গেল না,—তেমনই এপাশ ওপাশ করিয়া হরশঙ্কর তেমনই ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

আহা, এমন অবস্থায় কিসের এ গভীর বেদনা, স্বামীর প্রাণ এমন মথিত করিতেছে? যোগমায়ার প্রাণটা বড় করুণ বেদনায় কাঁদিয়া উঠিল। একহাতে পাখাখানি নাড়িতে নাড়তে, আর একহাতে আঁচলে স্বামীর স্বেদার্দ্র ললাট পুছিতে পুছিতে, যোগমায়া স্নেহকরুণ-ব্যথিত-স্বরে কহিলেন, "কেন তুমি অমন ক'চ্চ! কেন অমন ফাৎ ফাৎ ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌ছ? কি ভাব্‌ছ? কেন ভাব্‌ছ?"

হরশঙ্কর চক্ষু মেলিয়া যোগমায়ার দিকে চাহিলেন,—চাহিয়া চক্ষুদুটি ছলছল হইয়া উঠিল। হরশঙ্কর চক্ষু বুজিলেন,—মুদিত-নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বিশীর্ণ কপোল আবার বাহিয়া পড়িল। যোগমায়া একহাতে স্বামীর অশ্রু মুছাইয়া অন্যহাতে আঁচলে নিজের অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,

"তুমি কাঁদ্‌ছ! ছিঃ! কেন কাঁদ্‌ছ? কি দুঃখ তোমার মনে হ'চ্চে? মন স্থির কর,—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর! অসুখ বাড়্‌বে যে!"

হরশঙ্করের দুটি কপোল বাহিয়া ধারে ধারে অশ্রুধারা বহিল। নয়ন দুটি মুদিতই ছিল, যেন তিনি যোগমায়ার মুখপানে চাহিতে পারিতেছিলেন না। অশ্রুসিক্ত-নয়নে দুটি করে, স্বামীর মুখের অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিতে করিতে যোগমায়া কহিলেন, "ছি ছিঃ! কি ক'চ্চ? কেন অমন ক'রে চোকের জল ফেলছ? কি দুঃখ তোমার মনে হচ্চে? কিছু কষ্ট হ'চ্চে কি?"

যোগমায়ার নিজের অশ্রুও বাঁধ মানিল না,—দুফোঁটা স্বামীর মুখে গড়াইয়া পড়িল। হরশঙ্কর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নদুটি যোগমায়ার মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া ক্ষীণ কম্পিতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "যোগমায়া! তুমিও কাঁদ্‌ছ? কাঁদ—কাঁদ! কত আরও কাঁদ্‌তে হবে। তোমাদের যে অকূল-পাথারে ভাসিয়ে চ'ল্লুম!"

হরশঙ্কর আর পারিলেন না। কাঁদিয়া আবার নয়ন মুদিত করিলেন। যোগমায়ারও মুখে কথা সরিল না। ডানহাত-খানি শিথিল হইয়া স্বামীর বুকের উপরে পড়িল,—বাঁহাতে মুখ ঢাকিয়া মুখখানি হাঁটুর উপরে রাখিয়া তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অশ্রু যে আর বাঁধ মানে না!

কতক্ষণ এইভাবে গেল। হরশঙ্কর যোগমায়ার হাতখানি

বুকের উপরে একটু চাপিয়া ধরিলেন,—তারপর ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "যোগমায়া!"

যোগমায়ার মুখে কোনও কথা সরিল না। হরশঙ্কর আবার ডাকিলেন, "যোগমায়া! শোন!"

"কি বল!" এই বলিয়া যোগমায়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিলেন। অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া হরশঙ্কর কহিলেন, "যোগমায়া! বুঝ্‌তে পাচ্চ ত? আমি যে তোমাদের অকূলপাথারে ভাসিয়ে দিয়ে চ'ল্লুম!"

যোগমায়া হাতে মুখ চাপিয়া আবার হাঁটুর উপরে মুখখানি রাখিলেন। হরশঙ্কর কহিলেন, "যোগমায়া! কেঁদো না!—শোন—ছুটি কথা ব'লে যাই! কাঁদ্‌তে ত হবেই,—কাঁদ্‌বে। কিন্তু এখন একটু বুক বাঁধ, মনের ব্যথাটা তোমায় ব'লে যাই!"

একটুকাল নীরবে থাকিয়া, প্রাণের সকল শক্তি এককেন্দ্রে আহরণ করিয়া, বুকভাঙ্গা বেদনা বুকে চাপিয়া, যোগমায়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "বল, কি ব'ল্‌বে? বুক বেঁধে স্থির হ'য়ে সব শুন্‌ব। আমি সব বুঝেছি,—সব সইব, সইতেও হবে। কিন্তু তোমার প্রাণে কেন এ ব্যথা? এ ব্যথা যে আমি সইতে পাচ্চি না!"

বলিতে বলিতে আবার যোগমায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। হরশঙ্কর ক্ষীণ হাতখানি তুলিয়া যোগমায়ার মুখখানি ভরা অশ্রুধারা মুছাইয়া কহিলেন, "যোগমায়া! তোমার মুখে কোনও

ক্লেশের ছায়া আমি কখনও চোকে দেখ্‌তে পারিনি। আজ তোমার সারামুখখানি চোকের জলে ভেসে যাচ্ছে—কে তোমার এ চোকের জল মুছিয়ে দেবে? আমি চল্লুম, কে তোমাকে এ দুঃখে স্নেহে বুকে ধ'রে রাখ্‌বে?"

হরশঙ্কর আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। যোগমায়া স্বামীর হাতখানি কোলে রাখিয়া স্নেহে স্বামীর মুখ মুছাইয়া কহিলেন, "কেন তুমি ওকথা ভাব্‌ছ? ভেবে এত দুঃখ পাচ্চ? তুমি ছেড়ে যাচ্চ, তাই যদি সইতে পারি,—তবে কোন্ দুঃখ আর সইতে পার্‌ব না? যদি দেবতা নিজে আমার প্রাণে প্রাণের-বল হ'য়ে আমার চোকের জল না মুছিয়ে দেন, দুঃখে না আশ্রয় দেন, এ পৃথিবীতে কে এমন থাকতে পারে, যে আমার চোকের জল মোছাবে, আমায় আশ্রয় দিয়ে শান্তিতে রাখ্‌তে পারে? মানুষ ত দেবতার হাতে শুক্‌নো কুটোটির মত, ফুঁ'তে উড়ে যায়, নিশ্বাসে পুড়ে যায়!"

"ঠিক! ঠিক যোগমায়া! বড় সুখেই তোমাদের রাখ্‌তে চেয়েছিলুম,—কখনও কোনও দুঃখ তোমাদের গায়ে না লাগে, জীবন ভ'রে তার জন্ম খেটেছি। ভেবেছিলুম, এমনিই বরাবর তোমাদের সুখে রাখ্‌ব! কিন্তু কই, পাল্লুম না ত যোগমায়া? সত্যই আজ হাল্‌কা একটু কুটোর মত দেবতা আমাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্চেন। মর্‌ব না, তোমাদের দুঃখে ভাসিয়ে যাব না, প্রাণপণে এই সঙ্কল্প মনে এনে, মনের বলে রোগমুক্ত হব, মরণকে দূরে ঠেলে দেব—অবিরত এই চেষ্টা

ক'রেছি! কিন্তু কই, পাল্লুম না ত? আজ যে প্রাণ একেবারে শিথিল অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছে! আজ একেবারে একটি কুটোর মত স্রোতে ভেসে চলেছি!"

স্থির ধীর অকম্পিত কণ্ঠে হরশঙ্কর এই কথাগুলি বলিলেন। চোকে আর অশ্রু নাই, যোগমায়াও অশ্রুশূন্য স্থির ধীর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া স্বামীর কথাগুলি শুনিলেন। সাধারণ শোক দুঃখ, চিন্তার অনেক উপরে—এমন এক উন্নত ভাবের স্তরে উভয়ের মন তখন উঠিয়াছে, যেখানে দুঃখ প্রাণ মথিত করিতে পারে না, অশ্রু আপনাকে প্রকাশ করিবার কোনও অবসর পায় না। যেখানে মায়ার বাঁধন অনেক পরিমাণে টুটিয়া যায়,—জীবনের সত্য কি, তা অনেক পরিমাণে প্রাণ ভরিয়া প্রাণে প্রতিভাত হয়,—তার ভাতিতে প্রাণের সকল চঞ্চলতা, সকল বিক্ষোভ দূর হয়,—প্রাণময় একটা অতি প্রশান্ত ধীরতা জাগাইয়া তোলে। বড় দুঃখে বড় বেশী নিরুপায় হইয়া যখন লোকে পড়ে, তখনই প্রাণ মায়াপ্রসূত দুঃখের ও বিক্ষোভের অতীত সত্যের এই উন্নত প্রশান্ততার রাজ্যে গিয়া ওঠে! দুঃখে যাদের এরূপ হয়, সহস্র দুঃখেও তারাই ভাগ্যবান্।

যোগমায়া কহিলেন, "তার জন্য কিছু ভেবো না—কোনও দুঃখও পেও না। যিনি এ জীবন দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যাঁর দয়া তোমার আশ্রয় হ'য়ে আমাদের এতদিন রক্ষা ক'রেছে, তাঁর দয়ার শেষ নাই, তাতেই আমি আশ্রয় পাব।"

"পাবে ত? পাবে ত যোগমায়া? কি ভাবে তাঁর দয়া তোমাকে আশ্রয় দেবে—আমি ত তা দেখ্‌তে পাচ্চি না? যোগমায়া! তুমি আমার সব—আমার সর্ব্বস্ব——যতদিন খাট্‌তে পেরেছি, কোনও দুঃখ তোমাদের পেতে দিইনি! কে আর আছে, যে আমার আধখানা স্নেহ দিয়েও তোমাদের একটু যত্নে রাখ্‌বে? কোনও সম্বলও ত রেখে গেলুম না,—কোথায় যাবে? কার মুখ চাইবে?"

যোগমায়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আরও কেউ না থাক্, দেবতা আছেন—তাঁর স্নেহে বঞ্চিত হব না। তুমি ভেবো না, দুঃখ পেও না। তোমার যত্নে পৃথিবীতে কোনও অভাব জান্‌তে পাইনি সত্য,—কিন্তু মনে যার বল থাকে, অভাবে তাকে কতটুকু দুঃখ দিতে পারে? আর অভাবই কি হবে? আরামের অভাব অভাবই নয়। শরীরে যদি শক্তি থাকে, মনে যদি বল থাকে, ধর্ম্ম যদি সহায় থাকেন,—অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হবে না, স্নেহহীন কারও মুখ তার জন্য চাইতে হবে না। এই ভেবে কি আজ প্রাণে এত ব্যথা পাচ্চ? কিছু ভেব না তুমি,—কোনও দুঃখ আজ মনে রেখ না। আজ তোমার এই অন্তিমশয্যায় তোমাকে স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, কারও মুখচেয়ে, কারও গলগ্রহ হ'য়ে পরকালে তোমায় ব্যথা দেব না। তুমি দেবতা, তুমি গুরু, যা শিখিয়েছ, তা বৃথা হবে না। নিজে খেটে আমি সরুকে আর আমাকে প্রতিপালন ক'র্ত্তে পারব। তুমি প্রাণ শান্ত কর, দেবতাকে স্মরণ কর।" •

হরশঙ্করের মুখ ভরিয়া একটা উজ্জ্বল ভাতি ফুটিয়া উঠিল! দুটি চোকে আনন্দের অশ্রু দেখা দিল। দুটি হাতে যোগমায়ার হাতদুটি ধরিয়া তিনি কহিলেন, "পার্‌বে ত যোগমায়া! আহা, যোগমায়া! যদি মনের এ বল তোমার থাকে—আমার অভাবে অন্যের গলগ্রহ না হয়ে দেবতার পায়ে মন রেখে, শান্তচিত্তে আপনাকে তুমি আপনি যদি প্রতিপালন ক'র্ত্তে পার, আর তাতে যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাক্‌তে পার, জীবনের একটা সার্থকতার তৃপ্তি অনুভব ক'র্ত্তে পার,—যোগমায়া! ব'ল্‌ব কি, মরণে আমার কোনও ক্ষোভ নাই, তোমাদের যে ফেলে যাচ্চি, তার জন্য কোনও দুঃখ নাই। যোগমায়া! বল, পার্‌বে ত? সত্যি তা পার্‌বে ত?"

যোগমায়া স্থির-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া ধীর অকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "পার্‌ব! কেন পার্‌ব না? এম্‌নি যদি নাও পার্ত্তুম—তুমি শান্তিতে থাক্‌বে তা' মনে ক'রে দশগুণ বলে পার্‌ব! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, দেবতা দয়া করুন, মনে আমার বল হ'ক,—কারও গলগ্রহ হব না, কারও মুখ চাইব না। নিজে খেটে আমাকে আর সকুকে প্রতিপালন ক'র্‌ব, ক'রে সন্তুষ্ট হ'য়েই থাক্‌ব, জীবনে সার্থকতার তৃপ্তি পাব। বল, তোমার মন ত শান্ত হ'ল? বল তুমি ত প্রাণে কোনও দুঃখের ভার নিয়ে যাবে না?"

"না। আজ তুমি যা ব'ল্লে, তা প্রাণের কথাই ব'ল্লে! তোমাকে বেশ জানি যোগমায়া, এই সঙ্কল্প যদি তোমার হয়,

তবে কাজেও তুমি এমনই চ'ল্‌বে যোগমায়া—কিসে বাস্তবিক সুখ, কিসে সত্যই লোকের জীবন সার্থক হয়, তা নিয়ে আমরা ভুল করি। যাদের ভালবাসি, তাদের যদি নিজে খেটে খুব নিশ্চিন্ত আরামে রাখ্‌তে পারি; আমরা মনে করি, বড়ই সুখী তাদের ক'ল্লুম, জীবন তাদের সার্থক হ'ল। কিন্তু এটা আমরা মনে করি না—এতে কত অসহায়, কত নিরুপায় আমরা তাদের ক'রে ফেল্‌ছি।—মনে করি না, আমি কে—আমার যে আশ্রয়ে তাদের একেবারে এমন নির্ভর করিয়ে রাখ্‌ছি—মনে করি না, তা যে কোনও সময় ভেঙ্গে যেতে পারে। আমা হ'তে যে সুখ, যে আরাম তাদের আস্‌ছে, মনে করি না, তার কোনও ভিত্তি, কোনও মূল্য নাই। তার উপরে এতটা নির্ভর করিয়ে কেবল যে তাদের দুর্ব্বল অসহায় ক'রে ফেল্‌ছি, তাদের দুঃখের পথই কেবল বড় ক'রে দিচ্চি—এ কথা কখনও মনে করি না। তার চেয়ে যাদের ভালবাসি, যারা বড় আমার আপনার, তাদের যদি এমন ক'রে শিখিয়ে তুল্‌তে পারি যে যখন যে অবস্থাতেই পড়ুক, আপনার বুকের বলে আপনার পায়ে দিব্যি তারা দাঁড়াতে পারে,—আমি ছাড়াও দিব্যি আপনার পথ দেখে চল্‌তে পারে,—আপনারা—যে তারা দুর্ব্বল নয়, অধীন নয়, অসহায় নয়—মানুষের মত সবল, স্বাধীন, আপনাতে নির্ভরশীল,—এটা বেশ বুঝ্‌তে পারে,—আহা, তবেই না ঠিক ভালবাসার কাজ হয়। নইলে যোগমায়া, যে ভালবাসে, যে কেবল ভালবাসার জনকে আরামে

আর সুখেই রাখ্তে চায়, তার বড় শত্রু আর মানুষের নাই।"

যোগমায়া কহিলেন, "চুপ কর! চুপ কর! কেন অত কথা ব'ল্‌ছ? হাঁপিয়ে উঠ্‌ছ যে! চুপ কর—ওসব কথা কিছু মনে ক'রোনা। আর যে যাই করুক্, তুমি এ শত্রুতা আমাদের উপর কর নাই।"

"ক'রেছি বই কি! খুব ক'রেছি যোগমায়া! তবে তোমার মহত্ত্ব তার উপরে উঠেছে, কোনও অনিষ্ট তা তোমার ক'ত্তে পারে নি। তাই, যোগমায়া—সত্যি ব'ল্‌ছি,—এতক্ষণ বড়ই কষ্ট হ'চ্ছিল—মনে হ'চ্ছিল, কি সর্ব্বনাশ তোমাদের আমি ক'রেছি! কিন্তু এখন কোনও পরিতাপ আমার নাই,—বেশ—বেশ বড় সুন্দর একটি শান্তি প্রাণে পাচ্ছি। ভরসা হ'চ্চে, পরলোক থেকে তোমাদের দিকে যখন চাইব—তখনও এ শান্তি আমার থাক্‌বে। যোগমায়া! ভেঙ্গে প'ড়োনা,—মন স্থির রেখো, সংকল্প ধ'রে থেকো, আমি সুখে থাক্‌ব!—তোমরাও দুঃখে—সুখের বেশী সুখে থাক্‌বে!"

"আর অত কথা ব'লো না,—বড় দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়্‌বে। ইস্! বড় যে হাঁপাচ্চ? চুপ কর, একটু ঘুমোও!"

"আর একটি সুধু কথা ব'লব। তা না ব'ল্লেও চলে,—তবু মনে যদি উঠেছে, বলি,—মনে আর কোনও কথাই রাখ্‌ব না। শোন যোগমায়া, সরুর যে সম্বন্ধ স্থির করেছিলুম, তা আর হবে না। খরচ আর কে চালাবে? তা নাই হ'ক্—

কারও কথায়, কোনও ভয়ে তাকে কুপাত্রে ফেলে দিওনা। আজীবন কুমারী হ'য়ে থাক্—সেও ভাল, তবু টাকা নাই ব'লে অপদার্থ কারও হাতে তাকে দিও না। জান—শাস্ত্রও ব'লেছেন, —কন্যা যদি আজীবন কুমারী হয়ে ঘরে থাকে তাও ভাল, তবু সুপাত্র না পেলে পিতা তার বিবাহ দেবেন না। যোগমায়া! সত্যি ব'ল্‌ছি, তোমার জন্য আমি তেমন ভাবিনি,—জানি তোমার মনে বল আছে। কিন্তু সরু, আমার বড় স্নেহের ধন সরু, এমন যত্নে তাকে মানুষ ক'চ্ছিলুম—এমন উঁচু এমন সুন্দর, প্রাণটি তার—সে যে কোনও অপদার্থের হাতে প'ড়্‌বে, তার কল্পনাও আমার অসহ্য। যোগমায়া, তোমার সহায় সম্বল নাই, সুপাত্র হয়ত সহজে পাবে না।—ভাল, নাই যদি পাও, সরু কুমারী হ'য়ে যেন থাকে,—লোকসেবায় যেন জীবন সার্থক ক'ত্তে পারে, তবু দেখো, যোগমায়া, কুপাত্রে যেন সে না পড়ে!"

"না—ভয় নাই তোমার! প্রাণ থাক্‌তে কুপাত্রে তাকে দেব না। কেন দেব? কার ভয়ে দেব? দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন'—যদি তাঁদের পা ধ'রে প'ড়ে থাকি, কিসের ভয় আমাদের?"

"আঃ! যোগমায়া! তোমাদের ছেড়ে যাচ্চি,—তবু আজ কি সুখী আমি! দেবতার কত বড় দয়ার আমি আজ ভাগ্যবান্!"

"থাক্ থাক্। আর না,—একটু ঘুমোতে পার কিনা

দেখ! ইস্! ঘামে যে সব ভিজে গেল! হাঁপিয়ে যে নিশ্বাস নিতে পাচ্ছ না। আর না—আর না—একটু ঘুমোও!"

হরশঙ্কর অতি ক্ষীণ রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ, ঘুমুই, ঘুমুই! একেবারে মার কোলে আজ শেষ ঘুম ঘুমুই! জীবনের সব কাজ সারা হ'ল—জীবনের শেষ সার্থকতার তৃপ্তি যেন আজ পেলুম! আজ বেশ নিশ্চিন্ত আরামে, পূরো শান্তিতে ঘুমোই! আঃ—! যোগমায়া! সরু কই? ঘুম—ঘুম—একবার তার—মুখখানি দেখে—ঘুমুই!"

পাশের ঘরেই কন্যা সরস্বতী ঘুমাইয়াছিল, যোগমায়া দ্রুত উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিলেন। সরস্বতী চমকিয়া উঠিয়া আসিল। পিতার মুখের দিকে চাহিয়া "বাবা! বাবা!" বলিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিলেন, "চুপ—চুপ! কাঁদিস্‌নি, উনি ঘুমুচ্চেন—শান্তিতে ঘুমুতে দে?"—সরস্বতী স্তম্ভিত হইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিল। যোগমায়া দ্রুত বাহিরে গিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। পাশের বাড়ীতে স্বামীর দুইজন বন্ধু ছিলেন,—তাঁহাদেরও ডাকিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। তারপর ঘরে আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বুকে হাতটি রাখিয়া শয্যার পাশে বসিলেন।

বন্ধুরা দুজনে আসিলেন—নিঃশব্দে শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিনের খেলা ফুরাইল—রাত্রি আসিল,—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হরশঙ্কর মার কোলে ঘুমাইয়া

পড়িলেন। যোগমায়া নিঃশব্দে স্থিরভাবে তেমনই বসিয়া রহিলেন। সরস্বতী চিৎকার করিয়া পিতার বুকের উপরে আছড়িয়া পড়িল।

"চুপ—চুপ্! কাঁদিসনি,—উনি ঘুমিয়েছেন—ওঁর শান্তি ভাঙ্গিসনি।" এই বলিয়া যোগমায়া রোরুদ্যমানা সরস্বতীকে বুকে টানিয়া লইলেন।

২

হরশঙ্কর ভাগলপুরে কোনও ইস্কুলে মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতেন। হরশঙ্কর সুশিক্ষিত ছিলেন, মন উদার ছিল, রুচিও উন্নত ও মার্জ্জিত ছিল। স্ত্রী ও কন্যা ব্যতীত সংসারে প্রতিপাল্য আর কেহ ছিল না। সুতরাং এই বেতনেই স্ত্রী কন্যাসহ ছোট সংসারটি তাঁহার সচ্ছন্দে চলিত। স্ত্রী ও কন্যাকে যতদূর সাধ্য তাঁহার উন্নত মার্জ্জিত রুচির অনুরূপ জীবনেই তিনি প্রতিপালন করিতেছিলেন। নিজে যত্ন করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা দিতেন,—সদুপদেশ ও সদনুষ্ঠানে, সঙ্কীর্ণ আত্মপরায়ণতার উপরে যাহাতে তাঁহাদের চিত্ত থাকিতে পারে, জীবনের ধারা বহিতে পারে, তার জন্যও বিশেষ যত্ন নিতেন।

পৈতৃক বাসভূমিতে হরশঙ্করের দুইজন খুল্লতাতজ ভ্রাতা ছিলেন, ভবশঙ্কর ও রামশঙ্কর। অসূয়াবশতঃ হরশঙ্করের প্রতি ইঁহারা বড় একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেন।

বাল্যে পিতৃহীন হরশঙ্কর পিতামহের গৃহে পিতামহ এবং খুল্লতাত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সরল, উদার ও অতি অমায়িক স্বভাবের জন্ত গ্রামবাসী স্ত্রীপুরুষ সকলেই হরশঙ্করকে বড় ভালবাসিতেন, অতি স্নেহ করিতেন। কুটিল সঙ্কীর্ণচিত্ত ভবশঙ্করের ইহা সহিত না,—বাল্যাবধিই হরশঙ্করকে তাঁরা দ্বেষ করিতেন। পিতামহ এবং খুল্লতাতের মৃত্যুর পর ইঁহাদের বিদ্বেষ বশতঃ হরশঙ্করের পক্ষে গৃহে তিষ্ঠান ভার হইল। পিতামহের সামান্ত কিছু তালুক এবং খাস খামার বাগান ইত্যাদি সহ ভাল গৃহস্থের মত বসতবাড়ী ছিল। ভবশঙ্কর ও রামশঙ্কর যখন তখন ইহাও বলিতেন, "পিতা বর্ত্তমানে হরশঙ্করের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং পিতামহের সম্পত্তিতে হরশঙ্করের কোনও অধিকার নাই,—গৃহেও সে তাঁহাদেরই অনুগ্রহে আছে, দাবী কিছু নাই।" কথাগুলি হরশঙ্করের প্রাণে বড় লাগিত, কিন্তু আইনত কিছুতে কোনও দাবী তাঁহার আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান কখনও তিনি করেন নাই।—ইহা লইয়া যে খুড়তাত ভাইদের সঙ্গে তিনি বিবাদ বিসম্বাদ মামলা মোকদ্দমা করিবেন, এরূপ প্রবৃত্তিও তাঁহার কখনও হয় নাই। তিনি মনে করিতেন, কাজ কি এ তুচ্ছ সম্পদের অংশে? বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, সবল সুস্থ শরীর আছে, পরিবার প্রতিপালনের জন্ত চিন্তা কি? ক্রমে পিতামহী ও মাতারও মৃত্যু হইল,—খুল্লতাতপত্নী স্বভাবতই পুত্রদের পক্ষাবলম্বন

করিতেন। গৃহে আর কোনও বন্ধন হরশঙ্করের রহিল না। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া ভাগলপুরে নিজের কর্ম্মস্থলে আসিয়া বাসা করিয়া রহিলেন। নিজেরা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, পৈতৃক সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় ছিল,—ইহাতে ভবশঙ্কর ও রামশঙ্করের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন এবং অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম মোটামুটি একরূপ চলিয়া যাইত। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে কচিৎ কখনও হরশঙ্কর বাড়ীতে আসিতেন। মধ্যে মধ্যে পত্রে পরস্পরের কুশল সংবাদাদির বিনিময় হইত,—ইহাছাড়া গৃহ এবং গৃহস্থিত খুল্লতাতজ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত হরশঙ্করের আর কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

হরশঙ্করের সাংঘাতিক পীড়া এবং মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে বাড়ীতে পৌঁছিল। এখন কি কর্ত্তব্য? নিজেরা কেহ গিয়া যদি ভ্রাতৃবধূকে লইয়া আইসেন, তবে ভ্রাতৃবধূও প্রতিপালনের দায়িত্ব সহজে এড়াইতে পারিবেন না। না হয়, নাই এড়াইতে পারিলেন! একটি বিধবা আর কত খাইবে, কতই পরিবে? যেমন খাইবে পরিবে, তেমন সংসারে একটি দাসীর বেশী কাজও তার দ্বারা হইবে। দাসীকে বেতন দিতে হয়, দাসীকে এক কথা বলিলে দশকথা শুনাইয়া দেয়, এক কথায় কাজ ছাড়িয়া যায়। এ ক্ষেত্রে এসব বালাই কিছুই থাকিবে না, বরং কাজ বেশী পাওয়া যাইবে। দাসীর ও পাচিকার—যখন যেমন প্রয়োজন—তেমন কাজই এই অনাথা অনন্যগতি বিধবার দ্বারা হইতে পারিবে। তবে ঐ কন্যাটি রহিয়াছে,—তাহাকে

প্রতিপালন করিতে হইবে, বিবাহ দিতে হইবে। তারও কথা আছে! দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ বর যদি মিলে—কেনই বা মিলিবে না—তবে বিনাব্যয়ে কন্যাটির দায় এড়ান যাইতে পারে। তারপর হরশঙ্কর নব্যচালের বাবু ছিল, সঞ্চয় না করুক, স্ত্রী কন্যার জন্য বড় একটা জীবনবীমা অবশ্যই করিয়াছেন। তাঁহারা যদি দুঃসময়ে বিধবার ও পিতৃহীনা কন্যার ভার গ্রহণ করেন, তবে সে টাকা সহজে তাঁহাদেরই হস্তগত হইবে। এটা বড় একটা বিবেচনার কথা বটে। হরশঙ্কর তাদের পর নয়,—আহা, অকালে মায়াত্যাগ করিয়া গেল,—তার পরিবারকে তাঁহারা কি এখন ফেলিতে পারেন? লোকত-ধর্ম্মতঃও ত বড় বিসদৃশ হইবে। দুই ভাই অনেক আলোচনা করিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন, বিধবাকে যত্নপূর্ব্বক গৃহে লইয়া আসাই সকল দিক বিবেচনায় কর্ত্তব্য বটে। ভবশঙ্কর বিধবার ভাসুর, রামশঙ্কর দেবর। রামশঙ্করই ভাগলপুরে গেলেন।

৩

সরস্বতীর বিবাহের বয়স হইয়াছিল, হরশঙ্কর তার সম্বন্ধও করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের কলেজেই একটি ছেলে পড়িত, নাম রাজেন্দ্র। হরশঙ্কর ছেলেদের খেলায়, সভাসমিতিতে এবং অন্যান্য সকল অনুষ্ঠানে, তাহাদের বড় একজন উৎসাহী পরিচালক ছিলেন। কি খেলায়, কি কাজে, রাজেন্দ্র ছেলে-

দের দলের একজন বড় পাণ্ডা ছিল। তাই রাজেন্দ্রের সঙ্গে হরশঙ্করের বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। হরশঙ্কর দেখিলেন, রাজেন্দ্র ছেলেটি বড় ভাল,—সুস্থ, বলিষ্ঠ, লেখাপড়ায় বেশ প্রতিভাবান্, সরল উদার চিত্ত, এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানেও বিশেষ উৎসাহী। সরস্বতীর জন্য তিনি একটী সুপাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন, রাজেন্দ্রের মত এমন সর্ব্বাংশে জানা সুপাত্র তিনি আর কোথায় পাইবেন? রাজেন্দ্র আই এস্ সি পরীক্ষা দিবে,—পিতা মহেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে তারপর কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে পাঠাইবেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, ভাগলপুরেই সামান্য চাকরী তিনি করিতেন। কলিকাতায় রাখিয়া মেডিক্যাল কলেজে ছেলে পড়ানর ব্যয় চালান, তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে কেহ যদি বিবাহের ভার গ্রহণ করেন, তবে তাঁর কন্যার সঙ্গে তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এইরূপ একটি সম্বন্ধেরও অনুসন্ধান তিনি করিতেছিলেন। হরশঙ্কর রাজেন্দ্রের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, বাড়ীতে ছাত্র পড়াইয়া অতিরিক্ত কিছু আয় করিবেন,—তাহা দ্বারা, রাজেন্দ্রের পড়ার খরচ চালাইবেন। কন্যার বিবাহের জন্য সম্প্রতি কিছু সঞ্চয়ও তিনি করিতেছিলেন, আর যা লাগে, দেনা করিয়া চালাইবেন,—সাংসারিক ব্যয় কিছু কমাইয়া ক্রমে সেই দেনা শোধ করিবেন। কিন্তু সম্বন্ধ স্থির করিবার পরেই তিনি কঠিন রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন,—দুই তিন মাস

ভুগিয়া শেষে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সঞ্চয় যাহা করিয়াছিলেন, চিকিৎসাদিতে প্রায় সব ব্যয় হইল,—বিশেষতঃ তখন আয় কিছু ছিল না।

যোগমায়া দেখিলেন, এ পাত্রে সরস্বতীর বিবাহ আর হইবার নহে। সম্বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্বন্ধের পণ তিনি রাখিতে পারেন, এমন সামর্থ্য নাই। কোনও সম্বল, অর্থাগমের কোনও পথ আর তাঁর ছিল না। সকলেই এখন জীবনবীমা করে, দুর্ভাগ্যবশতঃ হরশঙ্কর তাঁও করিতে পারেন নাই। হৃদ্‌রোগে তাঁহার পিতার অকালে মৃত্যু হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া হরশঙ্করেরও ওই রোগের সূচনা অনুভব করেন। সুতরাং বীমা আর হইল না। নিঃসম্বলা বিধবা—কোন্ মুখে তিনি এখন মহেন্দ্রবাবুকে বলিবেন, বিবাহ দেও? বলিলেই বা তিনি তা শুনিবেন কেন? আর দয়া করিয়া, কি লোক-লজ্জার খাতিরে যদি শোনেনও, তবু ছেলেটির এমন করিয়া মাথা খাওয়া কি তাঁর উচিত? অন্য কোথাও বিবাহ হইলে, ছেলেটির পড়াশুনা চলিবে, উন্নতি হইবে। আহা, পরের ছেলে—বাঁচিয়া থাক, বড় হউক, পিতামাতাকে সুখী করুক্! সরস্বতীর অদৃষ্টে যা থাকে হইবে।

তিনি মহেন্দ্রনাথকে জানাইলেন, সম্বন্ধের পণ রক্ষা করিয়া রাজেন্দ্রের সঙ্গে তিনি কন্যার বিবাহ দিতে পারেন, সে সম্ভাবনা আর নাই। মহেন্দ্রবাবু অন্যত্র পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁর কোনও আপত্তি বা দুঃখের কারণ নাই।

মহেন্দ্রবাবু মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু উপায় নাই। ছেলেটিকে পড়াইয়া শুনাইয়া মানুষ করিতে হইবে ত? হরশঙ্করের পত্নী সুবিবেচিকা বটেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই তাঁহাকে হরশঙ্কর-পত্নীর অতীব ক্লেশকর এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইল। কোনও মতে সাধ্যায়ত্ত হইলে, হরশঙ্করের কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করিতেন না।

রাজেন্দ্র নিজে শুনিয়া ব্যথিত হইল। সরস্বতীকে সে ছেলেবেলা হইতে অনেক দেখিয়াছে বটে,—কিন্তু সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনা কখনও তার মনেও হয় নাই। বিবাহের সম্বন্ধ হওয়ার পরেও সে সরস্বতীর কথা বড় কিছু ভাবে নাই,—প্রেমের সুরভি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া তরুণী সরস্বতীর চিত্র কখনও হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া সে ধ্যানধারণা করে নাই। তবে হরশঙ্কর বাবুর সঙ্গে যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্বন্ধ হইবে, তা মনে করিয়া মনে মনে সে আনন্দ অনুভব করিত বটে। যদি হরশঙ্কর বাবু জীবিত থাকিতে, এ সম্বন্ধ অন্য কোনও কারণে ভাঙ্গিয়া যাইত, তবে কিছু দুঃখিত হইলেও, সে দুঃখ সে সহজেই সম্বরণ করিতে পারিত। কিন্তু হরশঙ্কর বাবু নাই, তাঁহার পত্নী ও কন্যা এখন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল। তাঁর এমন আদরের কন্যাকে হয়ত অনাথা মাতা এখন যার তার হাতে ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইবেন, পরকালে

না জানি হরশঙ্কর বাবু তায় কত ব্যথা পাইবেন। এই কথা চিন্তা করিতেও রাজেন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। হয় ত তার আর পড়াশুনা হইবে না, জীবনে আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। নাই হইল, যা করিয়া যে ভাবেই হউক, স্নেহে ও যত্নে মোটা ভাতকাপড়ে ত সে সরস্বতীকে প্রতিপালন করিতে পারিবে? তাতে যা তার তৃপ্তি হইবে, জীবনের সকল উন্নতির আশা—ঐশ্বর্য্য ও উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা—সব সে তার কাছে বলি দিতে পারে।

রাজেন্দ্র মাতাকে বলিল, পিতাকে জানাইল। সহৃদয় হইলেও মহেন্দ্রনাথ বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ক ছিলেন,—সাংসারিক হিসাবে ভালমন্দ কিসে হইবে, তার হিসাব করিয়া তিনি চলিতেন। তরুণবয়স্ক পুত্রের এই উদারতা ও কোমলতা প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই,—কিন্তু তার জন্য একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলে ত এ পৃথিবীতে বাস করা চলে না? হরশঙ্করের পরিবারের আজ যে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে,—পৃথিবীতে কত পরিবারের ইহা অপেক্ষাও অধিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। কয়জনের এ দুর্ভাগ্য আমরা দূর করিতে পারি? কয়জনের এ সব দুঃখের কথা আমরা ভাবিয়াই বা থাকি? কত কন্যা এমন নিরাশ্রয় হইয়া, অপাত্রে অর্পিত হইতেছে, অশেষ দুঃখ পাইতেছে। রাজেন একটিমাত্র এমন কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পৃথিবীর এ দুঃখ ভার কতটুকুই লঘু করিবে! না—না! ওসব পাগলামো আবদারে প্রশ্রয়

দেওয়াটা কিছু নয়। তিনি নরমগরম ভাবে পুত্রের প্রস্তাবে নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

রাজেনের চক্ষে জল আসিল, প্রাণ ক্ষোভে, দুঃখে ও ধিক্কারে মথিত ও পীড়িত হইতে লাগিল। সে অনেক ভাবিল,—ভাবিয়া সংকল্প স্থির করিল, পিতার অনভিমতে ও অজ্ঞাতেই সে সরস্বতাকে বিবাহ করিবে। পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন, জীবন ভরিয়া শ্রদ্ধায় অনুগত থাকিয়া, তাঁর সকল অসন্তোষ ও বিরাগ নীরবে সহ্য করিয়া, সে পিতামাতার সেবা করিবে,—করিয়া জীবনে এই একটি অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

রাজেন যোগমায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল,—নিজের অভিপ্রায় তাঁকে জানাইল।

যোগমায়া কহিলেন, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হ'ক্। এমনই সরল বড় প্রাণ নিয়ে দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক, পৃথিবীতে মানুষ নামের গৌরব বৃদ্ধি কর,—কিন্তু বাবা, যা ব'ল্লে তাকি হয়?"

"কেন হবেনা মা?"

"বাপের ছেলে তুমি—তোমার মুখ তিনি চেয়ে আছেন, কত দুঃখে তোমায় মানুষ ক'রেছেন। আজ তাঁর অমতে তাঁকে না জানিয়ে তুমি বিবাহ করবে—তাও কি হয়? আজ অকূলে পড়েছি, দেবতা দয়া ক'রে আমায় কূল দেবেন। এমন অকূলে আমার মত এমন কত অভাগী ভাস্‌ছে! আমি কে বাবা? তোমার বাপ মার কাছে আমি কে? কেন তুমি

আজ আমার জন্য তোমার বাপমার মনে এমন দুঃখ দেবে ?”

রাজেন উত্তর করিল, “বাবা সম্বন্ধ ক’রেছিলেন, এখন আপনার এই বিপদে এ সম্বন্ধ ভাঙ্গা কি তাঁর উচিত হ’য়েছে ? হরশঙ্কর বাবুকে তিনি যে কথা দিয়েছিলেন, আমি তাই রাখ্‌তে যাচ্চি। রাগ তিনি ক’র্‌বেন বটে। কিন্তু বড় একটি অন্যায় কি তিনি ক’ত্তে যাচ্ছেন না ?”

যোগমায়া কহিলেন, “ছি বাবা ! অমন কথা ব’ল্‌তে নাই—তিনি বাপ—তোমার গুরুজন, পৃথিবীতে তোমার দেবতার মত, তাঁর অন্যায় হ’লে, এ কথা কি তোমার মুখে আন্‌তে আছে ? আর তাঁরইবা এমন অন্যায় কি হ’য়েছে ? সম্বন্ধ ত তিনি ভাঙ্গেন নি, আমিই ভেঙ্গেছি। একটা পণে তিনি আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন,—সে পণ আমি রাখ্‌তে পাল্লুম না—দেবতার এমন ইচ্ছা হ’ল না,—তাঁর দোষ কি বাবা ? আমি কি ব’লে এখন এ দাবী তাঁর কাছে ক’ত্তে পারি ?”

“সে যাই হ’ক্‌ মা,—আপনি এখন এ দুঃখে প’ড়েছেন, এ বিবেচনা কি তাঁর একটু করা উচিত ছিল না ?”

“আমি দুঃখে প’ড়েছি,—কত লোক ত পৃথিবীতে এমন দুঃখে প’ড়ে থাকে ? তার জন্য তিনি কি দায়িক বাবা ? হাঁ, যে পণ ছিল, তা যদি আমি রাখ্‌তে পাত্তাম,—তার পরেও পিতৃহীন ব’লে যদি তিনি সরুকে না নিতে চাইতেন, তবে সে এক আলাদা কথা ছিল।”

রাজেন কহিল, “মা, পণ যা’ ছিল, আমার উন্নতি হবে ব’লে। সে উন্নতি আমি চাই না, সামান্ত ভাবেই জীবন কাটিয়ে আমি সুখী হব।—আমার কেমন মনে হ’চ্চে, যদি এ বিবাহ এই জন্য না হয়, বড় একটা অধর্ম্ম আমার হবে। হাজার উন্নতি হ’লেও, এই কথা মনে ক’রে জীবনে আমার শান্তি কখনও থাক্‌বে না। বাবা রাগ ক’রবেন; কিন্তু আমি ছেলে, আমায় তিনি ফেলে দিতে পার্‌বেন না। তাঁর সকল তাড়না নীরবে সহ্য কর্‌ব। স্নেহে তিনি আমায় মার্জ্জনা ক’র্‌বেন,—এ অবাধ্যতার অপরাধ বিস্মৃত হবেন।”

যোগমায়া কহিলেন, “বাবা, তোমায় কি ব’লব? বাপ মা যেন জন্মে জন্মে তোমারই মত সন্তান লাভ করেন। কিন্তু বাবা, তোমার ধর্ম্ম তুমি যেমন বুঝেছ, তেমন তা পালন কর্ত্তে চাইছ। কিন্তু আমার ধর্ম্ম আমি যেমন বুঝেছি, আমাকে কি তা পালন কর্ত্তে দেবে না? তুমি সুখী হও বাবা, তোমার মঙ্গল হ’ক। তোমার বাবার অমতে, তাঁর মনে ব্যথা দিয়ে, আমার মেয়ে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে পারি না। বাবা, পৃথিবীতে তোমার উন্নতি না হ’ক—তোমার চেয়ে বড় এমন আর কাউকে পাব না, যার হাতে আমার সরুকে সঁপে নিশ্চিন্ত হ’তে পারি। তোমাকে সরু আমার মহাদেবের মত স্বামী পেত। কিন্তু বাবা, তবু আমি এতে রাজি হ’তে পারি না। তোমার বাপমার উপরে কোনও দাবী তোমার উপরে আমার নাই। বাবা, তোমায় মিনতি কচ্চি, আর

আমায় অনুরোধ ক'রো না, আর লোভ আমায় দেখিও না,—যা ধর্ম্ম ব'লে—উচিত ব'লে মনে হ'চ্চে,—তা থেকে আমায় বিমুখ ক'রো না।"

রাজেন নীরবে কিছুকাল বসিয়া রহিল,—তার চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিল। কষ্টে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া সে কহিল," মা, আর তবে কিছু বল্‌ব না। কিন্তু একটি কথা আমার আছে। যতই বলুন, আর কোথাও আমি বিবাহ ক'রব না। পড়াশুনা না চলে, একমনে অবিরত খেটে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ক'র্‌ব,—বাবাকে দেখাব শ্বশুরের অর্থসাহায্য ব্যতীতও আপনার বলে আমি অবস্থার উন্নতি ক'ত্তে পারি। তার-পর, যদি সরস্বতী তখনও অবিবাহিত থাকে, তাকে বাবার সম্মতিতেই বিবাহ ক'রব। মা, আমার একটী অনুরোধ—আমার জন্যে অপেক্ষা ক'ত্তে আমি বলি না—আমার পণ আমি রাখ্‌তে পারব কিনা, তাও জানি না,—তবে আমার এই মিনতি—আমার সহায় সম্বল কিছু নাই। অযোগ্য পাত্রে সরস্বতীর বিবাহ দেবেন না। কোন সুপাত্রে সে প'ড়েছে যদি শুন্‌তে পাই,—আমার কোনও দুঃখ থাক্‌বে না। কিন্তু মা—"

রাজেন আর বলিতে পারিল না,—অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

যোগমায়া আপনার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন

"বাবা, সে ভয় ক'রো না। আজীবন যদি সরুর কুমারী হ'য়ে থাক্‌তে হয়—তার জন্য, যদি সমাজের লাঞ্ছনা ভোগ ক'ত্তে হয়—কিছুই আমি গায়ে তুল্‌ব না। কোনও ভয়ে, কোনও বিবেচনায় সরুকে আমি কুপাত্রে দেব না। যাবার সময় তাঁর কাছেও আমি এই পণ করেছি। প্রাণ দিয়ে—সকল দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা মাথায় নিয়েও এ পণ আমি রাখ্‌ব!"

"আপনি রাখ্‌বেন বটে! কিন্তু ঈশ্বর না করুন—যদি আপনার ভাল মন্দ কিছু হয়—তখন—"

"তখন সরু নিজেই এ পণ রাখ্‌বে। এ তেজ তার মনে আছে।"

"তবে আর আমার কিছুই ব'ল্‌বার নাই মা। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার পণও আমি রাখ্‌তে পারি।"

এই বলিয়া রাজেন যোগমায়ার চরণে প্রণিপাত করিল।

যোগমায়া কহিলেন, "দেবতা তোমার মঙ্গল করুন,—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক্‌।"

রাজেন চলিয়া গেল। সরস্বতী অন্তরালে থাকিয়া সব কথা শুনিল। সাশ্রুনয়নে গলে অঞ্চল জড়াইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া উর্দ্ধমুখে কহিল, "দেবতা! দেবতা! যেন এই দেবতার চরণের দাসী হইতে পারি। এর চেয়ে বড় কোনর ভাগ্য আমি কামনা করি না!"

* * * * * * * *

রামশঙ্কর যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। জিনিষপত্রাদি বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া গেল,—তার কতক দ্বারা সংক্ষেপে স্বামীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, দেবরের সঙ্গে যোগমায়া কন্যাকে লইয়া শ্বশুরগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

“মাগো! রাঁড় হয়েছে না মাগী যেন ষাঁড় হ’য়েছে! কুঁদুনি দেখনা—ভাতার ম’রেছে, একটু নরম নেই—লজ্জা-সরম নেই। কর্ত্তা মরেছিলেন,—মরদ্ দুই ছেলে, নাতি নাতনীতে ঘরভরা—তবু ছমাসের মধ্যে বিছানা থেকে উঠিনি, চোক তুলে কারও পানে চাইনি, মুখ তুলে কথা কইনি। আর এ কি! ভাতার মরেছে না মাগী যেন ধিঙ্গী অবতার হ’য়ে ধিঙ্গী নাচে বাহার দিচ্চে। ভাতারের দরদ্ ত কত—একফোঁটা চোখের পানি একদিন গড়াল না, একটি দিন কেঁদে মাগী বিছানায় শুল না,—চুল চিরে এখন ভাতারের ভাগ বুঝে নিতে ধনুকভাঙ্গা পণ দেখ! যাদু আমার সোণার-চাঁদ ছেলে ছিল, একদিন একটি কথা কয়নি—ভাইরা যা দেয়, যা করে, তাতেই রাজি। যাদু আমার কোথায় চ’লে গেল—সরিকী ক’ত্তে রেখে গেল ওই হারামজাদী—ওই সর্ব্বনাশী রাক্ষুসীকে!—ওরে আমার যাদুরে! ও বাপ! তুই কোথায় গেলিরে। ও, বাপ গেলি যদি তবে এ পাপ কেন রেখে গেলিরে বাবা। একেবারে বিষে বিষ নির্ব্বিষ হ’য়ে কেন গেলিনিরে বাবা।”

খুল্লশ্বশ্রূমাতা চণ্ডনায়িকা একদিন বড় রাগিয়া বকিতে

বকিতে সহসা পরলোকগত ভাসুর-বংশধরের জন্ত উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে রোদন-ধ্বনি তুলিলেন। রামশঙ্কর বহির্ব্বাটীতে ছিলেন,—সহসা রোরুদ্যমানা জননীর গগন-বিদারী কণ্ঠস্বর শুনিয়া অন্তঃপুরে ছুটিয়া আসিলেন।

"কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে! বলি আবার কি হ'ল? হাঁ, বৌদি! তুমি যে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'ল্লে! ভাবছিলুম জিদ বাদ যাই কর—ঘরের বউ তুমি, স'য়েই না হয় থাক্‌ব। তা ২৪ ঘণ্টা যদি ঘরে এমন অশান্তি ঘটাও, তবে কি ক'রে চলে বল ত? এ হ'লে বৌদি সত্যি বল্‌ছি, তোমার এখানে থাকা পোষাবে না!"

অতি দ্রুত পর্য্যায়ে রৌদ্র করুণ শান্ত মধুর বাৎসল্য প্রভৃতি সকল রসের অবতারণায় চণ্ডনায়িকা ঠাকুরাণীর অসাধারণ শক্তি ছিল! রৌদ্র হইতে সহসা, সবাৎসল্য করুণরসের উদ্বেলিত এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ তিনি তুলিয়াছিলেন, পুত্রকে দেখিয়া সহসা সেই করুণতরঙ্গ সম্বরণ করিয়া বেশ ঝাঁঝাল একটি অম্লমধুর রসের অবতারণা করিয়া তিনি কহিলেন, "তাই ত দিনরাত বুঝুচ্চি বাবা! বলি, মা, তোর আর কে আছে? ওই একটা মেয়ে—পরের ঘরে দিলেই ত সব ফুরুল। পেটে ছেলে ধরিস্‌নি,—তা ওই দেওর আছে, ভাসুর আছে, তাদের ষাট্‌ শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ওই কয়টি গুঁড়ো র'য়েছে, এখন ওদের নিয়েই এই সংসারে মন বসিয়ে দে,—ওদেরই আপনার ক'রে

নে। সোয়াস্তি হ'য়ে ধর্ম্মে মন দিয়ে জীবনটা কাটা, যেন আর জন্মে ভাতার পুতে ঘরভরা, হাতে নোয়া, সীঁথের সিঁন্দুর নিয়ে গঙ্গায় পাপ-দেহটা ফেলে যেতে পারিস্! তা আবাগী কি কোনও কথা শোনে? হরু যে সরিকী করেনি, ও এখন সেই সরিকী ক'র্‌বে। তাই ব'ল্‌তে না আমায় যা না ব'ল্‌তে পারে তাই ব'লে গাল দিলে! আহা, হরু আমায় এমন ছেদ্ধা ক'ত্ত, আর বউ কিনা আমায় আজ হাড়ীর হদ্দ অপমানটা কল্লে! আজ কোথায় আমার যাদুমণি হরু গো!" সহসা আবার করুণরসের আবির্ভাবে চণ্ডনায়িকা গণ্ড ভাসাইয়া তরল অশ্রুর উচ্ছ্বাস বহাইয়া দিলেন।

যারপরনাই, ঘৃণায় আর বিরক্তিতে যোগমায়ার ললাট ভ্রূকুটিতে কুঞ্চিত হইতেছিল, ওষ্ঠাধরের প্রান্তেও একটা বক্র কুটিলতার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রামশঙ্কর মনে করিলেন, সত্যই এই অভাগী বধূ, পরমারাধ্যা জননীদেবীকে অকথা কুকথা বলিয়া গালি দিয়াছে, অবমাননা করিয়াছে! অতি তীব্র রোষকঠোরস্বরে তিনি কহিলেন, "কি ভেবেছ তুমি বৌ'দ, ব'ল্‌তে পার? এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার! মাকে তুমি এমন অপমান কর! আমাদের সঙ্গে সরিকী ক'রে চ'ল্‌বে? আধাআধি সব ভাগ নিয়ে মেয়েকে দেবে? আচ্ছা, তা চেষ্টা ক'রে দেখ,—দেখি কত বল তুমি ভাগলপুর থেকে কোমর বেঁধে এনেছ। আজথেকে আর আমাদের ঘরে তোমার স্থান হবে না। যেথায় যায়গা হয়, যাও! আজই চ'লে যাও!

তারপর পার, টাকার যোগাড় কর, মামলা কর,—দেখা যাবে।"

যোগমায়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, আমি কিছুই ত বলিনি ওঁকে! উনি গুরুজন, মিছেমিছি যদি এমন ক'রে বলেন, তবে আর কি ক'র্‌ব ?"

"মিছেমিছি! হারামজাদী, গুখেকোর বেটী! সর্ব্বনাশী রাঁড়ী! আঁটকুড়ী! আমি মিছে কথা কই! যত বড় মুখ না তত বড় কথা! নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব জানিস্! আঁশবটি দিয়ে পাপ জিভ কেটে ফেলে দেব—জানিস্! মিছে কথা! আমি বলি মিছে কথা! হারামজাদী——!"

"আঃ! চুপ কর না মা! কেন মিছে চেঁচাচ্চ? তা বৌদি, আর এসব ঝগড়াঝাটি সদাসর্ব্বদা সওয়া যায় না। তোমায় শেষকথা ব'ল্‌ছি,—এখানে তোমার পোষাবে না। তোমার পথ তুমি দেখ! ঠাকুরদাদার সম্পত্তি কি বাড়ীতে যদি তোমার দাবী কিছু আইনমত থাকে,—আদালত আছে, উকিল আছে, ল'ড়ে দেখ্‌তে পার। বস্!"

যোগমায়া উত্তর করিলেন, "ঠাকুরপো, আমি সরিকী ক'ত্তে চাই না। মামলা ক'রে দাদাশ্বশুরের সম্পত্তির ভাগ নেব, এমন কথাও আমার কখনও মনে হয়নি। তাতে আইনে আমার কোনও দাবী আছে কিনা, তা জানি না—জান্‌তেও চাই না। আমার স্বামী যা কখনও চান্‌নি, কোনও দাবী যায় করেন নি, আমিও তা চাই না,—কোন দাবীও তায় করি না।

যখন বাড়ীতে আসি, তখন এ আকাঙ্ক্ষা ক'রেও আসিনি। আমার এমন প্রয়োজনই বা কি তায়? যে ক'রে হয় দিন চ'লে যাবে। দুটি মেয়েমানুষ ত? তোমাদের ষাট্ পাঁচটি ছেলে পিলে আছে——"

"মুখে আগুন! মুখে আগুন! মাগীর মুখে বাজ পড়েনা গা! মুখ মহারোগে খ'সে পড়ে না গা! পাঁচটি গুঁড়ো দেবতা দিয়েছেন,—মাগী তার হিংসেয় যেন ফেটে পড়ে। দাঁতে চিবিয়ে খেতে পাল্লে বাঁচে! ওলো পাঁচটি পাঁচটি কেবলই দাঁত দিচ্চিস্—তোর পেটে দশটি হ'লনা কেন? আমরা কি পেটে আস্‌তেই তাদের গর্ভরাক্কুসী হ'য়ে চিবিয়ে খেয়ে এসে-ছিলুম? মাগো মা! ডাইনীর চোকের বিষে বাছারা আমার এখন ভাল থাক্‌লে হয়! যদি ভাল মন্দ বাছাদের কিছু হয়,—হারামজাদী!—নাক কেটে ঝাঁটা মেরে তখন তোকে রাস্তায় বের ক'রে দেব!" দন্ত কড়মড় করিয়া এই শেষকথা কয়টি বলিয়া ভীমরোষে চণ্ডনায়িকা উঠিয়া গেলেন।

যোগমায়া শ্বশ্রূর ভীম-গর্জ্জনে কর্ণপাতও না করিয়া তেমনই ধীরস্বরে কহিলেন, "ঠাকুরপো, দাদাশ্বশুরের সম্পত্তি যাই থাক্, তার ভাগ কিছু আমি চাইনে। তোমাদের দেওয়া ভাতকাপড়েও আমার রুচি কিছু নেই। কিন্তু আমার শ্বশুর-কুলের এই ঘর,—এ থেকে তাড়াতে তোমরা আমায় পার না। এ বাড়ীতে থাক্‌বার আমার অধিকার আছে,—আমি থাক্‌বও। এ বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

রামশঙ্কর কহিলেন, "যাবে না! কি অধিকার তোমার আছে যে এখানে থাক্‌বে? ওসব সরিকী কিছু চ'ল্‌বে না বৌদি! তোমাকে যেতেই হবে, আমি ব'ল্‌ছি এ বাড়ীতে থাকতে পাবে না।"

যোগমায়াও ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "আমিও ব'ল্‌ছি আমি যাব না,—এখানেই থাক্‌ব! একুলের বউ আমি, এঘরে থাক্‌বার দাবী আমার আছে। তোমরা পার, আমায় তাড়িয়ে দিও!" এই বলিয়া যোগমায়া উঠিয়া গেলেন।

"আচ্ছা দেখা যাবে!" ক্রোধে এই বলিয়া রামশঙ্করও বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরশঙ্কর জীবনবীমা করে নাই, কিছু রাখিয়াও যায় নাই —এ সংবাদ ভবশঙ্কর কি রামশঙ্কর কাহারও নিকট বড় প্রীতিকর হইল না। বাড়ীতে আসিয়া যোগমায়া যখন জানাইলেন, তিনি তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চান না, পৃথকভাবেই বাড়ীতে থাকিবেন, কন্যাসহ আপনাকে আপনিই প্রতিপালন করিবেন, তখন দুজনের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিছু যদি নাই, তবে কোথা হইতে বিধবা পৃথক থাকিয়া আপনাকে ও কন্যাকে প্রতিপালন করিবে? মাগীর তবে নিশ্চয়ই মনে মনে এই অভিসন্ধি আছে যে, সম্পত্তির

অর্দ্ধাংশ না হ'ক্‌, খোরপোষের মত কতক দাবী করিয়া নিবার চেষ্টা করিবে। বোধ হয় উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হতভাগী সব পাকা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে।

এই সন্দেহ-হেতু খুঁটিনাটি লইয়া নানা গোলযোগ আরম্ভ হইল। যোগমায়া স্পষ্টই বলিতেন, সম্পত্তির কোন অংশ তিনি দাবী করেন না, এরূপ অভিপ্রায়ও তাঁর নাই। কিন্তু ভবশঙ্কর, রামশঙ্কর এবং চণ্ডনায়িকা মনে করিতেন, সব মাগীর ন্যাকামো! একবার আলাদা এক সরিক হইয়া বাড়ীতে বসিলেই মাগী তখন সম্পত্তির ভাগের জন্য মামলা বাধাইবে। আপনার কোন স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া, যোগমায়া নীরবে তাহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া থাকে, দুটি ভাত কাপড় পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে থাকিয়া গৃহকর্ম্মাদি করে, এইরূপ তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন। কারণ, তাহা হইলে আর কোনও গোল হইবে না। কিন্তু যোগমায়ার এরূপ সুমতির কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কাজেই গোলমাল বাড়িতে লাগিল। একদিন শেষে এত বড় একটা কলহ উপস্থিত হইল।

যোগমায়া দেবরকে জানাইলেন, তাঁদের ইচ্ছামত দুটি ঘর তাঁহারা যোগমায়ার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন। দেবর কি ভাসুর কেহই যখন এ অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না, তখন ইঁহাদের বেশী প্রয়োজনে লাগে না এবং সর্ব্বদা ইঁহাদের ব্যবহৃত অন্যান্য ঘর হইতে একটু পৃথক্‌, এমন দুটি ঘর তিনি

বাছিয়া নিলেন। নিজের জিনিষপত্র যা ছিল, তা সেই ঘরে নিয়া গুছাইয়া রাখিলেন। সেই দিন হইতেই যোগমায়ার পৃথক্ সংসার হইল।

চণ্ডনায়িকা কয়দিন ঘোর গর্জ্জনে গালিবর্ষণ করিলেন, ভাসুর ও দেবরও অনেক ধমকাইলেন, শাসাইলেন। কিন্তু যোগমায়া কারও কোনও কথা কাণেও তুলিলেন না। আপন মনে আপনার পূজা আহ্নিক, পড়াশুনা, ও গৃহকর্ম্মাদি লইয়া রহিলেন।

চণ্ডনায়িকা ক্লান্ত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন। ভবশঙ্কর ও রামশঙ্কর দেখিলেন, বধূকে গৃহ হইতে দূর করা সম্ভব হইবে না। সে যখন কিছুই মানিল না, গালাগালিতে কাণ দিল না, ধমকে শাসনে ভয় পাইল না,—তখন সত্য সত্যই লাঠিয়াল দ্বারা আর কুলের বধূকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়া যায় না! মামলাতেও কোনও সুফলের আশা নাই। অগত্যা গৃহে যোগমায়ার অবস্থিতিটা তাঁহারা সহিয়াই গেলেন। দেখা যাউক, যদি সম্পত্তির অংশ দাবী করেই, তখন যাহা হয় বুঝা যাইবে।

যোগমায়া এবং সরস্বতী দুজনেই হরশঙ্করের নিকট লেখা-পড়া মন্দ শিখেন নাই। সূচিকর্ম্মাদিতেও দুজনের বেশ অভ্যাস হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পরেই যোগমায়া স্থির করিয়াছিলেন, গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহে একটি পাঠশালা করিবেন। নারীর পক্ষে এরূপ বৃত্তি অবলম্বন নূতন বটে,—

কিন্তু অন্যায় ত কিছু নয়। কত ভদ্রপরিবারের অনাথা নারী পরের ঘরে ধান ভানিয়া, জল তুলিয়া, ভাত রাঁধিয়াও ত উদরান্নের সংস্থান করেন। সেটা যদি বিসদৃশ না হয়, তবে ছেলেপিলে পড়ানই কি এমন বিসদৃশ হইবে? তবে নূতন বলিয়া লোকে প্রথমে নিন্দা করিবে। তা করুক্,—দুদিনেই লোকে বুঝিবে, তিনি কোনও অন্যায় করিতেছেন না। তখন আর কেহ কিছু বলিবে না। ছেলে পড়ান আর গৃহকর্ম্মাদির পরে যে অবসর হয়, তখন সূচিকর্ম্ম দ্বারা গ্রামের ছেলেপিলে আর মেয়েদের যে সব জিনিষের সদাসর্ব্বদা প্রয়োজন হয়, তাহা প্রস্তুত করিবেন। তাহাতেও আয় কিছু হইবে। মা ও মেয়ের দিন তাতে বেশ চলিয়া যাইবে।

পৃথক্ সংসারের বন্দোবস্ত করিয়াই যোগমায়া এই সব আয়োজনে মন দিলেন। যোগমায়ার চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। বাঙ্গালার পল্লীতে সহৃদয়তার অভাব নাই। 'মাগীরা এখন মাষ্টার হ'ল,—কালে কালে হ'ল কি?' 'আচার, নিয়ম, ধর্ম্মকর্ম্ম, ঘর, গেরস্তালী আর থাকিবে না।' 'এরপর মাগীরা কোমর বাঁধিয়া, পাগড়ী পরিয়া চৌকিদার হবে, হাকিম হবে,—মিন্সেরা সব হেঁসেলে বসিয়া রাঁধিবে'—ইত্যাদি সব কথায় কেহ কেহ তীব্র সমালোচনা করিলেন বটে,—কিন্তু গ্রামবাসী স্ত্রীপুরুষ অনেকেই আন্তরিক সহানুভূতিতে যোগমায়ার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। অনেক বালকবালিকা যোগমায়ার পাঠশালায় পড়িতে আসিল। গুরু মহাশয়ের বেত্রতাড়না নাই,

অথচ ছেলেপিলেগুলি বেশ শিখিতেছে, বেশ লক্ষ্মী হইতেছে, সকলেই বড় সন্তুষ্ট হইয়া যোগমায়াকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

৬

দুই বৎসর চলিয়া গেল। অর্থলোভ ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসী ভাল গৃহস্থ ভদ্রলোক কেহ কেহ সরস্বতীকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু যোগমায়া এ পর্য্যন্ত তার বিবাহ দেন নাই। রাজেনের সেই শেষ কথাগুলি তাঁর মনে ছিল,—দুই তিন বৎসর অন্ততঃ অপেক্ষা না করিয়া অন্য পাত্রে সরস্বতীর বিবাহ দিতে তাঁর মন সরিল না। সরস্বতীরও যে সেটা তেমন ইচ্ছা নয়, তাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি সবিনয়ে ইঁহাদিগকে জানাইলেন, তাঁর একটি কামনা আছে, তা পূর্ণ না হইলে তিনি সরস্বতীর বিবাহ কি সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন না। আরও কিছুকাল এ জন্য তাঁকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

দুই বৎসর অতীত হইল। এক দিন যোগমায়া একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি রাজেন্দ্রের পিতা মহেন্দ্রনাথের। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,—

মহিমবরাসু,——

নিবেদন এই, আমার পুত্র শ্রীমান্ রাজেন্দ্রের সঙ্গে ৺হরশঙ্কর রায় মহাশয়ের জীবিতকালেই, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরস্বতীর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ৺হরশঙ্কর

বাবুর মৃত্যুতে সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে আমরা উভয় পক্ষই বাধ্য হইলাম। তারপরে শ্রীমান্ রাজেন্দ্র আমাকে জানাইল, সে এখন বিবাহ করিবে না এবং শ্বশুরের সাহায্যে অধ্যয়ন করিবে না,—কলিকাতায় গিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে। আমি বুঝাইয়া তাকে ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা অনুমতি দিলাম। কলিকাতায় গিয়া বহু চেষ্টায় কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া শ্রীমান্ ব্যবসায় আরম্ভ করে। সৌভাগ্যক্রমে দুই বৎসরেই ব্যবসায়ে সে আশাতীত উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিবাহের প্রস্তাব করায়, কেন সে পড়া ছাড়িয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল, আমাকে সব খুলিয়া বলিল। সে সব কথা আপনার অবিদিত নহে,—পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন! অনুসন্ধানে জানিলাম, আপনার কন্যাটি এখনও অবিবাহিতাই আছে। তার সঙ্গেই আবার আমার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, আপনার সম্মতি ইহাতে পাইব। আপনার সম্মতি পাইলে সত্বরই দিন স্থির করিয়া বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

এখানকার সব মঙ্গল। আপনাদের মঙ্গল সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবেন।

বশম্বদ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পত্র পড়িয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে যোগমায়া ইষ্টদেবতাকে সহস্র প্রণাম করিলেন। সেই দিনই কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মতি জানাইয়া মহেন্দ্রবাবুকে তিনি পত্র লিখিলেন।

দিন স্থির হইল। এক মাসের মধ্যেই রাজেনের সঙ্গে সরস্বতীর বিবাহ হইয়া গেল।

যায়েরা কোনও দিন যোগমায়ার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেন নাই। ভবশঙ্কর এবং রামশঙ্কর যখন দেখিলেন, সম্পত্তি দাবী করিবার কোনও অভিপ্রায় যোগমায়ার নাই,—তখন তাঁহারাও তাঁর সঙ্গে ভদ্রোচিত ব্যবহারই করিতেন। চণ্ডনায়িকাও আর অনর্থক বকাবকি করিতেন না। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

* * * * *

রাজেন্দ্র কলিকাতাতেই বাসা করিয়াছিল। পিতা চাকরী ত্যাগ করিয়া ভাগলপুর হইতে আসিতে চাহিলেন না। রাজেন্দ্র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল, যোগমায়া কলিকাতায় গিয়া কন্যার সংসারের কর্ত্রী হইয়া থাকুন। কিন্তু যোগমায়া কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না। তিনি কহিলেন, "বাবা! শ্বশুরের ঘর আমার কাশীর বড় কাশী! এখানে আছি, যে কাজ কচ্চি, তাতেই দুঃখের জীবনে বড় একটা শান্তি—বড় একটা তৃপ্তি—পেয়েছি। এ ছেড়ে এখন কোথায় যাব বাবা? তোমরা সুখে থাক, তোমাদের মঙ্গল হ'ক্! মাঝে মাঝে এসে আমায় দেখা দিও। আমিও গিয়ে মাঝে মাঝে তোমাদের দেখে আসব। এ ছেড়ে আর কোথাও যাব না বাবা! প্রার্থনা ক'র এই স্থানেই এই ব্রতের শান্তি নিয়েই, যেন তাঁর পায় চ'লে যেতে পারি।"

শক্তির প্রসাদ

১

পূজা আসিয়াছে,—দেবীর বোধন আজ কয় দিন আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে নিষ্ঠাবান্ ভক্ত হিন্দুর গৃহগুলি শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধুর গম্ভীর শ্লোক ও স্তোত্রাবলীর আবৃত্তিতে মুখরিত। ধূপধুনা ও পুষ্পচন্দনের পূত গন্ধে, পূত শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে, পূত স্তোত্রসঙ্গীতে, গৃহবাসীর আয়োজনের আনন্দ-কোলাহলে, ঘরে ঘরে সত্যই যেন দেবী উদ্বোধিতা হইতেছেন।

মহালয়া আসিল,—এই দিন হিন্দুর বড় পুণ্য-দিন। প্রেতলোকগত-পিতৃপুরুষগণ একত্রে পিণ্ডলাভের আকাঙ্ক্ষায় গৃহে আগমন করেন। শ্রদ্ধায় যিনি পিণ্ডদান করেন, তৃপ্ত পিতৃপুরুষগণ তাঁকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রেতলোকে ফিরিয়া যান!—অবজ্ঞায় বা অবহেলায় যে গৃহে তাঁহারা পিণ্ডে বঞ্চিত হন, অতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া যান,—জানি না, তাঁদের নিশ্বাসে সে গৃহ অভিশপ্ত হয় কি না।

মহালয়ার একটি পুণ্যতিথি—আরও সহস্র এমন পুণ্যতিথির মত অনন্ত কালপ্রবাহে লুপ্ত হইল,—আজ প্রতিপদের কল্পারম্ভ।

চণ্ডীমণ্ডপের এক পাশে, বিচিত্র ও অৰ্দ্ধসজ্জিত দেবী-প্রতিমা—মধ্যে প্রতিমার বেদীর সম্মুখে পূজার ঘট স্থাপিত হইয়াছে,—বাহিরেই বারান্দায় একটি যুবক বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছে। উন্নত প্রশস্ত প্রতিভামণ্ডিত ললাট, উন্নত দীর্ঘ নাসা, ভক্তিতে আনত আয়ত উজ্জ্বল নয়ন, বিশাল দৃঢ়পেশল উজ্জ্বল শ্যামদেহ—যেন শক্তির সন্তান শক্তির আরাধনা করিতেছে!

যুবক আবৃত্তি করিল,—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥"

নারায়ণীস্তোত্র-সম্বলিত এক অধ্যায় শেষ হইল,—যুবক ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিল।

প্রাঙ্গণে উচ্চ হাস্যধ্বনি উঠিল, যুবক চমকিয়া চাহিয়া দেখিল,—দুইজন সুবেশ যুবক দণ্ডায়মান, দুইজনের হাতে দুইটি বন্দুক,—পশ্চাতে দুইজন উষ্ণীষধারী সুপরিচ্ছন্নবেশ ভৃত্য, হাতে ও বগলে ব্যাগ কম্বল ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষপত্র।

যুবক ইঁহাদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। দুইজনেই স্মিতবদনে কহিল, 'হাল্লো'! (Hallo.)

"তোমরা কোত্থেকে হে?"

"তুমি ও কি ক'চ্চ হে?"

"দেবীর বোধনের চণ্ডীপাঠ,—কেন, এ কি আর কখনও দেখনি?"

বন্দুকধারী সুবেশ যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন উত্তর করিল, —"হাঁ—দেখেছি বোধ হয়, ছেলেবেলায় বাড়ীতে পুরুতরা পূজোর আগে কি পুথি পড়ে বটে,—তা তুমি ও কি ক'চ্চ?"

"এবার বাড়ীর পূজোতে আমিই পুরোহিত।"

"পুরোহিত! হাঃ হাঃ হাঃ!"

যুবকদ্বয় একসঙ্গে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

"হাঃ হাঃ হাঃ! পুরোহিত! হাঁ, অমর! তুমি পুরোহিত! হাঃ হাঃ হাঃ!"

বন্ধুদ্বয়ের হাসি ও বিস্ময়প্রকাশের কোনও উত্তর না দিয়া অমর কহিল, "তোমরা কোথেকে এলে এখন? কোনও খবর নেই—"

যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন—অনিল কহিল, "তোমাকে surprise ক'র্‌ব (একটা চমক দেব) ব'লে এসে পড়েছি। তা কি বল্‌ব—it is we who have been awfully surprised (আমরাই বেজায় চমক পেলুম!) তুমি চণ্ডিপাঠ ক'চ্চ! হাঃ হাঃ হাঃ!"

'হাঃ হাঃ হাঃ!'—দ্বিতীয় যুবক অজয়—বন্ধুর উচ্চহাসিতে হাস্য-কণ্ডুয়িত কণ্ঠ মিলাইল।

"তা বেশ! এসেছ বেশ ক'রেছ, কদিন যদি পাড়াগাঁয়ে প্রাণ টেঁকে'—পূজোটা দেখেই যাবে। ব'স, বিশ্রাম কর। চা টা কিছু খাও ত ক'রে দিচ্চে!—পরাণদা! পরাণদা!"

প্রাঙ্গণের উত্তরের ভিটায় চণ্ডীমণ্ডপ, পূবের ভিটায়

বৈঠকখানা ঘর। যুবকদের দেখিয়াই বাড়ীর প্রাচীন ভৃত্য পরাণ ইঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বৈঠকখানার অভ্যন্তরভাগ ঠিক করিয়া নিতে গিয়াছিল। ঠিক করিবার কিছুই ছিল না। পরাণ দেখিল, শুভ্র সুপরিচ্ছন্ন ফরাসটি বেশ সুমার্জ্জিত, সুধৌত আচ্ছাদনাবৃত তাকিয়াগুলি যথাস্থানে স্থাপিত, চেয়ার টেবিল অন্যান্য আসবাব সব যার যার স্থানমতই রক্ষিত, জানালা কপাটগুলি সবই বেশ উন্মুক্ত, কোথাও আর কিছু করিবার নাই। তবু পরাণ ঝাড়ন লইয়া ফরাসটা একবার ঝাড়িল, তাকিয়াগুলি একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল,—চেয়ারগুলি সরাইয়া আবার যেমন ছিল, তেমনই রাখিল। দেয়ালে টাঙ্গান চিত্রগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল, পুস্তকের আলমারির দিকে একবার চাহিল, টেবিলের উপরে সজ্জিত পত্রিকাগুলি একবার হাত দিয়া ঝাড়িল। এমন সময়ে অমর ডাকিল, “পরাণদা! পরাণদা!”

পরাণ বাহিরে আসিয়া যুবকদের অভিবাদন করিয়া কহিল, “আসুন। এই ঘরে এসে বসুন।”

অমর কহিল, “যাও না, ঘরে গিয়ে ব’স না। পরাণদা, বাড়ীর ভিতর ব’লে পাঠাও, দু’পেয়ালা চা আর কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে।” অনিল কহিল, “তুমি আস্‌বে না?”

অমর উত্তর করিল, “একটু বাকী আছে ভাই! হ’ল আর কি, তোমরা ব’সগে না? আমি এই আস্‌ছি আর কি। চা-টা আসুক, এর মধ্যেই হ’য়ে যাবে এখন।”

"আঃ! রেখে দাও, রেখে দাও ও সব nonsense (পাগলামো)! উঠে এস। একেবারে মাথা বিগড়ে গেছে। Reciting Chandi! The world's coming to an end, I suppose! (চণ্ডী প'ড়ছে!—পৃথিবীর কি শেষ হ'য়ে এল নাকি?)"

অমর হাসিয়া উত্তর করিল, "তার এখনও বোধ হয় কিছু দেরী আছে। তা শেষ না ক'রে উঠ্‌বার যো নাই, দাদা। তোমরা ব'সগে না? আমি এই এলুম ব'লে!"

যুবকদ্বয় অগত্যা বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। পরাণ ভৃত্যদের হস্ত হইতে জিনিষপত্র লইয়া পাশের এক ঘরে তাকের উপরে গুছাইয়া রাখিল,—সেই ঘরেরই এক পাশে দুইখানি চৌকিতে তাহাদের বসিতে দিল। ইতিমধ্যে আর একজন ভৃত্য অপর দিকের একটি ঘর হইতে তামাক সাজিয়া আনিল।

পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক ইচ্ছে করেন?"

অনিল একটি সিগারেট্ ধরাইতেছিল। অজয় কহিল, "তামাক? আচ্ছা আন।"

পরাণ হুঁকাটি লইয়া অজয়ের হাতে দিল,—কাছেই একখানা বৈঠক রাখিল। তারপর বারান্দায় আসিয়া অপর ভৃত্যকে কহিল, "যেদো! সঙ্গের লোক দুটিকে দু ক'ল্‌কে দা-কাটা তামাক সেজে দুটো ডাবা এনে দে। আমি বাড়ীর ভিতর যাই,—বাবুদের খাবারটা নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া পরাণ বাড়ীর ভিতরে গেল। যাদব বেয়ারা-রূপী ভৃত্যদের তামাক সাজিয়া দিয়া বৈঠকখানার দ্বারে বাবুদের আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইল।

৯

"হাঁ হে অমর! কি কচ্ছিলে বল দেখি, আমরা আস্‌ছি জান্‌তে পেরে, মজা ক'র্‌বে ব'লে সঙের খেলা আরম্ভ ক'রেছিলে নাকি?"

অমর হাসিয়া কহিল, "নিজেরাই যে সঙ তোমরা, তার উপরে আর সঙের খেলা আমি কি দেখাব দাদা?"

"বিলাতফের্‌তা চণ্ডীপাঠের পুরুত,—এর উপরে সঙ কিছু কি আর হ'তে পারে?"

অমর উত্তর করিল, "বিলাতফের্‌তা মেথর আয়া খালাসী চাপরাসীরা সব যা কচ্চে,—তার চেয়ে চণ্ডীপাঠও কি বেশী হীন হ'ল দাদা?"

"মেথর আয়া খালাসী চাপরাসী! কি ব'লছ হে অমর? বলি! তারাও কি বিলাতফেরত?"

"নয় কিসে? তারা কি বিলেত গিয়ে ফিরে দেশে আসেনি? বিলাতফেরত বল্‌তে অভিধানে আর কি মানে লেখে—তা ত জানিনে।"

অজয় কহিল, "আঃ! তুমি যে ভারি জ্বালালে অমর! কথার ছলে আদত কথাটা চাপ্‌তে যাচ্চ। বিলাতফেরত

ব'ল্‌তে সোজা। কথাটা সবাই বোঝে—শিক্ষিত বিলাতফেরত ভদ্রলোক—যারা উচ্চ শিক্ষা পেতে বিলেত যায়।"

অমর উত্তর করিল, "বেশ বুঝলাম। তা তাদেরই বা চণ্ডী-পাঠে কি মানা আছে? প'ড়লেই বা সঙ তারা হ'ল কিসে? আমি যদি বলি যারা পড়ে না, বা প'ড়তে লজ্জা করে তারাই সঙ, তবে তার কি জবাব দেবে?"

"বাঃ! এ কি ব'ল্‌ছ? বিলাতফেরত চণ্ডী প'ড়বে? আরে ছ্যাঃ! বলে কি? পাগল হ'ল না কি? অজয়! বোন্‌টিকে কি শেষে পাগলের হাতে দেবে?"

অনিল এই কথা বলিল। অজয়ের বোনের সঙ্গে অমরের বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল।

অমর উত্তর করিল, "বলি কেবল বাঃ বাঃই কচ্চ,—কথার কি উত্তর দিচ্চ? কোন্‌খানটায় দোষ হ'ল—তা বুঝিয়ে দেও।"

অনিল কহিল, "বিলাতফেরত—ইয়োরোপে শিক্ষিত—ইয়োরোপের উন্নত পরিমার্জ্জিত জীবনের আস্বাদ পেয়েছে,—সে এখন পুরুত হবে, পুঁথি প'ড়বে, পুজো ক'র্‌বে!—টিকি রাখ্‌বে, ফোঁটা কাট্‌বে, নামাবলী গায় দেবে!—আরে রাম—রামঃ! বলে কি? Absurd (আস্ত পাগলামো)! এর আবার জবাব কিছু আছে?"

"আছে বই কি। নইলে কেবল absurd (পাগলামো) ব'লেই মানব কেন?"

অনিল ও অজয় দুজনেই যারপরনাই বিস্ময়ে অমরের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তারা যা বলিতেছিল, তা এমনই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, তা আবার কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে, এমন একটা অসম্ভব কথা তারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্নই হইতে পারে, এমন তারা মনেও করিতে পারিল না। তবু অমর প্রশ্ন করিতেছে। অমর পাগল বই আর কি?

অমর তাদের এবম্বিধ অবাক বিস্মিত দৃষ্টিপাতে কিছুকাল মুখ টিপিয়া হাসিল। তারপর কহিল, আচ্ছা দাদা, একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, পরের দেশে গেলেই পরের দেশে নূতন কিছু শিখ্‌লেই, আলাদা রকম কিছু দেখ্‌লেই, নিজের দেশের ধর্ম্ম আচারনিয়ম সব অম্‌নি ছেড়ে দিতে হবে,—এমন কি যুক্তিযুক্ত কারণ কিছু আছে? কোথাও বড় জ্ঞানী কেউ কি এ কথা ব'লেছেন? আচ্ছা, এই ত সাহেবেরা—না যাচ্চে এমন দেশ নাই, না শিখছে এমন কোনও দেশের নতুন কথা নাই, না দেখ্‌ছে এমন কোনও দেশের কোন ব্যাপার নাই,—আচ্ছা, বল ত কোন সাহেব দেখছ যে তার জন্য নিজের দেশের ধর্ম্ম, আচারনিয়ম, আদবকায়দা, পোষাক, পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, কিছুই এতটুকু ব'দ্‌লেছে?"

অনিল কহিল, "বারে! কি বলছে? তারা বদ্‌লাবে কেন? তাদের চেয়ে ভাল কোথাও কিছু দেখ্‌লে ত তারা নিজের টা ছেড়ে পরেরটা নেবে?"

"বটে! হাঁ, আজকাল শক্তিতে আর আরও কতকগুলি গুণে, তারা পৃথিবীর আর সব দেশের লোকের চেয়ে বড়,—কিন্তু তাই ব'লে মানবজীবনের যত কিছু দিক আছে, সব তাতেই তারা আর সকলের অনেক বড়, এমন কিসে মনে ক'ত্তে পার?"

"কিসে তারা বড় নয়? কোন্‌টায় কার ছোট?"

"আচ্ছা, তাদের ধর্ম্মটাই আগে ধর না,—যা নিয়ে কথা উঠ্‌ল। ধর্ম্মে তারা কি মানে,—কার পূজা করে?"

"ওহে তোমাদের ওসব পূজোটুজো তারা কিছু করেই না, জান্‌লে? গির্জ্জায় উপাসনা করে,—পূজোর চাইতে ওটা অনেক সভ্য ব্যাপার!"

"কিসে?"

"কিসে নয়? উপাসনা—সে এক জিনিষ,—ঈশ্বরের গুণের কথা বলা হয়, তাঁর আশীর্ব্বাদ চাওয়া হয়। আর পূজো! সে ত ফুলজল চালকলা নিয়ে অবোধ্য মন্তর বিড় বিড় করা। তোমাদের ওই হাতেগড়া মাটির পুতুলে যদি সত্যিই ঈশ্বরের কিছু থাকে,—তবে কি ছার ফুলজল চালকলা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে নেবে? বিশ্বজগৎ যিনি সৃষ্টি ক'রেছেন ব'লে তোমরা মান,—তিনি তোমার ফুলজল চালকলার কাঙ্গাল?"

অমর উত্তর করিল, "তিনি কি তবে দুটো বাছা বাছা সুন্দর কথারই কাঙ্গাল? ফুলজল চালকলাও তাঁর থেকে

এসেছে! মনে যার ভক্তি থাকে, সে ফুলজল চালকলাই দিক, আর দুটো কথাই দিক্,—তাঁর কাছে সবই সমান। গণিত-বিজ্ঞান পড়েছ ত অজয়? অনন্ত যা তার অতি ছোট ভগ্নাংশ, আর কোটি কোটি রাশি—দুইয়ে কিছু তফাৎ আছে? কথা যদি ফুলজল চালকলার চেয়ে বড়ও হয়,—তবে অনন্তের তুলনায় সে বড় যে একেবারে শূন্য। আর বড়ই বা বলি কিসে? কথায় তোমার কোনই খরচ নেই,—ভাষায় ঢের কথা আছে, মুখ দিয়ে বের ক'ল্লেই হ'ল। চালকলা বরং পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয়,—নিজের ভোগ তাতে কিছু খাট ক'ত্তেই হয়। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ—যে মুখের কথায় উপাসনা করে, সেও চায়—আবার যে চালকলা নৈবেদ্য দিয়ে পূজো করে, সেও চায়। তবে এরা কিছু দিয়ে কিছু চায়,—ওরা কেবলই চায়, দেয়না কিছুই!"

অমর হাসিতে হাসিতেই কথাগুলি বলিতেছিল,—বন্ধুরাও হাসিয়া উঠিল। অনিল কহিল, "বাঃ—বাঃ! বেশ ব'লেছ, ভায়া! হিন্দু পাদ্রী হ'য়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে বক্তিতে আরম্ভ কর, কিছু কাজ হ'তে পারে। চাই কি বিলেত গিয়ে যদি বক্তিতে কর,—তাদেরও হিন্দু ক'রে ফেল্‌তে পার্‌বে।"

অমর কহিল "ঠাট্টার কথা নয়, অনিল। যদি কেউ সেই সংকল্প, সেই তেজ নিয়ে তা করে, তবে পারে। অন্ততঃ সে দেশের লোককে বেশ বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পারে, এ

দেশের আর্য্য ঋষিদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অন্য কোনও দেশের ঋষিদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের চেয়ে হীন নয়।"

"আগে বোঝাও, তখন ব'লো।"

"তাদের কখনও পাল্লেও—তোমাদের, দাদা, বোঝাতে পার্‌ব না। ঘুমন্ত মানুষ জাগান যায়—জেগে যে ঘুমোয়, তাকে জাগাতে লাঠি ধ'র্‌তে হয়।"

অজয় কহিল, "কেন হে লাঠিই বা ধ'ত্তে হবে কেন? জাগাও না? আমরা কি জাগতে চাইনি? আচ্ছা, ধর, বুঝ্‌লুম—তোমাদের পূজোতে আর ওদের উপাসনাতে এমন তফাৎ কিছু নেই। বরং তোমাদের পূজোই বড়, কারণ তোমরা কিছু দিয়ে নিতে চাও,—আর তারা কেবল কথায় ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে নিতে চায়; এখন তারা যা মানে, আর তোমরা যা মান,—তারা যার উপাসনা করে, আর তোমরা যার পূজো কর,—তা যে সমান—কোনও তফাৎ নাই—তা বুঝিয়ে দিতে পার?"

"তারা কি মানে?"

"খৃষ্ট মানে—এই ত দেখ্‌তে পাই। আর ঈশ্বরও মানে।"

অমর কহিল, তারা মানে—ঈশ্বর খৃষ্ট অবতারে পৃথিবীতে এসেছিলেন,—প্রাণ দিয়ে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছিলেন।"

"হাঁ। আর দুর্গোৎসবে তোমরা কি মান?"

"আমরা মানি, মহামায়া অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির শক্তিরূপ স্বয়ং ঈশ্বর এই দেবীর রূপ ধ'রে, সৃষ্টির অমঙ্গল দানব দলন ক'রেছিলেন।—তা ছাড়া এই রকম আরও অনেক মানি।"

"মান ত। মানার প্রমাণ?"

"ঈশ্বর যে খৃষ্টরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন,—তারই বা প্রমাণ কি?"

অজয় হাসিয়া কহিল, "হাঁ, এইবার ঠকিয়েছ দাদা!—তারা ব'ল্বে, তাদের প্রমাণ তাদের পয়গম্বরের কথা, আবার তোমরা ব'ল্বে তোমাদের প্রমাণ তোমাদের ঋষির কথা। তফাৎ করাটা বড় শক্তই বটে! তবে কি জান দাদা—আসল কথাটা বলি—তেমন যুক্তির দিক দিয়ে দেখ্লে ওদের খৃষ্টানী ধর্ম্মটাও টেঁকে না! তোমাদের হিন্দুয়ানীতে আর খৃষ্টানীতে তফাৎ বড় থাকে না।"

অমর কহিল, "তবু তারা আজকালকার বিদ্যায় জ্ঞানে—বিজ্ঞানে—যত বড়ই হ'ক্,—খৃষ্টানী ধর্ম্মটা মেনেই চলে। তবে আমরা কেন আজকালকার বিদ্যা জ্ঞান পেয়ে, বিজ্ঞান প'ড়ে, হিন্দুয়ানীটা মেনে চ'ল্ব না? তারা খৃষ্ট মানে, খৃষ্ট ভজে,—তাদের নিন্দে কর না। আমরা দুর্গা মানি, দুর্গা পূজি, তাতেই বা তবে নিন্দা কর্বে কেন?"

অনিল উত্তর করিল, "যা বল্লে দাদা! কোনও জবাব ওর নেই। সব ধর্ম্মই সমান বুজরুকী। ধর্ম্ম যদি কিছু মানা যায়,—তবে তা Pure Theism—(বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ)—

একেবারে rational basis (যুক্তির ভিত্তি) যার আছে, বলা যেতে পারে।”

অমর কহিল, “অনিল, Reason—বুদ্ধি বা যুক্তি—যাই বল,—মানুষের বুদ্ধি, মানুষের যুক্তি ত? অসীম অনন্ত যা—তার কাছে মানুষের বুদ্ধি কি ছার! যা তুমি বুদ্ধির উপরে, যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ব'লে, সত্য ব'লে মান্‌তে চাচ্ছ,—সেই বুদ্ধি যে ভুল বোঝেনি, যুক্তি যে ভুল পথ দেখায়নি,—তা কে ব'ল্‌তে পারে? মানুষের বুদ্ধি যে একেবারে ভ্রান্তিহীন নয়, তার একটি প্রমাণ এই যে, যেখানেই মানুষ তার স্বাধীন বুদ্ধি-মত চ'ল্‌তে চেয়েছে, —এ বুদ্ধি তাকে এক পথ দেখায়নি। এক এক জন—যুক্তিযুক্ত কি, তা এক রকম বুঝেছে,—এক এক রকম লোককে বুঝিয়েছে। কোথাও মিল সকলের মতের দেখা যায়নি।”

“তবে হিন্দুয়ানী, খৃষ্টানী, মুসলমানী—এ সব ধর্ম্মের ভিত্তি কি? মানুষ কি তা মানুষকে শেখায় নি?”

অমর উত্তর করিল,—“প্রত্যেক ধর্ম্মই ব'ল্‌ছে—ধর্ম্মের কথা যা তা সাধারণ মানুষের কথা নয়। ঋষিরা যোগবলে সত্য যা পেয়েছেন, তাই মানুষকে শিখিয়েছেন।”

“তবে এক ধর্ম্মের এক এক রকম মত কেন? সকল ধর্ম্মে ঠিক এক কথাই বলে না কেন? খৃষ্টান ব'ল্‌ছে খৃষ্টকে ভজ—তিনি অবতার, ত্রাণ কত্তে এসেছেন। মুসলমান ব'ল্‌ছে মহম্মদকে মান, তাঁর কথামত চল,—ঈশ্বর তাঁর কথা তাঁর মুখে

দিয়েই প্রকাশ ক'রেছেন। আর তোমরা ব'ল্‌ছ—হাঁ—কি ব'ল্‌ছ ?"

অমর একটু হাসিয়া কহিল, "আমাদের ঋষিরা ব'ল্‌ছেন, -ব্রহ্ম এক—সকলের অনাদি মূল কারণ। তিনিই মায়াতে বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ ক'রেছেন। বিশ্বে যেমন বহু মানব আছে, তেমন মানবের অনেক বড় অনেক দেবতাও আছেন,—মানব তাঁদের পূজা ক'রে উপকৃত হ'তে পারে। আবার সেই মায়াতেই তিনি কখনও দুর্গা, কখনও কৃষ্ণ, কখনও শিব, কখনও ব্রহ্মা, এই রকম আরও কত রূপ ধ'রে জগতের মঙ্গল ক'রেছেন, ও ক'রে থাকেন। মানব এসব রূপেও তাঁকে পূজা ক'র্‌বে।"

"বলি, সাধারণ মানুষ আমরা বুঝিতে ভুল করি, যুক্তিতে ভুল দেখি। তবে এক এক দেশের এক এক ধর্ম্মের ঋষিরাও বা এক এক রকম কথা কেন বল্লেন ? এঁরাই যে তবে সত্য বলেছেন, একথা মান্‌ব কেন ?"

অমর উত্তর করিল, "মান না মান, তোমার খুসী। যখন মান্‌বার সময় হবে, না মেনে পার্‌বে না। আর যদ্দিন তা না হবে, কারও সাধ্য নাই, মানাতে পারে। এই যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের কথা ব'ল্লে—তাই কি মান ?"

"বাঃ! কথাটা যে চাপা দিচ্চ দাদা! যা বল্লুম, তার উত্তর কই ? আর থাক্‌লে ত দেবে ? আমরা মানিনা—সত্যি ব'ল্‌ছি—থিইজিম্‌ ফিইজিম্‌—ওর কিছুই মানিনা—কিছুই

বুঝি না। বুঝি এইটুকু যে পয়সা কড়ি থাক্‌লে, আর দেহটা ভাল থাক্‌লে, বেশ ফূর্ত্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়— বস্! তা তোমরা ত মান? যা মান, তা সত্যি ব'লেই মান, —তবে এক এক দেশের এক এক রকম সত্যি—এটা কেমন হ'ল দাদা? জবাব দেও না?"

অমর কহিল, "অনন্ত, অসীম, ধারণার অতীত এই বিশ্ব, —এই বিশ্বের প্রভু যিনি—কর্ত্তা যিনি—তিনিও অনন্ত, অসীম, ধারণার অতীত। তাঁর অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ, অনন্ত বিভূতি! যে দেশের ঋষিদের মনে তিনি যে ভাবে, যেটুকু ধরা দিয়েছেন, সেই দেশের ঋষিরা তাঁর সেই টুকুই দেখেচেন, সেই টুকুই দেশের লোককে দেখাবার শেখাবার চেষ্টা ক'রেছেন। সে দেশের লোক সেইটুকু মান্‌লেই যথেষ্ট হ'ল। সকলের বড় সত্য, দাদা, এই বুঝি। এই তফাৎটা মান্‌লে এক সত্যই মানা হ'ল। খৃষ্টানরা আমাদের গাল দেয়, তাদের ধুয়ো ধ'রে তোমরাও গাল দেও। আমি বলি কাউকে কারও গাল দেওয়া ঠিক নয়। অনন্তস্বরূপ যিনি,—যেরূপে যে ভাবে তিনি যে জাতির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ ক'রেছেন,—সেই জাতি সেই ভাবে সেই রূপে তাঁকে মেনে—যে রকম পূজার নিয়ম সেই ঋষিরা ব'লে দিয়েছেন, সেই ভাবে তাঁর পূজা ক'ল্লেই তাদের ধর্ম্ম সাধন হ'ল। তাই ব'ল্‌ছিলুম ভাই, সাহেবেরা যে দেশেই যাক্ খৃষ্টানী ছাড়ে না,—আমরাই বা ভিন্ন দেশ একবার ঘেড়িয়ে এসেছি ব'লে—হিন্দুয়ানী কেন ছাড়ব?

পরের নকলে আপনারটা তুচ্ছ ক'রে ছাড়ি ব'লেই আজ আমাদের এই দশা। নইলে সত্যিই কি এমন লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে আজ জাত সুদ্ধ ম'ত্তে বস্তুম ?"

অজয় কহিল, "রক্ষে কর দাদা! এলুম একটু ফূর্ত্তি ক'ত্তে তোমাদের বাড়ী—তা তত্ত্ব কথায় যে মাথা ঘুরিয়ে দিলে! ওসব থাক্ এখন। যা খুসী কর—চণ্ডী পড়—দুর্গোপূজো কর—কোন্ শালা আর কথা বলে ? এখন পূজোটুজো ত এ বেলার মত হ'য়েছে ? দুটো হাল্কা কথা কও,—হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

অমর কহিল, "আমিও বাঁচি,—তোমাদের এসব তত্ত্ব-কথা বোঝাতে যাওয়ার মত ঝকমারি আর নেই। তা' তোমরা সশস্ত্র সবন্দুক হ'য়ে হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হ'লে ?"

"আর দাদা,—অনিলের পাগলামো। তোমাদের এদিকে বিলে অনেক পাখী আছে, শুনেছিল,—হঠাৎ বাই চ'ড়ল—চল পাখী শিকার ক'ত্তে যাই,—অম্নি অমরের বাড়ীটা দেখে আস্ব। কাল নৌকা নিয়ে কিছু পাখী মেরেছি,—সহরের ডাক-বাংলাতে সেগুলির সদ্গতিও করা গেল। তারপর ত আজ সকালে উঠেই তোমার এখানে হাজির।"

"তা বেশ ক'রেছ। কদিন থাকনা ?"

"ও———বা বাঃ! পাড়াগাঁয়ে ক—দিন! ম'রে যাব যে! তবে—তোমার বাড়ী এসেছি—বোনের বিয়েটাও দেব,—তা এবেলাটা থাকতে পারি।"

অমর হাসিয়া কহিল, "তা—পল্লীগ্রাম যদি এমন নরক-বাসের মতই হয়—তবে তাই যেও। তা বোন্‌টিকে এই নরকবাসে পাঠাতে পার্‌বে ত? তাঁর জন্য সহরের একটি স্বর্গ গড়া ত আমার সম্ভব হবে না।"

অজয় কেমন যেন একটু চিন্তিত—বিস্মিতভাবে অমরের দিকে চাহিল,—কহিল, "তা—তুমি ত—বারমাস বাড়ীতে ব'সে থাক্‌বে না? বারমাস ত আর দুগ্‌গো-পূজোও নেই, চণ্ডীপাঠও নেই।"

"না, তা' নেই বটে! তবে বাড়ীটা—আর এই গাঁটা—বারমাসই আছে,—এখানকার কাজকর্ম্মও বারমাস আছে।"

অজয় কহিল, "এখানে বারমাস তোমার কাজকর্ম্ম কি আছে হে? গেঁয়ে ভূত হ'য়ে দলাদলি ক'র্‌বে?"

"দলাদলি ছাড়া, পাড়াগেঁয়ে আর কোনও কাজ নেই, দাদা?"

"কি আছে?"

"ধর—একটা ইস্কুল ক'রেছি—"

"ইস্কুল ত এখন ঢের পাড়াগাঁয়ে আছে,—তার জন্য তোমার বাড়ীতে ব'সে থাকতে হবে? এই পাড়াগাঁয়ে একেবারে জলো সোঁদা তরকারী হ'য়ে থাক্‌বে—(Yegitate)? বল কিহে? একেবারে গোল্লায় গেছ? ইস্কুল একটা এখন কে না চালাতে পারে?"

অমর কহিল, "ইস্কুলের মত ইস্কুল চালাতে সবাই পারে

না। আমার এ ইস্কুল কেবল ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে পাঠাবার জন্তে নয়। আমার বিস্তর জমি আছে, তাতে ছেলেরা কৃষি শিখ্‌বে,—একটা কারখানা ক'রেছি, তাতে শিল্পশিক্ষারও কিছু ব্যবস্থা হ'য়েছে। এই গাঁয়ে—এই ইস্কুলেই—এমন ভাবে ছেলে তৈরী ক'রে দেব যে, একেবারে তারা মানুষ হ'তে পারে। লেখা পড়া ভদ্দর লোকের যা দরকার, তাও শিখ্‌তে পারে,—আবার সঙ্গে সঙ্গে কোনও কাজ কর্ম্মেরও যোগ্য হয়।"

"এই ক'র্‌বে—তোমার টাকাকড়ি কিছু রোজগার ক'ত্তে হবে না?"

অমর উত্তর করিল, "বাবা রেখে গেছেন,—তাতে এই ইস্কুল চালিয়েও খেয়ে পরে থাক্‌তে পার্‌ব।"

"হুঁ!"—এই সংক্ষিপ্ত—'হুঁ' শব্দ উচ্চারণ করিয়াই অজয় নীরবে কেমন অপ্রসন্নভাবে বসিয়া রহিল।

অমর হাসিয়া কহিল, "কি হ'ল অজয়! কি ভাব্‌ছ?"

অনিল উত্তর করিল, "অজয় বোধ হয় ভাব্‌ছে,—ওর শিক্ষিতা উন্নত পরিমার্জ্জিত জীবনে অভ্যস্তা ভগ্নী কি ক'রে এই গ্রামে গ্রাম্য জীবনে এসে থাক্‌বে,—আর তোমার এই পুরুতগিরি—এই চণ্ডীপাঠ—এই দুগ্‌গো-পূজো—এ সবই বা কি ক'রে বরদাস্ত ক'র্‌বে?—তোমারও ভাই—এটা একটু বিবেচনা করা উচিত বটে।"

অমর একটু হাসিল,—হাসিয়া কহিল, "কি—তাই ভাব্‌ছ নাকি অজয়?"

অজয় একটু শুষ্ক হাসিয়া উত্তর করিল, "যদি ভাবিই, তবে কি বড় অন্যায় অমর? অরুণা যে ভাবে শিক্ষিতা আর এ পর্য্যন্ত প্রতিপালিতা হ'য়েছে,—তাকে সেই ভাবেই ত রাখা তোমার উচিত?"

অমর কহিল, "আমি ঠিক্ সে রকম মনে করি না।—আমি এই বুঝি, যিনি আমার স্ত্রী হবেন,—তিনি আমারই ঘরে আমারই মত চ'ল্‌বেন। স্বামী কখনও স্ত্রীর ঘরে যায় না, স্ত্রীর ঘরের গৃহস্থ হয় না। স্ত্রীই স্বামীর ঘরে আসে, স্বামীর ঘরের গৃহিণী হয়।"

অনিল কহিল, "সে কচি মেয়েটি বিয়ে ক'রে আন্‌লে হ'তে পারে,—কিন্তু যে বড়সড় হয়েছে, এক রকম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে প'ড়েছে—সে কি আর স্বামীর হুকুমেই আপনাকে একেবারে বদ্‌লে ফেল্‌তে পারে?"

"স্বামীই বা তবে স্ত্রীর রুচিমত আপনাকে বদলাবে কি ক'রে? সে যে স্ত্রীর চাইতে আরও বড়, তার অভ্যাস যে আরও শক্ত হয়ে প'ড়েছে।"

অনিল কহিল,—"তা বল্‌তে পার। দুজনের জীবনে যেখানে এতটা তফাৎ, সেখানে বিবাহ না হওয়াই ভাল।"

অমর কিছু উত্তর করিল না। অজয়ও কিছু বলিল না। অনিলও চুপ্ করিয়া রহিল। এমন ভাবে কথাটা

আসিয়া পড়িল যে, সকলেই কিছু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে অমর ডাকিল, "অজয় !"

"উঁ !"

"শোন, একটা কথা তোমায় বলি। কথায় কথায়—কথাটা এমনভাবে এসে উঠ্‌ল, যে আর চাপা দিয়ে রাখা উচিত নয়। আমার বাবা, তোমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তোমার ভগ্নীর সঙ্গে তিনি আমার বিবাহসম্বন্ধ করেন। তাঁর সে কথা রাখ্‌তে আমি প্রস্তুত। কিন্তু তাই ব'লে স্ত্রীর রুচির মত কি প্রয়োজনের মত জীবনটা বদ্‌লাতে আমি প্রস্তুত নই। তোমার বাবাকে গিয়ে সব ব'লো,—তিনি এ সব জেনেও যদি আমার হাতে মেয়ে দিতে চান,—আমি গ্রহণ ক'র্‌ব। কিন্তু যদি তিনি মনে করেন, আমার এই ঘরে, আমার সঙ্গে, তাঁর মেয়ের জীবন মিশ খাবে না, তাঁর সুখ হবে না,—তবে তিনি স্বচ্ছন্দে এ সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। সম্বন্ধ তোমার আর আমার পিতা ক'রেছেন,—আমরা করি নাই। তোমার ভগ্নীও আমাকে দেখেন নাই, আমিও তাঁকে দেখি নাই। আমাদের মধ্যে এমন কিছু ঘটে নাই, যাতে তিনি কি আমি,—কেউই বিবাহ না হ'লে একটুও অসুখী হ'তে পারি। কাজেই, দুই পক্ষের সম্মতিতে সম্বন্ধ ভাঙ্গলে, কারও কোনও ক্ষতি কিছু নাই।"

অজয় একটু হাসিয়া—হাসি তখনও শুষ্ক হাসি—কহিল, "অমর! মেয়ে বাবার, সম্বন্ধ বাবা ক'রেছেন,—তিনিই বুঝ্বেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন কি না। আমি এর কিছুই ব'ল্তে পারি না। তবে তাঁকে অবশ্য ব'ল্ব। কারণ তিনি যে রকম প্রত্যাশা ক'রেছেন, ঠিক্ সে রকমটি যেন হবে না। অবশ্য তুমি যা ক'চ্ছ, তা বেশই ক'চ্ছ—সবারই যার যার জীবনের পথ বেছে নেবার স্বাধীন অধিকার আছে। কারও কিছু তার বিরুদ্ধে ব'ল্বার নেই। তবে সবার মত কিছু আর এক রকম হ'তে পারে না।"

অনিলের মুখখানি একটু প্রফুল্ল—একটু যেন রক্তাভ হইয়া উঠিল। সম্প্রতি সে সর্ব্বদা অজয়দের বাড়ীতে যাইত, অজয়ের ভগ্নীর সঙ্গেও বেশ আলাপ পরিচয় তার হইয়াছিল। সেও বিলাতফেরত, পদস্থ ধনীর সন্তান,—অরুণার অযোগ্য পাত্র নয়। তবে অরুণার পূর্ব্বেই অমরের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল। কাজেই প্রাণের তলে কোনও অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা উঠিলে, তা সে চাপিয়া রাখিতেই এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে।

তখন বেলা অনেক হইয়াছে। অমর বন্ধুদের স্নানাহারের দিকে মন দিল। বন্ধুরা দুজনেই বিলাতফেরত—ধনী, কলিকাতা-বাসী। নগ্নদেহে পুকুরে গিয়া স্নান করিতে অসুবিধা বোধ করিতে পারেন। অমর পাশের একটি ঘরে তাদের গোসলখানা করিয়া দিল। বন্ধুরা স্নানাহারান্তে বিশ্রাম করিয়া বৈকালেই বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩

গ্রামে বহু পূর্ব্ব হইতেই একটি মাইনর ইস্কুল ছিল। এই মাইনর ইস্কুলটিকেই অমর তার নূতন বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিল। মাইনর ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শিবানন্দ চট্টোপাধ্যায়। গ্রামের বাহিরে একখানি মাঠ, মাঠের ওধারে একটি ছোট পল্লীতে ইঁহার গৃহ। এখন ইস্কুলটি উচ্চতর এবং নূতন ধরণের বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। প্রধানশিক্ষকের পদে বঞ্চিত হইলেও এই বিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষকরূপে ইনি রহিয়া গেলেন, বিদ্যালয়ের গঠন ও উন্নতি সাধনের কার্য্যে অতি আনন্দে ও উৎসাহে ইনি অমরকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন।

শিবানন্দের বয়স এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে। কিছু ধানের জমি ছিল,—গৃহেও দুগ্ধ, তরকারী, ফল ফুলুরী প্রভৃতি আহার্য্য কিছু জন্মিত,—আর ইস্কুলে যে বেতন পাইতেন, তাহাতেই গ্রাম্য ব্রাহ্মণগৃহস্থের সরল গ্রাম্য জীবন একরূপ অতিপাত হইত। পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, এবং চার পাঁচটি সন্তান; বাড়ীতে ভৃত্য কেহ ছিল না,—বাগানের কাজকর্ম্ম এবং গাভীর পরিচর্য্যা ও দোহনাদি স্ত্রী কমলা এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তির সাহায্যেই তিনি করিতেন। ধান বরগায় বন্দোবস্ত ছিল,—বরগাদারই কাটিয়া শুকাইয়া মলিয়া ভাগ করিয়া দিয়া যাইত।

আজকাল সহরে ও গ্রামে সর্ব্বত্রই সুপাত্রে কন্যার বিবাহ দেওয়া বড় কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। শান্তির বয়স

এই পনর পার হইল। শান্তি অতি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা, সর্ব্ববিধ গৃহকর্ম্মে নিপুণা, অতি যত্নে শিবানন্দ তাকে শিক্ষাও দিয়াছিলেন। শান্তি বাঙ্গলা বেশ শিখিয়াছিল,—সংস্কৃত গীতা টীকা দেখিয়া নিজেই বেশ পড়িতে ও বুঝিতে পারিত। সমস্ত গীতাখানি মুখস্থও তার হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতে স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে বসিয়া সে গীতা আবৃত্তি করিত। কিন্তু শান্তির গৌরকান্তি অতি উজ্জ্বলরূপ ছিল না; রজতের শুভ্র আভায় এ ম্লানতা আবৃত করিতে পারেন, পিতারও এমন সামর্থ্য ছিল না। তাই সহজে তার বিবাহ-সম্বন্ধ জুটিল না। শিবানন্দের পণ ছিল, সুপাত্র ব্যতীত শান্তির বিবাহ দিবেন না, কন্যার বয়স যতই হউক। বিশেষ তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ,—তাঁহার কন্যা অনূঢ়া অবস্থায় বৃদ্ধা হইলেও নিন্দার কথা কিছু নাই। শান্তি এইবার ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে,—সম্প্রতি অতি কষ্টে তিন সহস্র মুদ্রা পণ স্বীকার করিয়া নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের একটি গৃহস্থের ঘরে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করিয়াছেন। পাত্রটি মন্দ নয়, কলিকাতায় কোনও কলেজে পড়ে, সুস্থদেহ, এবং সচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত। আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইবে, স্থির হইয়াছে। শিবানন্দ কন্যার জন্মকাল হইতেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেছিলেন,—বিবাহ দিতে এখন দেনা করিতে হইবে না।

শিবানন্দও অতি দীনভাবে দুর্গোৎসব করিতেন। চণ্ডীমণ্ডপে মৃদ্বসনভূষণে ভূষিতা ক্ষুদ্র একখানি দেবীপ্রতিমা

বিরাজিত! আজ প্রতিপদ, ইঁহার গৃহেও আজ প্রতিপদেই দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে,—চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর ঘটের সম্মুখে বসিয়াই শিবানন্দ সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিলেন,—শালগ্রাম শিলাও আজ চণ্ডীমণ্ডপে স্থাপিত। শিবানন্দের জননীও এক পাশে বসিয়া জপ করিতেছেন। শান্তি বৈকালী ও আরতির দ্রব্যাদি লইয়া আসিল। শিবানন্দ বৈকালীর জলপান নিবেদন করিয়া, ধূপ দীপ বস্ত্র শঙ্খ ও ঘণ্টা ইত্যাদি লইয়া দেবীর আরতি করিলেন। শান্তি করজোড়ে ছলছল-নেত্রে দেবীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিল,—আরতি হইলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল।

শিবানন্দ কহিলেন, "মা, ছুটি স্তোত্রের শ্লোক পড়্ না মা? তোর মুখে মায়ের স্তোত্র আমার বড় মিষ্টি লাগে!"

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া পড়িল—

"দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

স্তব পাঠ হইলে, শান্তি ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবী-প্রতিমাকে প্রণাম করিল। শিবানন্দও মন্ত্র পড়িয়া দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বৃদ্ধা জপের মালায় ললাট স্পর্শ করিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। তারপর চণ্ডীমণ্ডপের দরজা বন্ধ করিয়া তিনজনে বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

আহারাদির পর শিবানন্দ চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শয়ন করিলেন। মণ্ডপরক্ষার জন্য কোনও ভৃত্য তাঁহার ছিল না।

গভীর রাত্রি,—বাড়ীর ভিতরে জননী, গৃহিণী ও শিশু পুত্রকন্যাগণের রোদনে ও চীৎকারে শিবানন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি শুনিলেন, জননী চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছেন, "সর্ব্বনাশ হ'ল রে শিবু—সর্ব্বনাশ হ'ল! ওঠ্—ওঠ্। সর্ব্বনাশ হ'ল—শান্তিকে নিয়ে গেল!—ওমা—মা—মহাসতী দুর্গতিনাশিনী দুর্গে গো! কি ক'ল্লে মা! কি ক'ল্লে! রাক্ষসী! সর্ব্বনাশী! শান্তিকে তুই নিজে কেন খেলিনি মা—নিজে কেন খেলিনি?"

ওদিকে বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে ধাবমানা কমলার আর্ত্ত-স্বর উঠিতেছিল,—"ওগো কে কোথায় আছ গো! এস-গো! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল গো! আমার শান্তিকে যে নিয়ে গেল গো! ও সর্ব্বনেশে ডাকাতরা ও হত-ভাগারা! ওরে গরীবের কি এমন সর্ব্বনাশ ক'ত্তে হয় রে! ওরে তোদের কি মা বোন্ নেইরে! হায়,—হায়,—হায়! কি হ'ল গো, কি হ'ল! ও শান্তি, শান্তি! মাগো, তোকে বিয়ে দিতে পারিনি—যমকে ধ'রে দিতুম যে মা! এ আজ তোর কি হ'ল রে মা! ওরে আমার ভগবতীর অংশ কুমারী মেয়ে তার কি হবে গো! ওগো গাঁয়ে কি মানুষ আছে গো! এসগো! মা ভগবতী কুমারী মেয়েকে আমার দানবে কেড়ে নেয় গো!

"মা! মা! এ কি ক'ল্লি মা? এ কি হ'ল মা? শান্তি যে তোর পায়ের ফুল মা!"

একবার দেবীপ্রতিমার দিকে চাহিয়া এই কথা বলিয়াই শিবানন্দ লাফ দিয়া প্রাঙ্গণে পড়িলেন,—স্ত্রীর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া গৃহের পশ্চাতের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। বৃদ্ধা জননীও কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের অনুসরণ করিলেন।

শিবানন্দ কতদূর আসিতে আসিতে শুনিলেন,—কমলা যেন ভূমিতে পড়িয়া গলা যতদূর ওঠে, ততদূর তুলিয়া, ডাকিয়া বলিতেছেন, "ও শান্তি! শান্তি! ওমা তোকে রাখ্‌তে পাল্লুম না মা? ওমা—তোকে আর কি ব'ল্‌ব মা! আঁচল আছে, গলায় ফাঁসি দিস্! দাঁত আছে, কামড়ে নিজের রক্তের নাড়ী ছিঁড়ে ফেলিস্! নদীভরা জল আছে, পারিস্ ত ডুবে মরিস্,—আর কিছুতেই না পারিস্ মা—আগুন আছে—সব তিনি শুদ্ধ করেন,—দেহ সেই আগুনে বিসর্জ্জন করিস্!"

শিবানন্দ কাছে আসিয়া দেখিলেন, কমলার হাত পা বাঁধা, ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতেছেন। স্বামীকে দেখিয়া কমলা, বড় করুণস্বরে কাঁদিয়া কহিলেন, "ওগো এসেছ!—যাও—যাও!—আমার দিকে চেও না, যাও—যাও! রাখ্‌তে কি পার্‌বে? যদি না পার—যদি কোনও মতে তাকে একবার ধ'র্‌তেও পার,—তার গলার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো! ও হো—হো! কি হ'ল গো! কি হ'ল গো!

শান্তিকে যমে কেন নিল না গো! যাও—যাও, ওই—ওই দিকে—ওই নদীর দিকে তাকে নিয়ে গেল! আহা হা! মার আমার মুখ বাঁধা,—কথাটিও ডেকে ব'ল্‌তে পাল্লে না! ওহো হো—দম আট্‌কে যেন শান্তি ম'রে যায় গো—ম'রে যায়! যাও—যাও। হাঁ—ওই দিকেই গেল!”

স্ত্রীর কথা সব শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া স্ত্রীকে বন্ধনমুক্ত করিবারও কোন চেষ্টা না করিয়া শিবানন্দ ছুটিয়া চলিলেন। তিনি একা, দুর্ব্বৃত্তেরা দলবদ্ধ! কিন্তু বিবেচনারও অবসর তাঁর ছিল না! উন্মত্তের ন্যায় তিনি ছুটিয়া চলিলেন।

“রাখ্‌· রাখ্‌! দূর হ' পাপিষ্ঠেরা! আকাশে কি বজ্র নাই—তোদের মাথায় পড়ে? ওঃ! শান্তি! শান্তি! রাখ্‌তে আর পাল্লুম না মা! তোর ধর্ম্ম তোর নিজের হাতে!—যা পারিস্‌, করিস্‌, মা! মা দুর্গা আছেন!”

কয়েকজন গুণ্ডা শিবানন্দকেও ধরিয়া বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া পলাইল।

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী লোকজন সব আসিয়া পড়িলেন। তাঁরা কমলাকে ও শিবানন্দকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। তারপর সকলে ছুটিয়া নদীর তীরে আসিলেন। দূরে নক্ষত্রালোকে যেন দেখা গেল, একখানা নৌকা তীরবেগে নদীর বাঁক ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

“ওই—ওই যে আমার মাকে নিয়ে গেল!” শিবানন্দ

উন্মত্তের ন্যায় নদীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন। প্রতিবাসীরা কেহ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিল। যুবক দুই একজন নৌকার জন্য বাজারের দিকে ছুটিয়া গেল।

গভীর নিশীথে এই গোলমাল অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিল। মাঠের ওপারে অমরদের গ্রামেও তড়িৎবেগে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংবাদ প্রচারিত হইল। গ্রামবাসী বহু লোককে সঙ্গে লইয়া অমর অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল। অমরকে দেখিয়া শিবানন্দ কাঁদিয়া কহিলেন, "অমর! বাবা! শান্তিকে আমার রক্ষা কর। শান্তির প্রাণ চাই না,—তার মান ইজ্জত রক্ষা কর। কিছুই ত ক'র্ত্তে পাল্লুম না বাবা—আমাদের বেঁধে ফেলে ওই নদীতে কোন্ দূরে তাকে নিয়ে গেল। কি হবে বাবা? কি হবে? তার মান ইজ্জত থাকৃতে তাকে মেরে ফেলেও কি আস্‌তে পার্‌বে না বাবা?"

ভীষণ উত্তেজনায় অমরের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল। সে কহিল, "পণ্ডিত মশাই! কাঁদ্‌বার সময় আর নাই, চলুন, গ্রামে মানুষ থাকৃতে গ্রামের কুমারীকে—গ্রামের কুলবালাকে—দুর্ব্বৃত্ত পশুরা হরণ ক'রে নিয়ে যাবে! দেহে প্রাণ থাকৃতে এও সইতে হবে! চলুন! কোথায় কতদূর আর তাকে নিয়ে যাবে? চলুন, তাকে উদ্ধার ক'র্‌ব। যদি না পারি—যদি—পণ্ডিত মশাই!—যদি অবলা কুলবালার সর্ব্বনাশ হ'য়েই থাকে,—যারা এ

সর্ব্বনাশ ক'রেছে—ভীষণ রোষের উত্তেজনায় অমরের চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, রুদ্ধকণ্ঠে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কড়মড় শব্দে দন্তে দন্ত পিষ্ট হইল—ভূমিতে ভীমবেগে অমর পদাঘাত করিল, ভূমিতল কাঁপিয়া উঠিল! চারিদিকে গ্রামবাসী পুরুষদের সম্বোধন করিয়া অমর কহিল, "মানুষের বাচ্ছা—সতীর ছেলে—কেউ এর মধ্যে আছ কি?' চল—চল তবে আমার সঙ্গে! নিজের মাকে স্মরণ ক'রে মহাসতী জগদম্বা মহা-মায়াকে স্মরণ ক'রে—চল! কুলবালা সকলেরই মা, স্বয়ং মহাদেবী মহামায়া! চল—আজ যার যার মার ইজ্জতে আঘাত প'ড়েছে,—মহামায়ার ভক্ত যদি কেউ থাক—চল,—আজ সেই মহামায়ার ইজ্জতে আঘাত প'ড়েছে! চল—প্রাণে প্রাণে মহাবজ্রের আগুন জ্বেলে সবাই চল!—দেখি পশুর কত বল!—দেখি এই আগুনে তাদের ছারখার ক'রে, কুলকুমারীকে তার মান থাক্‌তে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি কি না! যদি না পারি,—দেখি—এমন দাগা তাদের দিয়ে আস্‌তে পারি কি না—যাতে পশুর পাপদৃষ্টি আর কখনও কোনও কুলবালার উপরে নিক্ষিপ্ত হবে না। যাবে ত? বল—বল! মানুষের বাচ্ছা—সতীর ছেলে—কেউ যদি থাক—বল, যাবে ত?"

"যাব—যাব! সবাই যাব! মানুষের ব' সতীর ছেলে যদি হই, সতীর মান রাখ্‌ব।"

শিবানন্দের হাত ধরিয়া অমর আগে চলিল, সমবেত গ্রামবাসী পুরুষও সকলে ভীম হুঙ্কার ছাড়িয়া ঘোরগর্জ্জনে অমরের সঙ্গে চলিল। সেই হুঙ্কারে, সেই গর্জ্জনে, নৈশগগন দূর দিগন্ত কম্পিত হইল! বাজারের কাছে গিয়া চারপাঁচখানা নৌকা লইয়া শতাধিক বলিষ্ঠ গ্রামবাসী পুরুষ যেদিকে দুর্ব্বৃত্তেরা শান্তিকে লইয়া গিয়াছিল, সেই দিকে তীরবেগে ধাবিত হইল।

৪

যাহারা এই অসহায় নিরীহ ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে তাঁর কন্যাকে হরণ করিয়াছিল, সেই দুর্ব্বৃত্ত-দল যে কারা—কোন্ দিকে কোন্ গ্রামে তারা যে শান্তিকে লইয়া গিয়াছিল,—অনেকেই তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। 'মার' 'মার' শব্দে, উত্তেজনায় উন্মত্তবৎ শতাধিক লোক—কেহ নৌকা লইয়া, কেহ নৌকা হইতে নামিয়া নদীর তীর দিয়া, সেই গ্রামে গিয়া পড়িল! গ্রামের প্রবীণ যারা, তারা বড় ভীত হইল। তাহাদেরই সাহায্যে পরদিন দ্বিপ্রহরের পরেই শিবানন্দ ও তাঁহার গ্রামবাসীরা শান্তিকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। সন্ধ্যার পরেই তাঁহারা শান্তিকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

* * *

শান্তি যে কি অবস্থায় ফিরিয়াছে,—সে কথা শান্তির পিতামাতা তাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। শান্তিও

কিছু বলিল না। শান্তি কেবলই কাঁদিতেছিল,—মাও মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন। শিবানন্দ নীরবে গম্ভীরভাবেই বসিয়া রহিলেন। প্রতিবেশিনীরা শিশুদের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। শান্তি বা শান্তির পিতামাতা আহারও করিলেন না—নিদ্রাও গেলেন না। অমর এবং আরও কতিপয় যুবক বাড়ীতে প্রহরী হইয়া রহিল।

পরদিন প্রতিবেশীরা আলোচনা করিলেন, এখন কি কর্ত্তব্য। এই ঘটনার পর কেহ কি আর অভাগীকে বধূরূপে গৃহে নিবে?—তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতৃগৃহে সে থাকিতে পারে। প্রবীণ কেহ কেহ শিবানন্দকে ইঙ্গিতে আভাসে এই কথা জানাইলেন। এক জন স্পষ্টভাবেই বলিলেন।—শিবানন্দ কাঁদিয়া কহিলেন,—"ভাল, তাই তবে হ'ক্! আপনারাই যা হয় বন্দোবস্ত করুন!—ওহো হো! মাগো! মা জগদম্বা! তোর মনে কি এই ছিল মা!" দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আনত অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি শিবানন্দ জানুর উপরে রাখিলেন।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে দুই একজন প্রতিবেশী প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

শান্তি উঠিয়া মার কাছে গেল,—চক্ষু মুছিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,—"মা!"

এই প্রথম শান্তির মুখে কমলা 'মা' ডাক শুনিলেন,—প্রথম তার মুখে কথা বাহির হইল!

কমলা ফুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—"কি মা!"

শান্তি কহিল, "মা, বাবাকে বল,—প্রায়শ্চিত্তের কোনও দরকার নেই!"

কমলা চমকিয়া উঠিলেন, শান্তির মুখপানে চাহিলেন। শান্তির আনত অথচ দৃপ্ত মুখখানিতে তিনি যে ভাতি দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহারও মুখখানি ভাতিয়া উঠিল। শান্তিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, মুখখানি তুলিয়া তার ললাটে তিনি চুম্বন করিলেন,—তারপর কহিলেন, "দরকার নেই মা?—মা! বল্,—বল্—আবার বল্! প্রায়শ্চিত্তের কোন দরকার নেই মা?"

শান্তি মুখ তুলিয়া মুক্ত স্থির দৃষ্টিতে মার মুখপানে চাহিল, কহিল—"না মা। কিছু দরকার নেই। প্রায়শ্চিত্তের যদি দরকার হ'ত মা,—সে প্রায়শ্চিত্ত এ মন্তরে আর ভুজ্যিতে হ'ত না,—ছি! যদি তা দরকারই হ'ত মা—গঙ্গার জলে কি চিতার আগুনে সে প্রায়শ্চিত্ত আমার দেখ্‌তে! না—মা! বাবাকে বল,—প্রায়শ্চিত্ত আমি ক'র্‌ব না। ছি! প্রায়শ্চিত্ত ক'রে—যে পাপ হয় নাই,—তাই স্বীকার ক'র্‌বো, আবার দেহে প্রাণ ধরে মুখ তুলে মানুষের দিকে চাইব? আমি কি বামুনের মেয়ে নই মা?"

কমলা স্বামীকে কন্যার অভিপ্রায় জানাইলেন। শিবানন্দ প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন বন্ধ করিয়া দিলেন। আনন্দে কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার শিরচুম্বন করিলেন।

পূজা অতীত হইল। দুর্ব্বৃত্তের দল কর্ত্তৃক শান্তির এই অপহরণের বৃত্তান্ত অতি সত্বর নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রচারিত হইল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ও দুর্ব্বৃত্তদের দমনের ভার গ্রহণ করিলেন। পূজার কয়েক দিন পরেই, শান্তির যেখানে বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল, সেখান হইতে পত্র আসিল,—এরূপ দুর্ব্বৃত্ত-ধর্ষিতা কন্যাকে তাঁরা বধূরূপে আর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এরূপ যে ঘটিবে, শিবানন্দ তা আগেই বুঝিয়াছিলেন। তবু, আজ এই সংবাদে বড় ব্যথিত তিনি হইলেন। একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাশ্রুনয়নে তিনি কহিলেন, "মা জগদম্বা! এ পৃথিবীর লোক সবাই ত্যাগ করুক, তুই তোর অভাগী মেয়েকে পায় রাখিস্ মা! তোর সেবার পথ দেখিয়ে দিস্ মা! তোর সেবায় তার জীবন সার্থক করিস্ মা!"

পরদিন অমর শিবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় দুজনে বসিলেন। অমর কহিল, "শান্তির এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল, পণ্ডিত-মশাই?"

শিবানন্দ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হাঁ অমর! আর এ ত জানা কথাই। যা হ'য়েছে, তারপর শান্তিকে কি আর কেউ বিয়ে ক'র্‌বে?"

"কেন ক'র্‌বে না?"

"কে—ন—ক'—র্‌বে না! শান্তি যে সত্যই নিষ্কলঙ্ক,—তা হয় ত কেউ বিশ্বাসই ক'র্‌বে না।"

"নিষ্কলঙ্ক! কি কলঙ্ক শান্তির হ'তে পারে? ধরুন, যা সন্দেহ লোকে ক'ত্তে পারে, এমন কিছু যদি সত্যই এ অবস্থায় কারও ঘটে, তবে তাকে কলঙ্কিত ব'ল্‌বার অধিকার কি কারও আছে? সমাজ যাকে রক্ষা ক'ত্তে পাল্লে না, তাকে ত্যাগ কর্‌বার কি অধিকার সমাজের আছে? দুর্ব্বৃত্তের পশুবলে যদি কোনও শুদ্ধপ্রাণা কন্যার দেহ ধর্ষিত হয়, তবে কোন্ সাধু-ধর্ম্মের বিধানে সে ত্যাজ্য হ'তে পারে? যদি হয়, ব'ল্‌তে হবে—সেখানে ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্মের বিকার মাত্র আছে। এ বিকারের বিদ্রোহই ধর্ম্ম!"

"অমর! অমর!"

অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে আনন্দের উচ্ছ্বাসে শিবানন্দ দুটি হাত চাপিয়া ধরিলেন।

অমর কহিল, "পণ্ডিত মশাই! যদি দান করেন, আমি আপনার শান্তিকে গ্রহণ কর্‌ব!"

"তুমি! তুমি! অমর—" শিবানন্দের আর বাক্‌-স্ফূর্ত্তি হইল না।

"হাঁ—আমিই! বাধা কি আছে, পণ্ডিত-মশাই?"

"না—বাধা—আর কি? দরিদ্র হ'লেও আমি ব্রাহ্মণ,—শান্তিও ব্রাহ্মণকন্যা।"

অমর কহিল, "পণ্ডিত মশাই! দারিদ্র্যেই এদেশে

ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা—সম্পদে নয়। ব্রাহ্মণের সম্পদ আর ভোগ-বিলাসও আজকালকার সমাজে অন্য রকম বহু বিকারের মধ্যে একটি বিকার বই কিছু নয়! পণ্ডিত মশাই! আমি গ্রহণ ক'র্‌ব, শান্তিকে আমায় দেবেন কি?"

অমরের হাত ধরিয়া শিবানন্দ কহিলেন, "অমর! শান্তিকে তোমার হাতে দেব, এতে কি আর জিজ্ঞাসার কিছু আছে? তোমার আদেশের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু—অমর,—তোমার বাবা যে তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ ক'রে গিয়েছেন!"

"হাঁ, ক'রে গিয়েছিলেন,—কিন্তু সেই কন্যার পিতা সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন। এই ত আজ সকালেই তাঁর চিঠি পেলুম। শান্তির বিবাহ কি ক'রে হ'তে পারে, আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম! এ সম্বন্ধ যে হবে না, তা জান্‌তুম। আজ এই চিঠি পেয়ে মনে হ'ল, আমিই কি শান্তিকে বিবাহ ক'র্ত্তে পারি না? অমনি আপনার কাছে চ'লে এসেছি। পণ্ডিত মশাই! দিন্,—শক্তি পূজার পর শক্তির প্রসাদ ব'লে আমি শান্তিকে গ্রহণ ক'র্‌ব!"

শিবানন্দ কহিলেন, "অমর, তাঁরা কেন তোমায় ত্যাগ ক'র্‌লেন, জানি না। যা হ'ক্—হেলায় যে রত্ন তাঁরা হারালেন, মার বড় দয়ায় আমি আজ তা' পেলাম। অমর, সাম্‌নে যে শুভদিন আছে, সেই দিনই শান্তিকে তোমার হাতে দেব। মা জগদম্বা! জয় মা—তোমার জয় হ'ক্! অধম সন্তানকে পায় রাখ মা! আশীর্ব্বাদ কর মা মহাশক্তি! শান্তি যেন

আমার শক্তির প্রসাদ হ'য়েই অমরের ঘর পুণ্যময় ক'রে রাখে!

চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারে শিবানন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অমরও উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মণ্ডপদ্বারে প্রণাম করিয়া মনে মনে এই শ্লোক স্মরণ করিলেন,——

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"

নূতন ঘরে

১

পিতামাতা নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীপতি, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীর ছায়াও তাকে স্পর্শ করে নাই। স্ত্রীই নাকি লোকের শ্রী,—সুতরাং স্ত্রীর শুভাগমনের পূর্ব্বে, শ্রী যে শ্রীপতির কাছ দিয়া তাঁর রক্তচরণ দুখানি ফেলিয়া হাঁটিয়া যান নাই, ইহাতে বিধাতার দোষ দেওয়া যায় না। শ্রী বিমুখ থাকিলেও বাণী সদয়া ছিলেন। তাই শ্রীমন্ত ভাগ্যবন্ত পুরুষ শ্বশুর শ্রীরূপিণী কন্যাদান করিয়া শ্রীপতিকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীপতি সেখান হইতে বারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। উন্নত রুচির অনুরূপ অগ্রসর জীবনে যেমন গৃহসজ্জাদি, পশ্চাৎস্থিত দরিদ্রের দৈনিক অন্নবসনের মতই প্রয়োজন, সেই সব গৃহসজ্জায় সাজাইয়া, একবৎসরের আগাম ভাড়া দিয়া, শ্বশুর সুরম্য সুবাত সুভাত একখানি বাড়ীতেও কন্যা-জামাতাকে স্থিত করিয়া দিলেন। বৈবাহিক যৌতুকের বাকী সাশ্ব শকটও একখানি ক্রয় করিয়া পাঠাইলেন। কন্যা-জামাতার জন্য নিজের সুজ্ঞাত-চরিত্র গৃহমধ্যের দাসদাসী, বাহিরের দারোয়ান চাপ্‌রাসী, গাড়ীর কোচোয়ান্‌ সহিস্‌ নিযুক্ত করিরা তাদের যথাযোগ্য পরিচ্ছদাদি দিয়াও পাঠাইলেন। ভেক নহিলে ভিক্ষা মিলে না,—ভাল

সাজান বড় একখানি ঠাট নহিলে উকিল বারিষ্টারের পশার হয় না। শ্রীপতি দরিদ্রপুত্র, কোথা হইতে এ ঠাট সাজাইবে? —সম্পন্ন শ্বশুরই তা সাজাইয়া দিলেন। জামাতাকে আর কিছুই করিতে হইবে না,—কেবল ঠাটখানি বজায় রাখিবার মাসিক ব্যয়টা চালাইতে হইবে। তা বারিষ্টারী করিবে, আরম্ভেই এমন ঠাটে 'ব্রিফের' অভাব হইবে না,—শ্রীপতি কি তা বজায় রাখিয়া অতি-সম্পন্ন গৃহের শিক্ষাজাত রুচি ও প্রয়োজনের অনুরূপ জীবনে স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে পারিবে না? আপাততঃ নগদ হাজার দুই টাকার চেক্‌ও তিনি দিয়াছিলেন,—দুচার মাস তাতেই একরকম চলিবে,—ইতিমধ্যে শ্রীপতির উপার্জ্জনও পদের ও উন্নতগৃহস্থালীর অনুরূপ অবশ্য হইবে। কেন হইবে না?

শ্বশুরের ধনে ইচ্ছামত ঠাটখানি দুদিনেই সাজিয়া উঠিল। কিন্তু শ্বশুর জামাতা কাহারও ইচ্ছায় 'ব্রিফের' বৃষ্টি তেমন ত হইল না। শ্বশুর নিজে বারিষ্টার নন, 'উকিল'ও নন,—পিতার আমলের বহু কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কে জমান টাকা, কলিকাতায় বহু গৃহ-সম্পত্তি এবং বাহিরের কিছু ভূসম্পত্তির মালিক।

তবে কেবল শ্রীদেবীর নয়, মা ষষ্ঠীদেবীর কৃপাও তিনি কম লাভ করেন নাই। কয়েকটি পুত্র তাঁর আছে—কন্যাও আরও আছে। যা তিনি দিয়াছেন, তার উপরে আরও তিনি শ্রীপতিকে দিবেন, সে সম্ভাবনা কম। শ্রীপতিই

বা কোন্ লজ্জায় আর চাহিবে? বাস্তবিক তিনি মনে করিতেন, সব গুছাইয়া তৈয়ারী করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, এখন জামাই নিজে চরিয়া খা'ক্। কিন্তু তিনি এটা ভাবিলেন না, তিনি জামাতাকে প্রকৃতপক্ষে তৈয়ারী করিয়া গুছাইয়া কিছু দিলেন না, বরং তার শক্তির ওজন না বুঝিয়া এতবড় একটা ভার তার গলায় বাঁধিয়া দিলেন, শ্রীপতি তা নিয়া একটু নড়িতে চড়িতেও পারিবে কি না সন্দেহ। শ্রীপতির প্রতিভা ছিল,—বিদ্যা ও উপাধিও অর্জ্জন করিতেছিল। নিজের মত কোনও সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের কন্যা বিবাহ করিয়া যদি সেই গৃহস্থের চালেই সে থাকিত, তবে সে বেশ চরিয়া খাইতেও পারিত। কিন্তু এখন সে কোথায় চরিয়া খাইবে? যে ক্ষেতে চরিবে, সেথায় স্থান কম, বড় ঠেলাঠেলি, তায় শ্রীপতির গলায় বাঁধা এতবড় চালের আর ঠাটের ভার। তা লইয়া শ্রীপতি যে নড়িতেও পারে না, ভিড় ঠেলিয়া চরিবার ঠাঁই কি করিয়া নিবে?

বাপের কি শ্বশুরের টাকায় বিলাত যাইতে বেশ, বারিষ্টার হইয়া আসিতে বেশ,—বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ভবিষ্যতের একটি সম্মোহন সুখস্বপ্ন দেখিতে আরও বেশ! কিন্তু সে স্বপ্ন যদি সফল না হইল,—জীবনটার চাল তায় যত বাড়িল, তার মত শেষে অর্থ যদি না মিলিল, মাসের চা-টা চুরুটটা—আদালতের টিফিন্‌টায় যা লাগে, তার মত আয় যদি আদালতে গিয়া না হইল,—তবে তাও কি বেশ?

কি যে বেশ, কিসে যে ভাল, কিসে যে জীবনের মঙ্গল, তার সম্বন্ধে আমরা সত্যই বড় ভুল বুঝি। যদি প্রথম-জীবনে—জীবনের আরম্ভে—সত্যই বেশ কিছু থাকে, তবে তা যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও কঠোর জীবনসংগ্রামে, যাহা কিছু ক্লেশ সহিবার প্রয়োজন হইতে পারে, সুস্থদেহে সুস্থপ্রাণে, তাহা সহিবার অভ্যাসে আর অভ্যাসজাত শক্তিতে,—আগেই না বুঝিয়া প্রয়োজন বাড়ানতে, চাল বাড়ানতে নয়! সম্পদ্-সৌভাগ্য হইলে চাল বাড়ান কঠিন নয়, কিন্তু আগেই চাল বাড়াইয়া রুচিটা উঁচু করিয়া, শেষে তা চালাইবার সম্পদ যদি না ঘটে, তবে সে বড় বালাই। কিন্তু প্রথম হইতে ভবিষ্যতের বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া এরূপ চলিতে আমরা কয়জনে পারি?

যাহা হইক, কি ভাল, কি মন্দ, তাহা যিনি যেমন বুঝিবেন, তিনি তেমনই চলিবেন। অধিক কথা এ সম্বন্ধে এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। দেশশুদ্ধ লোককে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না।

শ্বশুরের অর্থে শ্রীপতির সুন্দর সাজান বড় চালের গৃহস্থালী হইল। শ্বশুরের প্রদত্ত নগদ টাকা যতদিন হাতে ছিল, সুশিক্ষিতা সুসজ্জিতা সুস্মিতা সুন্দরী পত্নী সুরমার সহিত, দাসদাসী-দারোয়ান-চাপরাসী-সেবিত জীবনও শ্রীপতির বেশ কাটিল। দায় না ঠেকিলে, কেহ দায় তেমন বোঝে না। দিনের পর দিন যাইতেছে—যাইতেছেও বেশ! তবে আর চিন্তা কি?

বর্ত্তমানের আরামের মোহে শ্রীপতি ভবিষ্যৎটা তেমন দেখিল না, বুঝিল না! উপার্জ্জনের চেষ্টাতেও তেমন মনোযোগী সে হইল না। শ্রীপতি সুন্দর সাজিয়া প্রত্যহ আদালতে যাইত—(কুৎসিত সাজিয়া বারিষ্টার কেই বা আদালতে গিয়া থাকেন?)—লাইব্রেরীতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িত, সিগারেট্ খাইত, সমবয়স্ক সমাবস্থ অন্যান্য নব্য বারিষ্টারদের সঙ্গে হাসি গল্প করিত,—কখনও কোনও জজের এজলাসে গিয়া বসিত, সাক্ষীদের জেরা জবানবন্দী, উকিল বারিষ্টারদের তর্ক বিতর্ক স'লজবাব শুনিত, বাহিরে আসিয়া তার সমালোচনা করিত, দোষ ধরিত,—যেন সে তাঁদের চেয়ে অনেক ভাল জেরা, ভাল স'লজবাব করিতে পারে। তারপর বৈকালে গাড়ীতে চড়িয়া গড়ের মাঠের হাওয়া খাইতে খাইতে গৃহে ফিরিত। কোন দিন গাড়ী লইয়া সুরমা নিজেই আসিত, দুজনে রেড্‌রোডে বা গঙ্গার ধারে কি ইডেন্ বাগানে বেড়াইত,—কোন দিন সাহেবের দোকানে সওদা করিত।

টাকা ফুরাইল। শ্বশুরের পরিচিত ও অনুরুদ্ধ ২।১ জন এটর্নির কৃপায় বড় কোনও বারিষ্টারের 'ফেউ' রূপে শ্রীপতি মধ্যে মধ্যে ২।১টী মামলায় উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাতে আয় যা হইয়াছে—তাতে সত্য সত্যই তার মাসিক চা চুরুটের খরচ পোষানই কষ্টকর হইয়াছে। এত দিন তাতে ঠেকে নাই, কিন্তু এখন ঠেকিল। মাসে তার ৫।৬ শত টাকা ব্যয়। কিন্তু আয়——তা লিখিয়া আর

শ্রীপতিকে লজ্জা দিতে চাই না। আর কিছু হউক না হউক, যে চালে সে এতদিন রহিয়াছে, সে চাল তাকে চালাইতে হইবে। সুখে প্রতিপালিতা, শিক্ষিতা, সুকোমলা সুরমাকে সে সুখেই প্রতিপালন করিতে বাধ্য। নিজেও সে তদ্রূপ সুখেই অভ্যস্ত হইয়াছে। তা ছাড়া চাল নামাইলে পসার উঠিবেই বা কেন? শ্রীপতি ঋণ করিতে আরম্ভ করিল। যে ভাল বাড়ীতে থাকে, সুবেশে গাড়ী চড়িয়া চলে ফেরে, মুখে যার সর্ব্বদা মূল্যবান্ চুরুটের ধূম নির্গত হয়, তার পক্ষে ঋণ মেলা এমন কঠিন নয়। দোকানদার তাকে ধারে জিনিষ যোগায়, বন্ধুজন তাকে খুচরা দুশ একশ টাকা অনায়াসে ধার দেয়, মহাজনও তার হাতচিঠির কদর করে। কিছুদিন ঋণ শ্রীপতির বেশ মিলিল। কিন্তু এক শোধ না দিলে, আর ঋণ একস্থলে বেশী দিন মিলে না। যখন প্রয়োজন কেবলই ঋণ দিবে, শোধ চাহিবে না,—এমন বন্ধু কতজন লোকের থাকে? এক দোকান ছাড়িয়া আর দোকান ধরা যায়,—কিন্তু দোকান অসংখ্য নয়, ধরিতে ধরিতে তাও যে ফুরাইয়া আসে! মহাজনের সূক্ষ্মদৃষ্টিও ঋণে অসমর্থ বাবুর বা সাহেবের মাতব্বরীর মূল্য শীঘ্র ধরিয়া ফেলে। শ্রীপতি শীঘ্রই বড় বিপন্ন হইয়া পড়িল,—বিব্রতও বড় হইতে লাগিল। একে নূতন টাকা আসে না,—সংসার চলে না, তায় আবার পুরাতন দেনার জন্য অবিরত তাগিদের উপর তাগিদ। শ্রীপতি যেন চোকে পথ দেখিত না।

কিন্তু বাহিরের যত গঞ্জনাই শ্রীপতি সহুক, অতি সাবধানে গৃহে স্ত্রীর কাছে শ্রীপতি সব চাপিয়া ঢাকিয়া রাখিত। স্ত্রীর কাছে কে খাট হইতে চায়? বিশেষ হাল ফ্যাশানের উন্নতশীলা স্ত্রী। এই শিক্ষাজাত সুকোমল উন্নতজীবন ধনীর বাগানের উজ্জ্বল আলোতে অতি যত্নে পালিত ঋতুকুসুমবৎ কমনীয়। দরিদ্রের জোঁকপোকে ভরা বর্ষার আঁধার জঙ্গলে ইহার স্থান হইতে পারে না। জঙ্গল শ্রীপতির বাহিরের জীবন যতই আবৃত করুক্, সুরমার অধিষ্ঠিত মাজ্জিত আলোকময় ঘরখানি তার সাফ্ রাখিতেই হইবে! নহিলে সুরমার স্বামিত্বে, পতিত্বে কি কান্তত্বে,—'কিছুত্বে'ই তার কি দাবী থাকিতে পারে?

২

"তোমার কি হয়েছে?"

"কি হবে সুরু?"

"কেমন দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছ—খাও দাওনা তেমন। মুখখানিও ব্যাজার ব্যাজার—কি যেন ভাব, রেতেও ত ভাল ঘুম হয় না।"

শ্রীপতি হাসিয়া উঠিল,—সুরমা অনুভব করিল, সে হাসি যেন জোর করা হাসি, প্রাণের স্ফূর্ত্তি তাতে নাই।

"এই ত হাস্‌ছ, তাও যেন হাসির মত নয়।—কি হ'য়েছে তোমার বল না?"

"এই দেখ—পাগল আর কি ? কি হবে ? তবে আজকাল বেশী কাজ ক'ত্তে হয়,—তাই শরীরটা ক'দিন একটু খারাপ বোধ হ'চ্চে—মাথাটা ঘোরে—"

"কই, কাজ এমন কি কর ?"

"কাজ করি না ? বল কি ? কোর্টে ত কঘণ্টা ফুরসুতই হয় না !—"

"কি কর ?"

"কি করি ?—এ কি প্রশ্ন সুরু ?—কেন, মামলা ——"

"মামলা কি খুব বেশী কর ? কই, বাড়ীতে ত কেউ আসে না ?"

শ্রীপতি আবার হাসিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু হাসিটা আগের বারের মতও ফুটিল না। "পাগল ! পাগল !"—হাতখানি সুরমার কাঁধে ফেলিয়া, টানিয়া শ্রীপতি তাকে আপন কাছে আনিয়া বসাইল। মুখের দিকে বিবর্ণমুখে বিষণ্ণ চোকে চাহিয়া কহিল, "সুরু ! লক্ষ্মীটি আমার ! এসব বাইরের ছাইপাশ জঞ্জাল নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন বল ত ? তুমি আমার সুন্দর ফুলটি—হেসে আমার ঘরখানি হাসিতে ভরপুর ক'রে রাখ। বাইরের কাজ বাইরের হাঙ্গামা আমার আছে।"

সুরমা কহিল, "বেশ ব'লছ ! আমি বুঝি কেবলই ফুল হ'য়ে ঘরে ব'সে হাস্‌ব ? তোমার ভাল মন্দ কিছু আমার ভাব্‌তে হয় না ?"

"ভালর জন্য কিছুই ভাব্‌তে হয় না,—মন্দ কি দেখ্‌ছ যে ভাব্‌বে ?"

"এইত তোমার শরীর খারাপ হ'চ্চে। তা আমায় ভাবতে হয় না ? কে ভাব্‌বে ?"

"কিচ্ছু না ! কিচ্ছু না ! ওসব কিচ্ছু না—কাজের চাপ কিছু বেশী প'ড়েছে—তা ছুটী আস্‌ছে, তখন সেরে যাবে।"

"ঐ ত আমি ভাবি। কাজ কি তোমার এতই বেশী ? বাড়ীতে ত তার কিচ্ছু দেখিনে।"

"কি জান সুরু, আমরা নতুন—কাজ যা কোর্টেই হয়, সেখানেই এটর্ণিরা কাজ নিয়ে আসে। আর কিছুদিন যাক্‌না, তখন দেখ্‌বে বাড়ীতেও খাবার দাবার ফুরসুত নাই।—এতেই তুমি শরীর খারাপ হ'ল ব'লে অস্থির হ'চ্চ—তখন দেখ্‌ছি একেবারে পাগল হ'য়ে যাবে !"

সুরমা একটু ভাবিল, একটু হাসিয়া শ্রীপতির দিকে চাহিল,—কিন্তু সে হাসির মাঝেও যেন প্রাণের একটা বেদনা মুখে ব্যক্ত হইতেছিল। চোকেও জল যেন আসে আসে—অতিকষ্টে সুরমা সে জল রুদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল। সুরমা কহিল, "তুমি আমায় কি মনে কর ?"

"মনে করি ! কি মনে ক'র্‌ব সুরু ?"

শ্রীপতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর আনত মুখখানির দিকে চাহিয়া একটু ভ্রূকুটি করিল,—কিন্তু তখনই সে ভ্রূকুটি-কুটিলতা দূর করিয়া হাসিয়া সুরমাকে কাছে টানিয়া তার মুখখানি আদরে

তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "কি মনে করি—শুনবে সুরমা?—আমার ঘরের হাসি, প্রাণের হাসি তুমি, সেই হাসি যেন কখনও ম্লান ক'রোনা—জান্‌লে?"

এই বলিয়া শ্রীপতি সুরমার মুখখানিতে শুষ্ক অধরে একটি চুম্বন করিল। সুরমা মুখখানি ছাড়াইয়া নিয়া আর একদিকে ফিরাইল,—দুফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল,—স্বামীর অজ্ঞাতে সুরমা তা মুছিয়া ফেলিল। তারপর ফিরিয়া নতমুখেই কহিল,—"ও হাসি টাসি খেলার কথা এখন থাক্, তোমার স্ত্রী আমি,— কিন্তু আমায় তুমি কিছু বল না।"

"কি বলিনা সুরমা?—কি ব'ল্‌ব?"

"তোমার সব কথা।"

শ্রীপতি শিহরিয়া উঠিল,—মুখখানি একেবারে যেন শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে সে কহিল, "আমার কি কথা সুরু? তোমার অজানা আমার আর কি কথাই না থাক্‌তে পারে সুরু?"

সুরমা কহিল, "আমার কি মনে হয় জান?"

"কি সুরু?"

"ব'ল্‌তে লজ্জা করে,—তুমি কিছু বল না। তা—"

সহসা শ্রীপতি ঘড়ির দিকে চাহিল,—চাহিয়াই চমকিয়া অতি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"ওহো! আটটার পরেই যে মিষ্টার বাছুর (বসুর) সঙ্গে জরুরী কাজের কথা আছে। এখনই আমার যেতে হবে! রাত বেশী হবে—সুরু। তুমি

খাওয়া দাওয়া ক'রে ঘুমিও। আমার জন্ত ব'সে থেকো না। বেয়ারা!—বেয়ারা!—"

বেয়ারাকে ডাকিতে ডাকিতে টুপিটা আর ছড়িটা লইয়া শ্রীপতি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সুরমা বড় গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। এক-খানি কোচে তারা বসিয়াছিল। সেই কোচের উপরেই মাথাটা রাখিয়া কতক্ষণ সুরমা বসিয়া রহিল।

চাকরাণী আসিয়া ডাকিল, "মেম্-সাহেব!"

"উঁ।"

"খানা তৈরী!"

"আমার মাথা ধ'রেছে, খাব না!"

"সাহেব?"

"ফির্তে রাত হইবে! খাবার গরম ক'রে রেখে দিও।"

সুরমা উঠিয়া দ্রুতপদে শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

স্বামীর কাছে সুরমা আর ওকথা তুলিল না। স্বামী তার হাসিই চান। ভাল—সে হাসিত!

৩

আরও কয়েকদিন গেল। একদিন রাত্রি আটটার সময় শ্রীপতি বড় ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া কহিল, "সুরু! এই মেলেই আমাকে বেনারাস যেতে হ'চ্ছে।"

"কেন?"

"একটা কমিশন সেখানে আছে। কোর্টে খবর পাইনি। এই সন্ধ্যার পর মিষ্টার বাছু আমায় ডেকে বল্লেন। আমার পোর্টম্যানটা কই?—কিছু কাপড় চোপড়—"

সুরমা চাহিয়া দেখিল, স্বামীর মুখে বড় বেশী একটা অস্থিরতা ও উদ্বেগের ভাব! তার মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসার সময় নাই। সুরমা কহিল, "আমি গুছিয়ে দিচ্চি—তুমি কিছু খেয়ে নেও।"

সুরমা ঘণ্টা বাজাইল। চাকরাণী আসিল—সাহেবের জন্য খাবার আনিতে তাকে আদেশ দিয়া সুরমা তাড়াতাড়ি গিয়া ভৃত্যের সাহায্যে কাপড় চোপড় ও বিছানা ইত্যাদি গুছাইয়া দিল।

"কবে ফির্‌বে?"

"হপ্তাখানেক হ'তে পারে। আর—এক কাজ ক'র্‌বে, সুরু?"

"কি বল?"

"এ কদিন গিয়ে তুমি তোমার বাবার বাড়ীতে থাক। একা খালি বাড়ীতে—"

"আচ্ছা, দেখি যদি অসুবিধা হয়, তবে তাই ক'র্‌ব।"

তাই ক'রো—তাই ক'রো—সুরু! অসুবিধা হবে

শ্রীপতি বড় উদ্বিগ্নমুখে অস্থির-চোকে সুরমার দিকে চাহিল।

সুরমা কহিল, "আচ্ছা, তা যা ভাল হয়, তা ক'র্‌ব! তার জন্যে এত ব্যস্ত কি?"

শ্রীপতি সুরমার দিকে আর একবার চাহিল। দৃষ্টির ভাব দেখিয়া সুরমা বড় ভীত হইল।

"কি হ'য়েছে?"

"না—না! কিছু না—কিছু না! তোমায় একা ফেলে যাচ্চি—তাই! ওঃ! সময় যে আর নাই। আসি তবে সুরু।"

শ্রীপতি গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

"জোরসে হাঁকাও!"

গাড়ী যেন রাস্তা ভাঙ্গিয়া হাওড়ার দিকে ছুটিল।

কাশীতে শ্রীপতির কমিশন কিছুই ছিল না। দেনার জন্য কয়েকটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল। কালই তারা ধরিবে—আরও সুরমার সাক্ষাতে! তার চেয়ে মরণও কি ভাল নয়? সন্ধ্যার সময় শ্রীপতি সংবাদ পাইয়াছিল। ছুটাছুটি করিয়া টাকার চেষ্টাও কিছু করিয়াছিল,—কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। শ্রীপতি বুঝিল, আর নিস্তার নাই! সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। কিন্তু তবু—যে কদিন এড়ান যায়, ভাল। তা ছাড়া, কে জানে যদি এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যই কিছু ঘটে! আর নাই যদি ঘটে, তবু কদিনের তরেও ত এড়ান গেল! মরণ নিশ্চিত জানিয়া দুঃসহ রোগযাতনার মধ্যেও যদি দুদিন বেশী বাঁচা যায়,—কে তা না বাঁচিতে চায়?

কালই হয়ত আদালতের পেয়াদারা আসিয়া বাড়ী চড়াও

করিবে। তাই শ্রীপতি সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অত ব্যগ্রভাবে অনুরোধ করিয়াছিল।

৪

শ্রীপতির বড় ঘনিষ্ঠ একজন উকিল বন্ধু ছিলেন, শশি-মোহন। শশিমোহনও নূতন উকিল,—এখনও উপার্জ্জন তেমন হয় নাই। অর্থদ্বারা কিছু সাহায্য করিতে না পারিলেও, শ্রীপতির বিশেষ হিতার্থী ইনি ছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীপতির বাড়ীতে ইনি আসিতেন। সুরমার সঙ্গেও এঁর আলাপ ছিল।

বাড়ীতে আসিবার আগে শ্রীপতি শশিমোহনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তাকে সব অবস্থা জানাইয়া শ্রীপতি বলিয়া আসিয়াছিল, কি হয় না হয়, সপ্তাহ মধ্যেই শশিমোহন যেন তাকে সব জানায়। তাই বুঝিয়া সে তার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিবে।

শ্রীপতি সপ্তাহ শেষেই শশিমোহনের পত্র পাইল। শশি-মোহন লিখিয়াছে, "অতিকষ্টে গোলমালটা একরকম মিটাইয়াছি,—আপাততঃ কোনও ভয় নাই। তুমি এখন আসিতে পার।"

সেইদিন সুরমারও এক পত্র শ্রীপতি পাইল। সুরমা লিখিয়াছে—"তোমার পত্র পাইয়াছি। সপ্তাহ পরে আসিবে বলিয়াছিলে,—সপ্তাহ ত প্রায় ফুরাইল। আশা করি, তোমার কাজ দু'এক দিনের মধ্যেই শেষ হইবে এবং শীঘ্রই ফিরিবে।

তুমি যাইবার পরদিনই শুনিলাম, বাবা, মা, সকলে পুরী যাইতেছেন। সুতরাং আমি বাড়ীতেই ছিলাম। আর একটি কথা, এ বাড়ীর বছরের মেয়াদ দুই মাসের মধ্যেই ফুরাইবে। ভাল একখানা বাড়ী খালি হইয়াছিল। এবাড়ী আমার আর ভাল লাগে না। এটা ছাড়িয়া সেই নূতন বাড়ীতে আমি উঠিয়া আসিয়াছি। আগের বাড়ীর চেয়ে এটা আমার অনেক বেশী পছন্দ হইয়াছে। এখানে অনেক ভাল আমরা থাকিব। তুমি বরাবর এই বাড়ীতেই আসিয়া উঠিবে। বাড়ীর ঠিকানা— নং—রোড।"

শশিমোহনের পত্র পাইয়া শ্রীপতি যেমনই আনন্দিত হইল, সুরমার পত্র পাইয়া তেমনই তার মনটা উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইল! এমন সময় একি পাগলামো সুরমা করিল! না হয়, তাঁর আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষাই করিত। দুমাসের ভাড়া নষ্ট হইল,—তা ছাড়া কত টাকায় কত বড় বাড়ী আর একটা ভাড়া করিয়াছে, তার ঠিক্ কি? আস্‌বাবও ত বেশী লাগিবে! ধারে নূতন আস্‌বাবও যেন কত কিনিয়া ফেলিয়াছে। বড়ই বিপদ হইল। একদায় হইতে আপাততঃ যদি নিষ্কৃতি সে পাইল,—সুরমা আবার তায় নূতন কি দায় চাপাইল? মনে মনে শ্রীপতি বড়ই ক্ষুণ্ণ, বড়ই ত্যক্ত বোধ করিল! কিন্তু উপায় কি? সুরমাকে ত বলিতে সে কিছু পারে না। আশু এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াও শ্রীপতি স্বস্তিবোধ করিতে পারিল না। নিতান্ত অশান্ত-চিত্তেই সে কলিকাতায় রওনা হইল।

৫

হাওড়ায় পৌছিয়া শ্রীপতি দেখিল, গাড়ী আসে নাই! কি এ! ব্যাপার কি? বোধ হয় সুরমার নিজের কোনও প্রয়োজন আছে। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্রীপতি গৃহের দিকে চলিল।

সুরমা পত্রে যে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিল, গাড়ী আসিয়া সেই ঠিকানার বাড়ীর সম্মুখে থামিল। কিন্তু একি? এ কার বাড়ী? সুরমা কি ঠিকানা ভুল করিয়া লিখিয়াছে? এযে ছোট একখানা অতি সাধারণ গৃহস্থের ভাড়াটে বাড়ী! শ্রীপতি নোট্ বহি বাহির করিয়া নম্বরটা দেখিয়া লইল। তাই ত! সেই নম্বরের বাড়ীই ত! সুরমা নিশ্চয়ই নম্বর ভুল করিয়া লিখিয়াছে। শ্রীপতি গাড়ী হইতে নামিয়া এদিক্ ওদিক্ খুঁজিল, কই! ভাল কোনও বড় বাড়ী ত কাছেও নাই? তবে কি সে রাস্তাই ভুল করিয়াছে? শ্রীপতি আবার নোট্-বুক খুলিয়া দেখিল। নোট্-বইয়ে ত এই রাস্তারই নাম লেখা আছে! তবে কি হইল? সুরমা কি রাস্তাই ভুল করিয়াছে? কি বিপদ! এখন সে তবে কোথায় যাইবে? শশিমোহনের বাড়ীতে গিয়া খোঁজ নিলে হয়। কিন্তু তার আগে এ বাড়ীটা কার দেখিয়া গেলে হয় না? শ্রীপতি বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়িল। ঝি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

"তুমি কে গা?"

"আমি ঝি।"

"এ কার বাড়ী ?"

"শ্রীপতিবাবুর বাড়ী,—আপনিই না সেই শ্রীপতিবাবু, কাশীথেকে আস্‌ছেন ?"

"হাঁ!"

"আস্থন! মাঠাক্‌রুণ উপরে আছেন, তিনি ব'ল্লেন, "দেখ ঝি,—বুঝি বাবু এলেন, দরজা খুলে দেও! আস্থন। ভিতরে আস্থন!"

বিস্ময়ে আত্মহারা শ্রীপতি যন্ত্রচালিতের ন্যায় ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীপতি দেখিল, পাশের দিকে একখানা বসিবার ঘর। শ্রীপতি চাহিয়া দেখিল, গৃহ-মধ্যে একখানি টেবল, ২।৩ খানি সাধারণ মত কাঠের চেয়ার, দুটি আল্‌মারীতে বই সাজান, একপাশে ছোট একখানি চৌকিতে ফরসা বিছানা! কি এসব ? কার এ বাড়ী ? আর কেহ শ্রীপতির কি আজ কাশী হইতে আসিবার কথা ? কার বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া তিনি শেষে তাড়া খাইবেন ?

ঝি কহিল, "আস্থন বাবু, ভিতরে আস্থন, নতুন বাড়ী মাঠাক্‌রুণ এই ত দুদিন হ'ল, এবাড়ীতে উঠে এসেছেন। আস্থন!" শ্রীপতি বিনা বাক্যব্যয়ে ঝির পশ্চাতে গিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিল! কি এ সিঁড়ি! কি এ বাড়ী! কি এসব! শ্রীপতি কি স্বপ্ন দেখিতেছে! উপরে উঠিয়া শ্রীপতি দেখিল, ছোট খালি একখানি রান্নাঘরে সম্মুখে বসিয়া স্থরমা কুটনা কুটিতেছে !!! কি সর্ব্বনাশ! কি এ! সত্যই কি স্বপ্ন! কি ভীষণ

দুঃস্বপ্ন এ! মাথা ঘুরিয়া শ্রীপতি পড়িয়া যাইবার মত হইল। বারান্দার রেলিং ধরিয়া শ্রীপতি সুরমার দিকে চাহিল। সুরমা উঠিয়া সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া কহিল, "এসেছ? ভাল আছ ত?"

কি এ প্রহেলিকা! সুরমা কি তাহার এত যত্নে সম্বৃত নিঃস্বতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তার জন্য এই বিকট বিদ্রূপের আয়োজন করিয়াছে? ধিক্! কেন তার মরণ হইল না? কেন সে কাশী হইতে ফিরিল?

সুরমা শ্রীপতির হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল। এক-পাশে ছোট একখানি টেবল, দুখানি চেয়ার রহিয়াছে—একটি ছোট আলমারিতে সুরমার পুস্তকগুলি সাজান,—আর একপাশে শয্যা! সুরমা শ্রীপতিকে শয্যায় নিয়া বসাইয়া কহিল, "চা খাবে? তৈরী ক'রে আন্‌ব?"

শ্রীপতি কহিল, "সুরমা! কি এসব? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না? একি বিদ্রূপ!"

সুরমা হাসিয়া কহিল, "বিদ্রূপ? বিদ্রূপ কি?"

"তবে কি এ?"

"যা দেখ্‌ছ, তাই!"

"সুরমা!" বড় ক্লিষ্টমুখে বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীপতি সুরমার মুখপানে চাহিল।

সুরমা কহিল, "তোমায় না জানিয়ে এসব ক'রেছি, তাতে কি রাগ ক'রেছ? তা না জানিয়েই করি, আর যা করি, আমি কি ভাল করিনি?"

শ্রীপতি কহিল, "সুরমা! আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। সব আমায় খুলে ব'ল্‌বে না?"

সুরমা একটু হাসিয়া নতমুখে কহিল, "ছি! আমায় ভাঁড়িয়ে এত দেনা ক'রেছিলে কেন তুমি? আমি তোমার স্ত্রী, আমায় কি কিছু ভাঁড়াতে আছে?"

শ্রীপতি লজ্জায় মুখ নত করিল। সুরমা কাছে আসিয়া তার হাত দুখানি হাতে লইয়া কহিল, "আমি আগেই সব বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। এসব কি আমাদের কাছে তোমরা ভাঁড়িয়ে রাখ্‌তে পার? সেদিন ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম—তা তুমি পছন্দ ক'ল্লেনা, কিছু ব'ল্লুম না। তুমি যেদিন চ'লে গেলে, তার পরদিন বড় গোলমাল হ'ল। তা তুমি বুঝতেই পাচ্চ—ব'লে আর কি হবে? শশীবাবু এলেন, তাঁকে জোর ক'রে ধর্‌লুম, তিনি সব আমায় বল্লেন। তারপর—তারপর—আর কি ব'ল্‌ব? তুমি মনে কিছু দুঃখ পেও না—ঘরের সব বাজে জিনিস, গাড়ীঘোড়া সব—আর আমার কিছু গওনা তাঁকে দিয়ে বিক্রী করিয়ে, দেনা সব শোধ দিয়ে এই বাড়ীতে উঠে এসেছি। টাকা আরও অনেক আছে, আর যা দেনা আছে, শোধ দিয়ে ফেল।" শ্রীপতি মুখ তুলিতে পারিল না। দুটি নয়ন হইতে ধারে অশ্রু বহিল।

সুরমা কহিল, "ছি! কাঁদ্‌ছ? তুমি পুরুষ মানুষ,—এমন কাঁদ্‌তে আছে? দুঃখ কিসের? দুঃখ বরং এতদিনই ছিল। এখন ত বেশ থাক্‌ব আমরা।"

শ্রীপতি দুটি বাহুতে সুরমাকে জড়াইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

"সুরমা! সুরমা! আমায় মাপ কর! অক্ষম হ'য়েও আমি তোমার মত স্ত্রীকে খেলার পুতুলের মত ব্যবহার ক'রেছি,—আমায় মাপ কর!"

সুরমা সাশ্রুনয়নে হাসিয়া কহিল, "তা এমন অন্যায়ই বা কি ক'রেছ? আমরা ত খেলার পুতুলই। তবে যখন যেমন খেলা, তখন তেমন পুতুল। এতদিন বিলিতি মেমের 'ডল' ছিলাম, এখন দিশী কুমোরের শক্ত পোড়া মাটির পুতুল হ'লুম!"

শ্রীপতি কহিল, "সুরমা! আর আমায় লজ্জা দিও না, যা ক'রেছ, বেশই ক'রেছ। কিন্তু——"

"কিন্তু আবার কিগো! 'কিন্তু' 'টিন্তু' কিছু আর নেই। ওসব বাজে 'কিন্তু' কিছু তুলো না। তাহ'লে কিন্তু রাগ ক'র্‌ব।"

শ্রীপতি কহিল, "সুরমা! আমি তবে এখন কি ক'র্‌ব?"

সুরমা কহিল, "তুমি কি ক'র্‌বে, তা তুমি জান। আমি যা ক'র্‌ব, তা ত ক'রেছিই।"

শ্রীপতি একটু ভাবিয়া কহিল, "সুরমা, এভাবে থেকে বারিষ্টারী ত আর চ'ল্‌বে না?"

সুরমা হাসিয়া কহিল, "তা ছেড়েই দেও না। দেশশুদ্ধ সব লোকই কি বারিষ্টারী ক'রে খাচ্চে। যদি কিছু মনে না কর ত বলি।"

"কি বল?"

"বারিষ্টারী সত্যিই ছেড়ে দাও! লেখাপড়া ত শিখেছ। আর কোনও কাজকর্ম্ম কর। ওতে সুবিধে হবে না। আর খরচ ওতে বড় বেশী। আর তা না হ'লেই বা ক্ষতি কি? খরচ যদি কমিল, যাই কর, তাতেই এখন বেশ চ'লে যাবে। যদ্দিন কাজকর্ম্ম কিছু না হয়, যে টাকা আছে,—তাতেই চ'ল্‌বে।"

"তোমার বাবা——"

"আমার বাবা, আমার বাবা! তোমার শ্বশুর মাস্থি ক'র্‌বে, তবে তাঁর ভয় তোমার এমন কি? তোমার হাতে তিনি আমায় দিয়েছেন, তোমার গেরস্থালী যা তাতেই আমার চ'ল্‌তে হবে ত? তাঁর খাতিরে ত তুমি আকাশে একটা স্বর্ণপুরী তুল্‌তে পার না?"

"তাঁর এতগুলি টাকা নষ্ট ক'ল্লুম——"

"নষ্ট তিনিই ক'রেছেন। তোমার দোষ কি?"

শ্রীপতি আবার সুরমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সুরমা! সুরমা! তোমায় কি ব'ল্‌ব? তোমার সাজান এই নূতন ঘরে নূতন মানুষ আমি আজ হ'লুম। এতদিন পুতুল ছিলুম, প্রাণ পেয়ে আজ সত্যি মানুষ হ'লুম।"

সুরমা কহিল, "থাক্‌, আর ও সব কবিতায় এখন কাজ নেই। তুমি ব'সো, আমি চা ক'রে এনে দিচ্ছি। একটু সুস্থ হও।"

সুনীতি

১

তারকনাথ শিক্ষকতা করিতেন,—সুতরাং সম্পদের ঈশ্বর ছিলেন না। নিজে শ্যামাঙ্গ, পত্নী কুমুদিনী ততোধিকা শ্যামাঙ্গী,—সুতরাং কন্যা সুনীতির দেহের বর্ণ শ্যামের উপরে উঠিতে পারে নাই। এ দেশের কয়টি পুরুষের আর কয়টি নারীরই বা তা আছে? আমরা ত কালোই বেশী,—হদ্দ তার উপরে শ্যাম,—একেবারে গৌর বা গৌরীর সংখ্যা আমাদের মধ্যে বস্তুতঃই বিরল! কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যদিও আমরা বেশীর ভাগই শ্যামল, যদিও আমরা প্রধানতঃ 'শ্যাম' 'শ্যামা'রই উপাসক, 'শ্যাম' ও 'শ্যামার' মহিমাগানেই আমাদের প্রাচীন কাব্য পরিপূর্ণ,—শ্রবণে এখনও আমাদের নয়ন হইতে ভক্তির অশ্রু বিগলিত হয়,—শ্যামা কন্যা আমরা কেহ বধূরূপে ঘরে আনিতেই চাই না, যদি না সেই শ্যামা কন্যার সঙ্গে 'রজতগিরিনিভ' বা রত্নাকরোজ্জ্বল' যৌতুক তেমন একটা ঘরে আসে! তবে একটি কথা আছে—দেশে কৃষ্ণ শ্যাম গৌর যত কুমার যুবক বিবাহার্থী আছেন, যত বিপত্নীক যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ বিবাহার্থী হইতেছেন, সকলের জন্যই আকাঙ্ক্ষিতা গৌরী মিলিতে পারে কি?

যাহা হউক, সুনীতি শ্যামা, গৌরী নহে। পিতা তারকনাথেরও 'রজতগিরিনিভ' বা 'রত্নাকল্লোজ্জ্বল' যৌতুকের অভাবে কন্যার সেই শ্যাম-কলঙ্ক আবৃত করিবার সামর্থ্য নাই! সুতরাং সুনীতির জন্য শালগ্রামসন্নিভ অতি ঘোর কৃষ্ণ-কান্তি একটি বরও এ পর্য্যন্ত জুটে নাই। ডেপুটী বাবুর কন্যা অতিকৃষ্ণা, খর্ব্বনাসা, ক্ষুদ্রনয়না, উন্নত-হনু, দীর্ঘে প্রস্থে সমতনু,—দিব্য চাঁদের মত এম এ পাশ বরের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রটি ডেপুটী-গিরির প্রার্থীও বটে! সহরের বড় উকিল বাবুর কন্যাটি রুগ্না, শীর্ণা, গজেন্দ্রদশনা, চক্রনয়না, অতি দীর্ঘনাসা, বিরলকেশা, কর্কশভাষা,—বর্ণের ঘনকৃষ্ণতা রক্তক্ষীণতাহেতু ঈষৎ পাণ্ডুর,—যেন অঙ্গার ভস্মে পরিণত হইতেছে! তারও বি এল্ উপাধিধারী একটী প্রতিভাবান্ যুবকের সঙ্গে বিবাহ হইল। যুবকটি সেই সহরেই উকিলবৃত্তি অবলম্বন করিবে। সুনীতি শ্যামাঙ্গী হইলেও দেখিতে এমন কিছু মন্দ নয়। এদিকে আবার সে অতি সুশীলা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা, স্নেহময় শিক্ষিত পিতাকর্ত্তৃক যত্নে শিক্ষিতা। পিতামাতাকে দিনে দুশ্চিন্তায় ও রাত্রিতে দুঃস্বপ্নে নিয়ত পীড়িত করিয়া, সে ষোড়শবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া চলিল,—কিন্তু কেহই তাহাকে দয়া করিয়া গ্রহণ করিলেন না। অবশ্য অশিক্ষিত অপদার্থ কোনও পাত্রে যদি তারকনাথ সুনীতিকে দান করিতে প্রস্তুত হইতেন, তবে যে সুনীতিকে পড়িয়া থাকিতে হইত, তা নয়। কিন্তু তারকনাথ প্রাণ ধরিয়া তা

পারিলেন না। আহা, সুনীতি যে তাঁর বড় লক্ষ্মী মেয়ে, কত বড় প্রাণ তার! কত যত্নে তিনি তাকে শিক্ষা দিয়াছেন, কত উন্নত ভাব ও আকাঙ্ক্ষা তার মনে তায় আসিয়াছে,—সেই সুনীতির সমস্ত জীবনের প্রভুত্ব কোন্ প্রাণে তিনি হীনচেতা, হীনবুদ্ধি, হীনচরিত্র মূর্খের হাতে সঁপিয়া দিবেন? এমন কল্পনাও তারকনাথ মনে আনিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চপদস্থ ধনী পাত্র কামনা করেন না। দরিদ্র হউক, পদে খাট হউক, তবু একটি উন্নতচেতা শিক্ষিত পাত্র পাইলেই তিনি তার হাতে সুনীতিকে সঁপিয়া ধন্য হইতেন। দরিদ্রের গৃহের সকল অভাব সুনীতি সহিতে পারিবে, সকল গৃহকর্ম্ম আনন্দে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, কিন্তু অযোগ্য স্বামীর হাতে পড়িয়া সে কথনও সুখী হইবে না,—জীবনে জীবনের একটা সার্থকতার তৃপ্তি সে পাইবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে দীন মাষ্টারী, কি হীন কেরাণীগিরি, কিম্বা আয়বিহীন উকিলী মোক্তারী—যাহাই যাহাকে করিতে হউক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেটি যদি পা দিল, সে ছেলে আর বরপাত্ররূপে সস্তায় মিলে না। যিনি রজত-লালসা কিছু ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি সে ক্ষতি পূরণ করিতে চান—কন্যার রূপে অর্থাৎ তার দেহের যথাসম্ভব রজতবৎ বর্ণশোভায়! বলা বাহুল্য, বর্ণের গৌরতাই এখন রূপের একমাত্র মাপকাঠি!

পিতার গেহে কি কন্যার দেহে—কোথাও রজতের মহিমা নাই,—সুতরাং যাকে আমরা শিক্ষিত বলিয়া অধুনা গ্রহণ করি,

সেরূপ কোনও পাত্রের অভিভাবকের করুণা এ পর্য্যন্ত কন্যার প্রতি পিতা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। কেহ কন্যা দেখিতে আসিলে,—জননী কুমুদিনী সকাল হইতে, কন্যার বর্ণ যদি একটু ফর্‌সা দেখায়, তার জন্য যে যা বলিত, দিন ভরিয়া তাই করিতেন। কত সাবান মাখাইয়া তাকে স্নান করাইতেন, কত দুধের সরে ও ময়দায় তার অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেন, কত বা পাউডার মাখাইয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে মুখখানি ঘসিয়া ঘসিয়া পুঁছিতেন। যদি বর্ণের মলিনতা সত্ত্বেও আর কিছুতে কন্যার রূপ দর্শনার্থীর নয়ন মুগ্ধ করিতে পারে, তাই কত রকম করিয়া তার কেশ বিন্যাস করিতেন, বেশভূষার পারিপাট্য-সাধনে যত্ন করিতেন। মেয়েকে সাজাইয়া, ফিরিয়া ঘুরিয়া, এধার হইতে, ওধার হইতে, সম্মুখ হইতে, মুখখানি, তার সুসজ্জিত দেহখানি কত রকম করিয়া দেখিতেন। কন্যাকে দর্শনার্থীর নিকটে লইয়া যাইবার আগে বারবার আঁচলে আবার তার মুখ পুঁছিয়া দিতেন! যতদিন ছোট ছিল,—সুনীতি হাসিত। কিন্তু এখন সুনীতি যুবতী, মাতার এইরূপ বৃথা প্রয়াসে তার মনে বড় গ্লানি হইত। আপন নারী-মর্য্যাদায় বড় যেন কঠিন আঘাত সে পাইত। ক্রোধে, ঘৃণায় ও ক্ষোভে তার কাল মুখখানি ফুটিয়াও যেন রক্ত-আগুন বাহির হইত! তার রূপ নাই,—তাই যদি কেহ গ্রহণ না করে, নাই করিল। যদি দেশে রূপই মাত্র নারীত্বের মহিমা হইয়া থাকে, বঞ্চিতা বলিয়াই যদি নারীকে নারীর অধিকারে বঞ্চিতা থাকিতে হয়, তাই সে থাকিবে।

তাই ভাল, কিন্তু যদি কেহ কিছুতে ভুলিয়া তাহাকে গ্রহণ করে, তার জন্য রূপহীন দেহে ও মুখে রূপের শোভা তুলিবার বৃথা এ আকুল প্রয়াস—ধিক্, তার চেয়ে নারীত্বের অবমাননা আর কি হইতে পারে? এরূপ বিবাহ চেষ্টার অপেক্ষা মরণও যে ভাল!

আজ কে আবার সুনীতিকে দেখিতে আসিবে। একদিনের মত রঙটা একটু ফরসা দেখায়, এমন কোনও নূতন প্রক্রিয়া সম্প্রতি কুমুদিনী নবাগতা প্রাতিবেশিনী কোনও উকিলগৃহিণীর নিকট শিখিয়াছিলেন। দুপুর হইতে কুমুদিনী সেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কন্যার বর্ণপ্রসাধনে বহু যত্ন করিলেন। আহা, এবার যদি ভদ্রলোক একটু ভাল চ'ক্ষে দেখিয়া সুনীতিকে ঘরে নেন! তিনটার মধ্যেই কন্যাকে তিনি মাজিয়া ঘসিয়া সাজাইয়া সাবধানে বসাইয়া রাখিলেন। মাতা কার্য্যান্তরে বাহিরে গেলেন। আজ সুনীতির মনের বেদনা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। মাতা বাহিরে গেলেন,—সুনীতি কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল, ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল! যত্নে বিন্যস্ত কেশ বেশ বিস্রস্ত হইল,—অশ্রুকলঙ্ক-চিহ্নে মুখশ্রীর প্রসাধন বিনষ্ট হইল!

মাতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন!

"আঃ পোড়াকপালী মেয়ে! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি ব'ল্‌ত? এখন কি হবে? আর যে সময়ও নেই ছাই! এত ক'রে যদি চেহারাটা একটু ফুটিয়ে তুলেছিলুম—সব মাটি কল্লি? এখন কি হবে? আর যে সময়ও নেই ছাই! কি ক'ল্লি আবাগী বল্ দিকি?"

কুমুদিনী তাড়াতাড়ি কন্যার মুখ পুঁছিয়া কেশবেশাদি আবার বিন্যস্ত করিয়া দিতে গেলেন। সুনীতি জোরে মাতার হাত সরাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"না—মা! থাক্! আর কাজ নেই! ছি! এ ঘেন্না যে আর সইতে পারিনে মা!"

কুমুদিনীর চক্ষে জল আসিল। অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া স্নেহকরুণস্বরে তিনি কহিলেন, "তা কি ক'র্‌বি মা? উপায় যে নেই!"

"কেন উপায় নেই মা? বিয়ে হবে না? কালো ব'লে কেউ আমায় নেবে না? নেই নিল? বিয়ে নেই হ'ল? দিনের পর দিন এই ঘেন্না স'য়ে এই বিয়ের চেষ্টা—ছি! তার চেয়ে কি মরাও ভাল নয় মা?"

কুমুদিনী স্নেহে কন্যাকে ধরিয়া তার অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন, "সুনু! লক্ষ্মী মা আমার! অমন কথা বলিস্ নি? আর পাগলামো করিস্ নি! তারা যে এখনি দেখ্‌তে আস্‌বে। আয় তাড়াতাড়ি তোর মুখখানা—"

"না—না—মা! আর না! আর আমি অমন সেজে, অমন ঘসামাজা হ'য়ে, কারও সাম্‌নে যাব না! কি হবে গিয়ে? রূপছাড়া যারা বউ নেবে না, কেউ তারা আমায় পছন্দ ক'র্‌বে না। কেন আর মিছে একটু উপর চটক্ দেখিয়ে চোকে চোকে আমায় ফিরি করা মালের মত নিয়ে থ'র্‌বে? আমি ঘেন্নায় ম'রে যাই, তোমাদের মেয়ে আমি—একটু ঘেন্না কি তোমাদের হয় না?"

কুমুদিনী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "কি ক'র্‌ব মা? উপায় যে নেই! বিয়ে ত দিতেই হবে?"

"দিতেই হবে? কেন দিতেই হবে? কেউ যদি নেবে না—তবু দিতেই হবে? কি ক'রে দেবে মা?"

"যে ক'রে হ'ক্ দিতেই ত হবে? নইলে যে জাত যাবে মা! সমাজ কি ছাড়্‌বে?"

"জাত যাবে! কে জাত যাওয়াবে? সমাজ ছাড়্‌বে না? কেন ছাড়্‌বে না? টাকা কি রূপ—কিছু না থাক্‌লে, যে সমাজে মেয়ে কেউ নেবে না,—সে সমাজে কার এমন কি অধিকার আছে যে, কুরূপ মেয়ের গরীব বাপের জাত মার্‌বে? যদি বাবার টাকা কি আমার রূপ—কিছুই না চেয়ে, ভদ্রলোকের মেয়ে ব'লে ভদ্রলোক কেউ আমায় নিতে চাইতেন, আর বাবা না দিতেন,—তবে জাত যাওয়ান চ'ল্‌ত। নইলে কি ক'রে তা চ'ল্‌বে মা?" কুমুদিনী কহিলেন, "তা—মা—কথা ত ঠিকই! তা লোকে যে বোঝে না!"

সুনীতি উত্তর করিল, "আজ বোঝে না, কাল বুঝ্‌বে! একা বাবা ত গরীব নন, কত এমন গরীব আছে। একা আমি কালো নই, কত এমন কালো মেয়ে দেশে আছে। কতদিন কে কার জাত যাওয়াতে পার্‌বে মা?"

কুমুদিনী কহিলেন, "কেবল জাত যাবার ভয় মা? বয়েসের মেয়ে—বিয়ে না হ'য়ে বাপের ঘরে প'ড়ে থাকা কি তার এম্‌নিই ভাল?"

"এমন মন্দই বা কি মা? আমার মত কত বিধবা মেয়েই কি বাপের ঘরে থাকে না? আজ ধর যদি আমি বিধবাই হতুম—"

"ছি! ছি! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস্ নি বাছা! তা দেখ্, আজ কোনও গোল ক'রিস্ নি মা! আজ তারা দেখে যাক্। পছন্দ না করে,—আর কাউকে এর পর বরং দেখাব না।"

আবার সুনীতির চক্ষে জল আসিল,—কাতর আকুলকণ্ঠে সে কহিল, "না মা! আর না! আর কারও সামনে রূপ দেখাবার ছলে সেজে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না মা! জোর ক'রে আমায় নিও না, আর এ অপমান আমায় ক'রোনা,—আর এ অপমান তোমরাও সয়ো না! বাবার মেয়ে আমি,—লোকে দেখ্‌তে চায় কাজকর্ম্মে যখন বেরোই—ইচ্ছে হয় দেখ্‌বে। যদি আপনা থেকে কেউ নেয়, বিয়ে হবে। নইলে বিয়েতে কাজ নেই।"

মাতা কহিলেন, "যারা আস্‌ছে, না দেখালে তারা যে অপমানী হ'য়ে যাবে মা?"

সুনীতি উত্তর করিল, 'অপমানী হ'য়ে যাবে? যাক্! অপমান যে তার চেয়ে অনেক বেশী ক'রে যাবে,—তা ভাবছ না মা? কত লোক এল, কত রকম ক'রে দোকানে জিনিষ যেমন দেখে, তেম্‌নি ক'রে আমায় দেখে গেল, দেখে কালো ব'লে অবজ্ঞা ক'রে গেল! কত এমন অপমান গরীব বাপকে আর তাদের কালো মেয়েকে যারা রোজ ক'চ্চে, তাদের

একজনের আজ এতে কতটুকুই অপমান হবে মা? একটু হবে—তা হ'ক্! তাই ব'লে আমার নিজের আর আমার বাবার এত বড় অপমান আজ আমি হ'তে দেব না!"

মাতা একটু ভাবিয়া কহিলেন, "তবে কি হ'বে মা? ওঁকে কি ব'ল্‌ব?"

"আমি যা ব'লেছি, তাই গিয়ে বল। বাবাকে জানি, তিনি এতে রাগ ক'র্‌বেন না। যদি করেন, যদি দেখাতে চান-ই,—ভাল, তবে দেখিও, আমি আর কি ব'ল্‌ব?" সুনীতি কাঁদিয়া আবার মুখ ঢাকিল।

কুমুদিনী যাইয়া স্বামীকে সকল কথা জানাইলেন। দরিদ্র হইলেও তারকনাথের প্রাণ বড় ছিল। তিনি বাস্তবিকই বড় আনন্দিত হইলেন। সুনীতি ঠিক্ কথাই বলিয়াছে। না,—তিনি আর কাহাকেও ঘরে ডাকিয়া সাজাইয়া মেয়ে দেখাইবেন না। মেয়ের অবমাননায়, মেয়ে যে মহাশক্তির অংশে মেয়ে হইয়া তাঁর ঘরে জন্মিয়াছে, সেই মহাদেবী মহাশক্তি ভগবতীর অবমাননা আর করিবেন না। মেয়ে যে আজ সেই শক্তি আপনাতে অনুভব করিয়াছে, আপন তেজে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছে,—ইহাতে তিনি আপনাকে যারপরনাই গৌরবান্বিতই মনে করিলেন। আহা! সব মেয়ে যদি আজ তাঁর সুনীতির মত হইত,—কন্যাদায় যে এতদিনে দূর হইত! দেশের শক্তিরূপা, মাতৃরূপা কন্যার আগমন যে লোকে আদরে বরণ করিয়া শিরে ধরিত!

তারকনাথ স্নেহে ও গৌরবে কন্যাকে বক্ষে ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যাঁহারা দেখিতে আসিলেন,—তাঁহাদের বলিলেন, তাঁহার কন্যা সুরূপা নয়, কিন্তু সুশীলা ও উচ্চপ্রাণা,—যদি তাঁহারা ইহাতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে গ্রহণ করেন, তিনি দান করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু বিবাহের নামে সাজাইয়া তিনি কন্যা আনিয়া কাহাকেও দেখাইবেন না।

যাঁহারা আসিয়াছিলেন, এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। বরং কিছু অবমানিত বোধ করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াই চলিয়া গেলেন।

সুনীতি একদিন কহিল, "মা, বাবাকে বল না—এমন খালি খালি খেয়ে ব'সেই ত সারাটি জীবন কাটান যাবে না!—ঘরের কাজ এমন বেশী নয়, তা বাবাকে বল না, এমন একটা কিছু কাজের ব্যবস্থা আমায় ক'রে দিন, যাতে সারাটা জীবন বেশ ভরা থাকে,—জীবনটা সার্থক হ'ল ব'লে সুখে কাটে!"

"আমিও তাই ভাব্‌ছি। তা, তোর কি রকম কাজ পছন্দ হয় বল্‌ত মা?"

এই বলিতে বলিতে তারকনাথ তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুনীতি হাসিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া কহিল, "তা কি আমি ভাল বুঝ্‌ব, বাবা? তুমিই যা হয়, ঠিক্ ক'রে দেও না? একটা বেশ ভাল কাজ,—যা বেশ ভাল লাগ্‌বে!"

তারকনাথ কহিলেন, "লেখা পড়া ত তোর বেশ ভাল লাগে ? নয় সুনু !"

তা লাগে বই কি বাবা, বেশই লাগে ! তা সুধুই ঘরে ব'সে প'ড়ব,—আর কিছু ক'র্ব না ? আমি প'ড়্লুম, আমিই শিখ্লুম,—আর কার তাতে কি ভাল হ'ল বাবা ? ঘরে ত প'ড়্বই, তা ছাড়া আর এমন একটা কিছু হ'লেই ভাল হয়,—যাতে আর পাঁচজনেরও ভাল কিছু ক'ত্তে পারি !"

তারকনাথ কহিলেন, "সব চেয়ে বেশী ভাল বোধ হয় লোকের করা যায়, তাদের ভাল শিক্ষা দিয়ে। ভাল শিক্ষা যদি লোকে পায়,—আর যত ভাল আছে, আপনি তারা ক'রে নিতে পারে। কেমন সুনু—তাই ক'র্বি ? লেখাপড়াও যত পারিস্ শেখ্, আবার লোককেও শেখা,—কেমন ?"

"লোককে—শেখাব ! কাদের শেখাব বাবা ?"

"এই ছোট ছোট মেয়েদের—আর বড় বড় মেয়ে কি বউ কেউ আসে—তাদেরও শেখাবি। লোক ব'ল্তে ত তাদেরও বোঝায় ?"

"আমি কি পার্ব বাবা !"

পিতা কহিলেন, "যা শিখেছিস্ তাতে আরম্ভ বেশ ক'ত্তে পার্বি। তারপর নিজে আরও শেখ্। যত বেশী শিখ্বি, তত বেশীই শেখাতে পার্বি। ভাবনা কি ? কেমন—তাই ক'র্বি সুনু ?"

উৎসাহে ও আনন্দে সুনীতি উত্তর করিল, "তাই ক'র্ব

বাবা, তাই ক'র্‌ব! বেশ হবে! তুমি তাই তবে বন্দোবস্ত ক'রে দেও।"

তারকনাথ উঠিয়া বাহিরে গেলেন, সুনীতি হাসিয়া কহিল, "মা, বাবাকে বলো—সব কালো মেয়ে বেছে যেন আমার পাঠশালায় এনে দেন। আহা, তারা যদি ভাল লেখা-পড়া শেখে, ভাল পাঁচটা কাজ ক'রে নিয়ে থাক্‌তে পারে,—বিয়ের জন্যে আর এ ঘেন্না মেয়ে-জাতকে সইতে হবে না!"

কুমুদিনী কিছু উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন, "তা—সত্যিই কি তবে তোর বিয়ে হবে না সুনি? তুই কি তাই মতলব ক'র্‌ছিস্?"

সুনীতি একটু হাসিয়া কহিল, "মা, সত্যি বল্‌ছি—আমার মতলব কিছু নেই। যদি আপনাথেকে কেউ আমায় নিতে চায়, আর বাবা দেন,—তবে বিয়েই হবে। আর যদি না হয়, নাই হ'ল! তাতে কোনও দুঃখু আমার থাক্‌বে না। তুমিও মা দুঃখু ক'রো না। আমি যদি একটা ভাল কাজ নিয়ে সুখে জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারি,—তবে কি তাতে তুমি সুখী হবে না মা?"

কুমুদিনী একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "তা কেন হব না মা? তোর সুখ হ'লেই আমার সুখ হ'ল। আহা, প্রজাপতি দয়া করুন, ভাল ঘরে বরে তুই পড়্। আর যদি তিনি মুখ তুলে নাই চান,—তবে এই ভাল। তুই যদি এতে সুখী হ'স্, আমিই বা কেন হব না!

তবে কিনা—মেয়ে-মানুষ—সোয়ামীর ঘরই তার সব চেয়ে ভাল।”

সুনীতি আবার একটু হাসিয়া কহিল, “তা মা সে ‘বড়’ ভাল যদি কপালে নাই থাকে, তবে এই ‘ছোট’ ভালই এর-পর সেই বড়র বড় ভাল হবে। তাই যেন হয়, সেই আশী-র্ব্বাদ আমায় কর মা!”

কুমুদিনী কহিলেন, “হ’ক্ মা তোর ভালই হ’ক্! আমি ত সেই আশীর্ব্বাদই করি মা! যাতে তোর বেশী ভাল হয়, দেবতারা করুন, তাই তোর হ’ক্।”

৩

কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুনীতির এখন বেশ একটি ভরা পাঠশালা হইয়াছে। অনেকের ছোটমেয়ে—বড়মেয়ে—অনেকের ঘরের বউ পর্য্যন্ত—এই পাঠশালায় পড়ে। বাড়ীর পাশেই পাঠশালা। দেবমন্দিরে ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় সুনীতি এই পাঠশালাতেই থাকে,—মেয়েদের কাজকর্ম্ম শিখায়, তাদের লইয়া দেব-পূজা ও ব্রতনিয়ম করে। কোনও গৃহে রোগ পীড়া উপস্থিত হইলেও, সুনীতি তার শিষ্যাদের লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষাদি করিত। ক্রমে দুই একজন করিয়া বালবিধবা এবং অনূঢ়া যুবতীও আসিয়া সুনীতির সহযোগিনী হইতে আরম্ভ করিল। সুনীতির পাঠশালাটি ক্রমে একটি আশ্রমের মত পুণ্যস্থান হইয়া উঠিল। পিতার যত্নে সুনীতি

ইতিমধ্যে সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের বহু উচ্চবিদ্যায়ও শিক্ষালাভ করিয়াছিল।

দেশ ও সমাজ যতই অধঃপতিত হউক, মহত্ত্ব কি মহত্ত্বের মর্য্যাদা যে একেবারেই দেশে নাই, এমন বলা যায় না। স্থনীতির কথা শুনিয়া শিক্ষিত ও উন্নতচেতা ভদ্রলোক কেহ কেহ তাঁহাকে বধূত্বে বা পত্নীত্বে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থনীতি যে বড় সংসার সাজাইয়া তার আনন্দময়ী কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছে, তাহা ছাড়িয়া ছোট সংসারে মন আর নিতে পারিল না। পিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না, কন্যার মহিমায় মুগ্ধ মাতাও তার জন্য মনে কোনও ক্ষোভ রাখিতে পারিলেন না।

স্থনীতির বিবাহ হইল না,—কিন্তু স্থনীতির আশ্রমে শিক্ষিতা, স্থনীতির শিষ্যাদের অনেককেই আদর করিয়া বধূ বা পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলেন।

জায়গীরদার

বৈকালবেলা,—শিবদাস ভট্টাচার্য্য চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া একান্তচিত্তে কি একখানা পুঁথি পড়িতেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণে একজন প্রবীণবয়স্ক মুসলমান তাঁহার দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, মুসলমানের সৌম্য শান্ত সরল প্রফুল্ল হাসিমাখা মুখখানি দেখিলেই তাঁহাকে অতি অমায়িক উন্নতপ্রাণ ধীমান্ পুরুষ বলিয়া সকলের মনে হইবে,—এবং অপরিচিত হইলেও সকলের প্রাণের একটা শ্রদ্ধা আপনা হইতে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইবে। বেশে ঐশ্বর্য্যের জাজ্জ্বল্য আড়ম্বর কিছু না থাকিলেও এমন একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন পারিপাট্য আছে, যাহা দেখিলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া মনে হইবে। এমন অনেক লোক পৃথিবীতে আছেন, যাঁহাদের চিনিতে কোনও ভাষার পরিচয় আবশ্যক হয় না,—আকৃতিতে, মুখের ভাবে, বেশভুষার ধরণে, তাঁহাদের সকল পরিচয়ের ছাপ তাঁহারা সঙ্গেই লইয়া চলেন। তিনি যে কি—মানুষের মঙ্গল কি অমঙ্গলের জন্য—কি স্বভাব বহন করিয়া মানব-সমাজে বিচরণ করিতেছেন,—বড় আপন বলিয়া তাঁর কাছে ঘেঁসিবে কি—ভয়ে দূরে সরিয়া আসিবে,—তাহা তাঁহাদের দিকে চাহিলেই যে কেহ অনুভব করিতে পারে।

অধ্যয়ননিরত ব্রাহ্মণের সম্মুখে মধুরস্মিত বদনে নীরবে দণ্ডায়মান প্রবীণ এই মুসলমানও তেমনই একজন। ইঁহাকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে কাহারও ইঁহার পরিচয় আবশ্যক করে না।

মুসলমান এমনই কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই-ঠাকুর! পড়া কি হবে না? কোন্ ব্যাসকূটের সমস্যা নির্ণয় কচ্ছেন?"

"এই যে ভাই-সাহেব! আঁ! আসুন! আসুন! দাঁড়িয়ে আছেন! আমায় ডাকেন নি কেন?"

এই বলিয়া শিবদাস ব্যস্ত হইয়া বারান্দা হইতে নীচে নামিলেন। সম্ভ্রান্ত এই মুসলমান নিম্নবঙ্গের অন্তর্গত আলিবাগের জায়গীরদার গোলামআলি সাহেব,—শিবদাস তাঁহারই একজন প্রজা, আলিবাগনিবাসী অতি সুপণ্ডিত সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণ।

"ও যদু! যদু! ওরে ভাইসাহেব এসেছেন,—আয়—আয়—এদিকে আয়, ব'স্‌বার আসন দিয়ে যা।"

গোলামআলি উত্তর করিলেন, "আস্‌ছে, আস্‌ছে!—অত ব্যস্ত হবেন না ভাইঠাকুর! একটু দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি ম'রে যাব?—আমাদের অভ্যাস আছে। লড়াই ঢের ক'রেছি,—এখনও নবাব সাহেবের হুকুম এলে ছুটতে হয়,—অমন দুপ্রহর ধ'রেও কত পায়ের উপর খাড়া থাকতে হয়। আপনারা পুঁথি পড়েন আর জপ করেন,—তাই মনে করেন দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'লে যেন কতই কষ্ট না হয়!"

শিবদাস হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমরাই কি কেবল পুঁথি পড়ি আর জপ করি, ভাইসাহেব? তীর্থ-ভ্রমণে কত দীর্ঘ পথ আমাদেরও চ'ল্‌তে হয়।"

গোলামআলি কহিলেন,—"আচ্ছা তবে আসুন, আমরা দুজনে এখানে দাঁড়িয়েই থাকি। দেখি, লড়াই ক'রে আমার আর তীর্থ-ভ্রমণে আপনার, কার পায়ে কত জোর হ'য়েছে।"

শিবদাস উত্তর করিলেন, "না—না—তার প্রয়োজন এখন কিছু নাই। আপনারও এ লড়াইয়ের ময়দান নয়, আমারও এ তীর্থভূমি——"

ব্রাহ্মণ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিলেন। মুসলমান হাসিয়া কহিলেন,—"এইবার ঠকেছেন ভাইঠাকুর! আমার এটা লড়ায়ের ময়দান নয়, আপনার বিগ্রহাদির সঙ্গে লড়াই ক'ত্তেও আসিনি। কিন্তু আপনার এ তীর্থভূমি নয় কি?"

শিবদাস উত্তর করিলেন, "হাঁ এক হিসাবে—তীর্থ বই কি? সব চেয়ে বড় তীর্থ ব'ল্‌তে হবে, আমার পিতৃপুরুষগণের অধিষ্ঠানভূমি এই—আমার ইষ্টদেবীর মন্দির এই,——বছর বছর মা এখানে দেখা দেন—সেই কত পুরুষ ধ'রে এই মন্দিরে আমরা মার পূজা ক'রে আস্‌ছি—মার কৃপায় মার কোলে এইখানেই মানুষ হ'য়েছি,—এ আমার তীর্থ বই কি, সব চেয়ে বড় তীর্থই—কাশীর উপরে আমার কাশী!—যদি মার ইচ্ছায়—ওই বেলতলায় দেহ ত্যাগ ক'ত্তে পারি,—কাশী-

প্রাপ্তির উপরে সৌভাগ্য আমার হবে। ঠিক মায়ের কোলেই ঘুমাব।”

গোলামআলি উত্তর করিলেন, “ঠিক, ঠিক! এর বড় স্থান কি আর পৃথিবীতে আছে? আমারও মনে হয়, ভাইঠাকুর,—কেন লোকে তীর্থ তীর্থ ক’রে—এমন পাগল হ’য়ে ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই লোকে যাক্, নিজের মাটির টান, আর নিজের মন ত সঙ্গে সঙ্গেই যায়। এই মাটিতেই মক্কা কাশী,—নিজের মনেই স্বর্গ নরক।”

ইতিমধ্যে ভৃত্য বসিবার আসন আনিয়া দিয়া সেলাম করিয়া—সরিয়া দাঁড়াইল, শিবদাস একটু হাসিয়া কহিলেন, “তা এ তীর্থ—মহত্ত্বে যতই বড় হউক, বিস্তৃতিতে বড় ছোট। এখানে পর্য্যটনের অবসর নাই,—দাঁড়িয়ে থাক্‌বারও প্রয়োজন নাই,—মার কোলে ছেলে ব’সে মাই খায়, শুয়ে ঘুমোয়।”

“আবার—দাঁড়িয়েও লাফালাফি কম করে না!”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “বসুন ভাইসাহেব, বসুন! এ বয়সে এখন দাঁড়িয়ে লাফালাফি ক’ল্লে বড় মানাবে না। আর মার কোলে এখন আমাদের ঘুমোবারই সময় হ’য়ে এল!”

“যা ব’ল্লেন ভাইঠাকুর! এখন ঘুমোতে পাল্লে মন্দ হ’ত না,—বড় হয়রাণ হ’য়ে প’ড়্‌ছি। অম্‌নি বোধ হয় ব’ল্‌ব, এখনই নয় মা, আর একটু খেলা ক’রে নিই।’—বসুন, ভাই-ঠাকুর বসুন!”

এই বলিয়া গোলামআলি সাহেব নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণও পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলেন।

"আমার বিবিয়া কোথায় ভাইঠাকুর? এ বাড়ীতে এলে তার মুখখানি না দেখ্‌লে সব খালি খালি লাগে। আপনার চাইতে এখন তার টানেই বেশী টেনে আনে। এ যদি তীর্থ হয়, তীর্থের দেবতা সে।"

"ওরে যদু! মায়াকে খবর দিগে যা।" এই বলিয়া শিবদাস গোলামআলির দিকে ফিরিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা মুসলমান হ'য়ে আজ একি কথা ভাইসাহেব? গুণাগারীর দায়ে যে জাহান্নামে যেতে হবে!"

"নয়, দেবতা টেনে বেহেস্তে তুলে নেবেন।"

"বেহেস্তে কি দেবতার স্থান আছে, ভাইসাহেব?"

"না যদি থাকে, বেহেস্ত বেহেস্তই নয়।"

"আহা, ভাইসাহেব! সবাই যদি এমন ভাব্‌ত,—তোমরা আর আমরা—সকলেই যদি কথাটা এমন ভাবে প্রাণে ধ'রে নিতে পাত্তাম, তবে তা না জানি সবার পক্ষে কত সুখেরই হ'ত!"

গোলামআলি কহিলেন,—"কেন তা ভাবে না, আমি তাই ভেবেই বাঁচি না, ভাই-ঠাকুর! খোদার স্বভাব যে একটু বুঝেছে,—সে যে কেন অন্তরকম ভাবে, তা সত্যই আমি বুঝে কুল পাই না। ভাই-ঠাকুর! আমার মনে কি হয় জানেন? এক খোদা সকল দুনিয়ার এক মালেক, কিন্তু তাঁর ভাবের অন্ত নাই। দেশে দেশে—দেশের রকম বুঝে—এক এক ভাবে তিনি ধরা দিয়েছেন। যে দেশে, যে জাতির মধ্যে, যেভাবে

যেটুকু তিনি আপনাকে প্রকাশ ক'রেছেন, সেই দেশে সেই জাতি, সেই ভাবে ততটুকুই তাঁকে দেখেছে,—তেমন ক'রেই তাঁকে পূজা করে। সবার ধর্ম্মই সত্য, সবার পূজাই সত্য, আমার খোদাও সত্য, আপনার দেবতাও সত্য। আমাদের পয়গম্বর তাঁকে এক খোদারূপে দেখেছেন,—আপনাদের ঋষিরা তাঁকে মেলাই দেবতারূপে দেখেছেন। তফাৎ এই যা, আর কিছু নয়। আপনারা সেই দেবতাদের মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজা করেন, আমরা খোদার কি খোদার ইঞ্জিলদের কোনও মূর্ত্তি গড়ি না। তাতেই বা ক্ষতি কি? তাই ভাইঠাকুর, কেন লোকে এই সব বাইরের তফাৎ নিয়ে এমন ঝগড়াঝাটি মারামারি করে, খোদার প্রাণে এমন ব্যথা দেয়! সব মানুষ খোদার গোলাম,—সকলের ধর্ম্মও খোদার ধর্ম্ম, খোদা যেমন যাকে দিয়েছেন, সে তেমনি পেয়েছে। তফাৎ যা, খোদার মর্জ্জির। তাই ভাবি ঠাকুর! কেন আমরা এ নিয়ে গোলমাল করি, কেন ভাই ভাইকে দ্বেষ করি?"

শিবদাস উত্তর করিলেন, "এও মহামায়ার মায়া! নইলে এমন হবে কেন? তাঁর যেদিন ইচ্ছা হবে, মায়ার মোহ দূর ক'রে দেবেন,—সেই দিনই সকলে, সত্য কি তা দেখ্‌তে পাবে। ততদিন লোকে অন্ধ হ'য়ে এমনই বিবাদ ক'র্‌বে।"

"এই যে ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে মায়া এসে এখানে উপস্থিত! এ মায়াতে আমার ত দেখ্‌ছি, সব গেল।"

একটি বালিকা একখানি রেকাবে কয়েকটি পানের খিলি

লইয়া আসিল। বালিকাটীর বয়স ১১।১২ বৎসর হইবে—সাক্ষাৎ দেবকন্যার ন্যায় সুন্দরী। বালিকা শিবদাসের নাতিনী,—নাম মায়া। পিতামহের সোদর তুল্য বন্ধু এই গোলামআলি সাহেব আদর করিয়া মায়াকে 'বিবিয়া' বলিয়া ডাকিতেন।

"এই যে ভাইসাহেব এসেছ? কতদিন তোমায় দেখিনি! এই বুঝি তুমি আমায় ভালবাস? সেই কবে এসেছিলে—আর এই আজ একটু দেখা দিলে, এই নেও পান খাও!"

এই বলিতে বলিতে মায়া হাসিমুখে পানের রেকাবটি হাতে লইয়া গোলামআলি সাহেবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোলামআলি সাহেব কহিলেন, "এই যে বিবিয়াজান! এস এস! ফুরসুৎ একটু হ'লেই ত তোমায় দেখ্‌তে ছুটে আসি দিদিসাহেব! এই—ত—হপ্তা আগেও এসেছিলুম।"

"হপ্তা আগে—সে ত সেই—সাত দিনের কথা! এর মধ্যে বুঝি তোমার আর ফুরসুত হয়নি? দিদি সাহেবানী বুঝি ছেড়ে দেয় না?"

গোলামআলি হাসিয়া কহিলেন, "তোমার বুড়ো দিদি সাহেবানীর সাধ্য কি যে তোমার এই কচি মুখখানির টান উল্টো টানে ফিরিয়ে নিতে পারে বিবিয়াজান!"

গোলামআলি রেকাব হইতে দুইটি পানের খিলি তুলিয়া মুখে দিলেন।

"দিদি সাহেবানী ভাল আছেন?"

"হাঁ, ভালই আছেন।"

"কতদিন তাঁকে দেখিনি!"

"আচ্ছা, কাল পাল্কী পাঠিয়ে দেব। বিবিয়াকে কাল একবার যেতে দেবেন ত ভাইঠাকুর!"

শিবদাস কহিলেন, "বিলক্ষণ! তার জন্য আর অনুমতির অপেক্ষা কি ভাইসাহেব! আপনার বিবিয়াকে যখন ইচ্ছা নিয়ে যাবেন। ও আমার যেমন, আপনারও ত তেম্‌নিই।"

"তা বটেই ত! তা বটেই ত! এমনি আপনার অনুগ্রহ বটে, ভাইঠাকুর!"

শিবদাস হাসিয়া কহিলেন, "অনুগ্রহটা আপনার ওদিকেই সব প'ড়েছে,—আমার দিক্ থেকে কেবল নিগ্রহ, অনুগ্রহ কিছু নাই।"

গোলামআলি উত্তর করিলেন, "ভাইঠাকুর, বামুনের অভ্যেসটা ছাড়্‌তে পারেননি? জাতের দোষ যাবে কোথায়? তা বিবিয়াজান! এসেছি যদি আমায় নজর দেও!"

মায়া হাসিয়া কহিল, "রোজ এত নজর কোথা পাব ভাইসাহেব?"

"নজর দেবেনা, তবে কিসের লোভে আস্‌ব বিবিয়া?"

শিবদাস কহিলেন, "পরশু যে নতুন শিবস্তোত্র শিখিয়েছি, সেইটে তোমার ভাইসাহেবকে শোনাও না দিদি?'

মায়া রেকাবটি রাখিয়া নয়ন মুদিয়া যুক্তকরে বড় সুন্দর সুললিত সুরে শিবের স্তোত্র আবৃত্তি করিল।•

গোলামআলি সাহেবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল,—কোমল গদ্গদ স্বরে তিনি কহিলেন,—"আহা! কি সুন্দর! খোদার নামে যে দেশের কবি যে ভাষায় যে বয়ান রচনা করেন, সবই কি সুন্দর! আর খোদার এই সব সরল ছোট ছোট কচি মেয়েগুলির মুখে কি সুন্দর তা শোনায়!"

মায়া হাসিয়া কহিল, "ভাই সাহেব, তুমি যে হিন্দু হ'য়ে, গেলে!"

গোলামআলি উত্তর করিলেন, "খোদার কাছে—ভক্তি যদি থাকে, প্রাণ যদি থাকে—খোদার গোলাম হিন্দু মুসলমান সব যে সমান বিবিয়া!"

"সমান! কই সমান ত হয় না ভাইসাহেব? তুমি একরকম আছ,—নইলে তোমাদের আমাদের সঙ্গে কত তফাৎ!"

"সে বাইরের তফাৎ—বাইরের তফাৎ সব বিবিয়া! যারা কেবল বারটাই চিনেছে,—তারাই এই তফাৎটা তফাতের মত ক'রে রেখেছে! যারা ভিতর একটু দেখেছে,—তারা এই তফাতের মধ্যেও এক হ'য়ে গেছে, বিবিয়াজান! তুমি কি আমায় তফাৎ কিছু দেখ?"

"না ভাইসাহেব, না!—আমার দাদা যেমন, তুমিও আমার তেমনি দাদা, ভাইসাহেব।"

এমন সময় একজন পাইক আসিয়া সংবাদ জানাইল, নবাবসাহেবের নিকট হইতে কি জরুর তলব আসিয়াছে।

গোলামআলি উঠিয়া কহিলেন, "তবে আসি আজ—বিবিয়াজান! রাগ করিস্—এই ত দেখ্, ফুরসুত আমাদের কত কম! কাজকর্ম্ম সব সেরে বেরোলাম,—ভাব্লাম দুদণ্ড আমার বিবিয়ার সঙ্গে গল্প গাছা ক'র্ব। তা আবার কি তলব এসে হাজির! তবে আসি এখন, ভাইঠাকুর!"

এই বলিয়া গোলামআলি সাহেব বিদায় হইলেন।

২

দাউদ খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। দিল্লীর তক্তে মোগল-কুলতিলক আকবর সাহ আসীন। পাঠান সুলতান আমল হইতে প্রাচীন এক জায়গীরদার বংশ নিম্নবঙ্গে বৃহৎ এক জায়গীর ভোগ করিতেন। জায়গীরদার এখন বৃদ্ধ গোলামআলি সাহেব। আলিবাগে সুরক্ষিত এক বৃহৎ প্রাসাদে জায়গীরদারগণ বাস করিতেন।

আকবরসাহ হিন্দু প্রজা এবং অধীনস্থ হিন্দুরাজগণের সঙ্গে ব্যবহার-সম্পর্কে উদার রাজনীতির প্রবর্ত্তক বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহার পুর্ব্ব হইতেই সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে দূর প্রদেশসমূহে যে সব মুসলমান ভূস্বামী বাস করিতেন, তাঁহারা অনেকেই প্রতিবেশী ও প্রজা হিন্দুদের সঙ্গে সরল সহৃদয় ও উদারভাবেই ব্যবহার করিতেন। হিন্দুরাও সহৃদয় ভাবেই এই সৌজন্যের প্রতিদান করিতেন। ইহাই স্বাভাবিক। হিন্দুই হউন, মুসলমানই হউন, মানুষ—মানুষ। মানুষের

মনুষ্যত্বে যে একটা সার্ব্বজনীন ঐক্য আছে, তাহা মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মগত ও সমাজগত সকল বৈষম্যের উপরে প্রভুত্ব করিবে,—যদি জাতিগত কোনও বিশেষ স্বার্থ আসিয়া তাহাতে বাধা না দেয়। দূর দূর প্রদেশগুলিতে মুসলমানের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। মুসলমান ভূস্বামী ও অন্যান্য অধিবাসিগণ এমন বড় একটা স্বজাতীয় সমাজ সেখানে পাইতেন না, যাহাতে সামাজিক সকল প্রয়োজন, সকল অভাব নিজেদের মধ্যেই পরস্পরের সাহচর্য্যেই পূর্ণ হইতে পারে। বহু পরিমাণে তাঁহারা প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং মুসলমানের মুসলমানত্বের উপরে সকলেরই যে বড় একটা সাধারণ মনুষ্যত্ব আছে, তাহার পরিচয়ে, তাহার সূত্রে, পরস্পরের সঙ্গে একটা নিকট-সম্বন্ধ অনুভব করিয়া, তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সুখের ও সৌহার্দ্দের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছিল। অবশ্য সর্ব্বত্রই যে সম্বন্ধ এইরূপ ছিল, তা নয়। ধর্ম্ম-সম্পর্কিত সঙ্কীর্ণতা হইতে সকল মানুষের মন একেবারে মুক্ত হয় না। তখনও ছিল না, এখনও—এই উদারতার গৌরবের যুগেও—নাই। হিন্দু মুসলমানে পরস্পর বিদ্বেষের দৃষ্টান্তও অনেক ছিল, কিন্তু যেখানে বহুদিন হিন্দু মুসলমান একত্র বসতি করিয়াছেন, সেখানে একদেশবাসীর স্বাভাবিক সহৃদয় উদার সম্বন্ধেরই দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যাইত। কোনও কোনও মুসলমান রাজা ভূস্বামী এ বিষয়ে যে মহত্ত্ব

দেখাইতেন, তাহা সকল দেশের সকল জাতীয় মানবের পক্ষেই আদর্শস্থল হইতে পারে। আমাদের জায়গীরদার গোলাম-আলি সাহেবও এই শ্রেণীর মধ্যে একজন। বস্তুতঃ, সরল সহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ গোলাম আলি সাহেবের মনুষ্যত্বের অনুভূতি, ঈশ্বরপ্রেমিকের সার্ব্বজনীন বুদ্ধি, এত উন্নত-স্তরে উঠিয়াছিল যে, লৌকিক আচারে যতই পার্থক্য থাকুক্, অন্তরে তিনি হিন্দু মুসলমানে, হিন্দুর ও মুসলমানের ভগবদ্‌ভক্তিতে, কোনও পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন না। প্রথম বয়স হইতেই শিবদাসের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সখ্য ছিল। শিবদাস ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত এবং যারপর নাই উদার-স্বভাব। ধর্ম্মপ্রাণ গোলাম আলি সাহেবের মহানুভবতার আকর্ষণে ম্লেচ্ছ ও বিধর্ম্মী বলিয়া কোনও ঘৃণার ভাব তিনি গোলাম আলির প্রতি পোষণ করিতে পারিতেন না। উভয়ের বাল্যসখ্য ক্রমে পরিণত বয়সের গভীর শ্রদ্ধাজাত বন্ধুত্বে পরিণত হইল। লৌকিক আচারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশী কোনও পার্থক্যের ভাব শিবদাস, গোলাম আলির কাছে রাখিতে পারিতেন না। সমস্ত প্রাণ তাঁর সকল বাধা ভাঙ্গিয়া গোলাম আলির সঙ্গে সমান হইয়া মিশিতে চাহিত,—তবে সমাজে থাকিতে হইলে লৌকিক আচার ধর্ম্ম পালিতে হয়, তাই সমাজদ্রোহের সীমান্তের কেবল বাহিররেখা পর্য্যন্ত তাহা মানিয়া চলিতেন।

সরল সহৃদয় গোলাম আলি সাহেব হিন্দু মুসলমান সকল প্রজার গৃহেই নিজে গিয়া সংবাদ নিতেন,—সুখে দুঃখে সহানু-

ভূতি দেখাইতেন। শিবদাসও তাঁহার প্রজা, কিন্তু এখানে যে তিনি রক্ষক ও পালকের অনুগ্রহের ভাব লইয়া আসিতেন, তা নয়। বন্ধুর ন্যায়, ভ্রাতার ন্যায়, আসিতেন,—আসিয়া আপনার ঘরের মত বসিতেন,—কথাবার্ত্তা কহিতেন।

শিবদাস যেমন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শন সাহিত্যাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, গোলাম আলি সাহেবও তেমনই মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত ছিলেন। উভয়ে উভয়ের নিকট অনেক শিখিয়াছিলেন। উভয়েই যে উভয়ের ধর্ম্মের প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন, তার কারণও অনেক পরিমাণে পরস্পরের শিক্ষায় ও সাহচর্য্যে পরস্পরের ধর্ম্মসম্বন্ধে এতটা জ্ঞান।

৩

মায়া শিবদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের একমাত্র কন্যা। শৈশবেই মায়ার পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়। শিবদাসের আরও দুইটি পুত্র ছিলেন,—তাঁহাদেরও সন্তান সন্ততি গৃহে আছে। কিন্তু শিবদাস যে পিতৃমাতৃহীনা মায়াকে সকলের বেশী স্নেহ করিতেন, একথা না বলিলেও চলে। মায়া অধিকাংশ সময় পিতামহের কাছেই থাকিত,—তাঁর কাছে পড়িত, স্তব শিখিত, স্তব আওড়াইত। শিবদাসের অন্যান্য নাতি নাতিনীদের অপেক্ষা গোলাম আলি সাহেব মায়াকেই বেশী দেখিতে পাইতেন, তাই স্নেহও তাঁর মায়াতেই বেশী অর্পিত হইয়াছিল। সুধু

তাই নয়, মায়ার মধুর রূপে, কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধ মাধুরীতে, স্নিগ্ধো-জ্জ্বল নয়নদুটির সরল মধুময় হাসিতে, এমন একটা ভাব প্রকাশ পাইত, কেমন একটা অমৃতময় যেন পূত দেবত্বের আভাস তাহাতে প্রকাশিত হইত,—যাহাতে মায়ার দিকে অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটা সশ্রদ্ধ স্নেহের টান তাঁহার আসিত। তাঁহার কেমন মনে হইত, মায়া যেন কোনও দেব-বালা,—যেন কোন জন্মের তাঁহার বড় আপন কেহ সে ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার নিজের সন্তানসন্ততিদের অপেক্ষাও মায়াকে তিনি বেশী ভাল বাসিতেন, বেশী স্নেহ করিতেন।

মায়ার বিবাহ হইল,—কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই সে বিধবা হইল। দেবতা যেন মায়াকে সংসার-ধর্ম্মের জন্য সৃষ্ট করেন নাই, আপনার সেবার জন্যই নারীদেহ দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন,—এই অনাঘ্রাত দিব্য-কুসুমটিকে তাই তিনি সংসার-দ্বারে প্রবেশ করিতেই সংসারের সকল আবিলতা হইতে পৃথক করিয়া রাখিলেন।

গোলাম আলি সাহেব একদিন শিবদাসের সঙ্গে দেখা করিলেন। একটুকাল নীরবে থাকিয়া অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া গোলাম আলি কহিলেন, "আমার বিবিয়ার এখন কি ক'র্‌বেন, ভাইঠাকুর ?"

"কি আর ক'র্‌ব, ভাইসাহেব! জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল,—নইলে সাক্ষাৎ দেবকন্যা আমার মায়া, এই বয়সেই কেন তাকে সংসারধর্ম্মে বঞ্চিত হ'তে হ'ল ?"

গোলাম আলি উত্তর করিলেন, "সংসারধর্ম্মে বঞ্চিত হ'ল ব'লে, সংসারে থেকে বৃথা জীবন কেন সে বহন ক'র্‌বে?"

"একেবারে বৃথা জীবন কেন বহন ক'র্‌বে ভাই-সাহেব! স্বামী নাই—স্বামীর সংসার আছে, শ্বশুরশাশুড়ী আছেন, দেবর ভাসুর আছেন,—তাঁদেরই সেবায় জীবন কাটাবে।"

"সে সেবা যদি তাঁরা শ্রদ্ধায় গ্রহণ না করেন? আর ক'ল্লেই বা কি? এ ছোট সংসারের ছোট সেবার জন্য খোদা তাকে পাঠান নি। যদি পাঠাতেন, স্বামী দিয়েই আবার কেড়ে নিতেন না। না—না—ভাইঠাকুর! তা হবে না—এ ছোট সংসারের উপরে অনেক বড় আর একটা সংসার আছে,—সেই বড় সংসারের বড় সেবার জন্য এই দেবকন্যা এ পৃথিবীতে এসেছে। খোদা সেই পথই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন,—আসুন, সেই বড় সংসারই আমরা তাকে গ'ড়ে দিই, তার সেবাতে আমার বিবিয়ার এ জীবন সার্থক হ'ক্!"

"কি সে সংসার ভাইসাহেব?"

"এটা বুঝ্‌তে পাল্লেন না ভাইঠাকুর! কি ছাই শাস্ত্র তবে প'ড়েছেন? পাণ্ডিত্য হ'য়েছে, দৃষ্টি কি তায় কিছু মুক্ত হয় নি?"

শিবদাস উত্তর করিলেন, "আমার চেয়ে তবে আপনার দৃষ্টিই—অনেক বেশী মুক্ত হ'য়েছে ভাইসাহেব। আপনিই আমার অন্ধদৃষ্টি মুক্ত ক'রে দিন।"

গোলাম আলি কহিলেন, "যেদিন এই বজ্রাঘাত হ'ল—

সেদিন প্রথমে একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়ি। তারপর মনে হ'ল,—খোদা ত মঙ্গলময়—কেন তবে এমন ক'ল্লেন ? কতদিন ব'সে ভাব্‌লাম,—ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে হ'ল, বিবিয়াকে খোদা ছোট এ সংসারের ছোট ধর্ম্ম, ছোট সেবার জন্ম পাঠান নি। বড় সংসারের বড় ধর্ম্ম, বড় সেবার জন্ম—তাঁর নিজের সংসারে নিজের সেবার জন্মই—খোদা তার সাম্‌নে ছোট এ সংসারের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।—"

শিবদাস ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেবসেবা—লোকসেবা—দেবতার বড় সংসার! আহা, ভাইসাহেব,—মান্না যদি তাতে আত্মদান ক'ত্তে পারে—এ বৈধব্যেও আমি দুঃখিত হব না, বরং দেবতার প্রসাদ ব'লে মাথায় তুলে নেব!"

গোলাম আলি কহিলেন, "শুনুন ভাইসাহেব, একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করুন—সেখানে বিবিয়া, দেবতার আরাধনা ক'র্‌বে, আর দীন-দুঃখীর সেবা ক'র্‌বে। দেবতার আরাধনা ক'ত্তে হয়, নিজের জন্য,—দেবতার সেবা যা, দেবতার তুষ্টি যাতে, তা দীন-দুঃখীর সেবা। দীনদুঃখীর মুখেই দেবতার খানা, দীনদুঃখীর পরণেই দেবতার পরণা, দীনদুঃখীর তক্‌লিপ দূর হ'লেই দেবতার সুখ। পৃথিবীর দীনদুঃখী নিয়ে দেবতার যে এই সংসার—সেই সংসারের মা ক'রে বিবিয়াকে আমরা দিই। আপনি একটি দেবমন্দিরে সেই সংসার তাকে সাজিয়ে দিন,—আমি একটা তালুক তাকে লিখে দেব।—আর জ্ঞান ছাড়া সেবা ভাল হয় না,—সেবার পথ ঠিক ধরা যায় না।

যতদিন তলব না হয়, আপনি বিবিয়াকে শাস্ত্র পড়ান। একবার প্রবেশ ক'ত্তে পাল্লে, শেষে আপনিই সে কত শিখ্‌বে।"

"ধন্য ভাইসাহেব—ধন্য আপনার দৃষ্টি! ধন্য আপনার দয়া!"

এই বলিয়া শিবদাস উঠিয়া আবেগভরে গোলাম আলিকে আলিঙ্গন করিলেন। গোলাম আলিও সাশ্রুনয়নে শিবদাসকে আপনার বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। উভয়ের পুণ্য অশ্রু একত্র মিলিল,—গঙ্গা যমুনার মিলনে দীন ব্রাহ্মণের গৃহে যেন পুণ্য প্রয়াগতীর্থের পুণ্যালোক ফুটিয়া উঠিল!

বলা বাহুল্য, অচিরেই মায়ার জন্য নদীতীরে বিস্তৃত উদ্যান ও প্রাঙ্গণ-বেষ্টিত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। মায়া সেখানে 'দেবী মা' হইয়া দীনদুঃখীর সেবায় জীবন সমর্পণ করিল। গোলাম আলির প্রদত্ত সম্পত্তিতে সেবাব্রতে মায়ার অর্থের অভাব কখনও হইত না। শিবদাস অনেক সময় দেবালয়ে মায়ার কাছেই কাটাইতেন। গোলাম আলিও বিষয়কর্ম্মের অবসরে এখানেই আসিয়া শিবদাস ও মায়ার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

৪

কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শিবদাস মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যুকালে শিবদাস গোলাম আলি সাহেবকে ডাকিয়া, তাঁহারই হাতে মায়াকে সঁপিয়া, মায়ার পরিরক্ষণের ভার দিলেন।

গোলাম আলি কহিলেন, "কেন ভাব্‌ছেন ভাইঠাকুর? মায়ার মায়া ছেড়ে, এখন আপনার ইষ্টদেবতার চরণ স্মরণ করুন। মায়া এখন দেবী, আমি তাকে রক্ষা ক'র্‌ব কি?—সেই আমার মত দশটা গোলামকে রক্ষা ক'ত্তে পারে।"

শিবদাস কৃতজ্ঞ-নয়নে গোলাম আলির দিকে চাহিয়া মায়ার দিকে চাহিলেন। নয়ন মুদিয়া, আসিল,—মুদিত নয়ন হইতে দুইটি অশ্রুধারা বহিল। এ অশ্রু—মায়ার বন্ধন যে ছিন্ন হইতেছে—সে বেদনার নয়,—মায়ামুক্তির আনন্দের।

দেখিতে দেখিতে মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পুত্র ও জ্ঞাতিগণ শিবদাসের মুমূর্ষু-দেহ চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণের কোণে বেলতলায় গোময়লিপ্ত ভূমিতে কুশাস্তরণের উপরে রাখিলেন। শেষ-দৃষ্টি গোলাম আলির মুখের দিকে পড়িল। গোলাম আলি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "যাও, ভাইঠাকুর! ভুলে থেকো না,—সাথীকেও শীঘ্র ডেকে নিও!"

পিতৃপিতামহগণ যে পুণ্যভূমিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—শিবদাসও সেই ভূমিতে নশ্বর এই দেহ ফেলিয়া দেবলোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

"দাদা! দাদা!—ভাইসাহেব, দাদা চ'লে গেলেন—তুমিই এখন আমার এক দাদা!"

মায়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে গোলাম আলির দিকে চাহিল।

গোলাম আলি কহিলেন, "দিদি! দিদি! বিবিয়া আমার! আমি যতটুকু দাদা, তুই এখন তার অনেক বড় দিদি আমার!

যখন যাব, এমনি যেন কাছে—তোর মুখখানি দেখ্‌তে পাই !”

৫

“কি ক’ল্লে ভাইসাহেব ! কি সর্ব্বনাশ ক’ল্লে ! এখন কি হবে ? কোন্ বলে এর ফল সাম্‌লাবে ? নবাব যে তোমার জায়গীরে কিছু আর রাখ্‌বেন না ? এ রক্ত মুছে ফেল্‌তে সর্ব্বস্ব যে তোমার দিতে হবে ! কি হবে ভাইসাহেব ! কি হবে ! কে আমি যে আমার জন্য আজ এই সর্ব্বনাশ ক’ল্লে ? হাজার ফণার কালকূট সাপের গায় পা দিলে ? কি হ’ত আমার ? মার হাতে খাঁড়া ছিল,—আমার ধর্ম্ম মা আপনি রাখ্‌তেন ! কেন আজ তার জন্যে এ সর্ব্বনাশ ক’ল্লে ভাইসাহেব ?”

মন্দির-প্রাঙ্গণে মায়া দারুণ ভীতি ও বিষাদের উত্তেজনায় আকুলকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিল। সম্মুখে সাক্ষাৎ অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত নয়ন ও বদনে বৃদ্ধ গোলাম আলি দণ্ডায়মান, হস্তে শোণিতরঞ্জিত কৃপাণ,—উভয়ের পদপ্রান্তে একটি ছিন্নশির সুবেশ সুন্দর যুবকের দেহ পতিত।

গোলাম আলি কহিলেন, “বিবিয়া ! তুই আজ এমন কথা বল্‌ছিস্ ! তোর বুড়ো ভাইসাহেবের কোন্‌টা তুই বড় দেখ্‌লি ? তার ইমান না তার দৌলৎ ! তোর কথা ছেড়েদে,—তোকে তুই কেন এর মধ্যে টেনে আন্‌ছিস্ বিবিয়া ? তুই তোর মার কোলে আছিস্,—জিয়ে মেরে তোর

মা তোকে তাঁর কোলে তোকে রক্ষা ক'র্ত্তেন। আমি তোর দিকে চাইনি—তোর কথা ভাবিনি—যা ক'রেছি, আমার ইমানের দিকে চেয়ে ক'রেছি,—বেশ ক'রেছি! বিবিয়া—বল্‌ত বিবিয়া!—একবার তোর এই বুড়ো ভাইসাহেবের দিকে চেয়ে ব'ল্‌ত বিবিয়া!—আজ এ জায়গীর কোন ছার—হিন্দুস্থানে বাদসাহী একদিকে ধর্, আর ইমান একদিকে ধর্—বল্‌ত, তোর ভাইসাহেব কোন্‌টা রাখ্‌লে—তুই তাকে তোর ভাইসাহেব ব'লে মুখ তুলে ডাক্‌তে পার্ত্তস্?—বিবিয়া, আজ যা ক'ল্লাম,—আমার ইমান রাখ্‌তে এ ছাড়া আর পথ ছিল না। আমার সর্ব্বস্ব যদি তায় যায়, যাক্!—আর যে যা বলে বলুক্—তুই একবার বল্, 'হাঁ ভাইসাহেব! তুমি বেশ ক'রেছ—ইমান রেখেছ!—তুনিয়ার মালেকানি তুপায়ে দ'লে ইমান রাখ্‌তে হয়!"

গোলাম আলির রুধির-রঞ্জিত কৃপাণধৃত হাতখানি তুই হাতে ধরিয়া, অশ্রুসিক্ত মুখখানি তাঁর মুখের দিকে তুলিয়া, মায়া কহিল, "ভাইসাহেব! ভাইসাহেব! আমায় মাপ কর! তোমায় ব্যথা দিইছি—আমায় মাপ কর। হাঁ, ভাইসাহেব, তোমার ইমানের বড় আর তোমার কি আছে? তোমার ইমান তুমি রেখেছ। ওই দেখ ভাইসাহেব—ওই মা দাঁড়িয়ে!—মা সাক্ষী—তোমার সেই ইমান তুমি রেখেছ,—ইমান রাখ্‌তে আজ এই বিপদ তুমি নিজের মাথায় ডেকে এনেছ,—মা তোমায় রক্ষা ক'র্‌বেন!"

গোলাম আলির হাতের কৃপাণ খসিয়া পড়িল। রক্তমাখা সেই হাত, স্নেহে মায়ার মাথায় রাখিয়া অশ্রুগদ্গদ স্বরে তিনি কহিলেন, "আমার ইমান রেখে তোর মা আজ আমার সব রেখেছেন বিবিয়া! এর উপর আর তাঁর কোনও দয়ার আকাঙ্ক্ষা আমি করি না। যা—যা—বিবিয়া! তোর মার পায়ের তলে লুটিয়ে প্রণাম কর্‌গে যা!"

এই বলিয়া ঊর্দ্ধকরে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া গোলাম আলি কহিলেন, "আলি! আলি! তোমার গোলাম আজ তোমার হুকুম তামিল ক'রেছে! বেইমানের শাস্তি দিয়েছে! এখন তোমার মর্জ্জি!"

যে যুবকের ছিন্নশির মৃতদেহ মন্দির-প্রাঙ্গণে পতিত ছিল, সে হতভাগ্য, নবাব দাউদখাঁর অন্যতম পুত্র ইয়াকুবখাঁ। ইয়াকুব খাঁর উপরে এ অঞ্চলের ফৌজদারীর ভার ছিল। সরকারী কার্য্যের কোন প্রয়োজনে ইয়াকুব সম্প্রতি জায়গীরদারের গৃহে আসিয়াছিলেন। নবাব জায়গীরদারের প্রভু। প্রভুপুত্রের শুভাগমন হইয়াছে, গোলাম আলি নানা উৎসবে তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। একদিন নবাবজাদা কতিপয় প্রমোদসহচর-সহ নৌ-বিহারে বাহির হইলেন। মন্দিরের নিকট দিয়া তাঁহার নৌকা যখন যায়, মায়া তখন বৈকালিক স্নানের জন্য ঘাটে গিয়াছিল।

শুভ্র-বসনা আলুলায়িত-কুন্তলা ব্রহ্মচারিণীর দিব্যোজ্জ্বল রূপভাতি নবাবজাদার চক্ষে পড়িল। নবাবজাদা মুগ্ধ হইলেন,—

অনুসন্ধানে তিনি মায়ার জীবনকাহিনী সকল শুনিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার লালসার নিবৃত্তি হইল না। সহচরেরাও বুঝাইল, হিন্দুর নিয়মে এই বালবিধবা পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া, এ হেন কঠোর নিস্ফল জীবনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। ইহাকে এই শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া নবাবজাদা যদি বিবাহ করেন, তবে তাহাতে ন্যায় ভিন্ন অন্যায় কিছু করা হইবে না। নবাবজাদার লালসাকলুষিত-চিত্তে সহচরদের কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। গোলাম আলি যে ইহাতে বাধা দিবেন, তাহা নবাবজাদা বুঝিয়াছিলেন। তিনি পরামর্শ স্থির করিলেন, যাইবার সময় গোলাম আলির অজ্ঞাতে গোপনে রাত্রিযোগে মায়াকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন। তাড়াতাড়ি সরকারী যে কাজ ছিল, তাহা তিনি সারিয়া ফেলিলেন।

বন্দোবস্ত সব ঠিক হইল, নবাবজাদা সন্ধ্যায় নৌকাবিহারে বাহির হইলেন। সেই নৌকাতে সেই রাত্রেই তিনি মায়াকে লইয়া যাইবেন, এইরূপ স্থির ছিল। নবাবজাদার কোনও ধর্ম্ম-ভীরু বৃদ্ধ অনুচর গোলাম আলিকে এই সংবাদ দিল। গোলাম আলি তখনই কতিপয় সশস্ত্র অনুচর সহ মন্দিরের দিকে গেলেন।

মন্দিরে সানুচর নবাবজাদার সঙ্গে গোলাম আলির সাক্ষাৎ হইল। গোলাম আলির নিষেধ উপরোধ সকলই অবজ্ঞা করিয়া উদ্ধত নবাবজাদা তাঁহার সম্মুখেই বলপ্রয়োগে

মায়াকে গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। গোলাম আলি আর সহিতে পারিলেন না,—দারুণ রোষের তাড়নায় কৃপাণ উন্মুক্ত করিয়া তিনি নবাবজাদার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন! গোলাম আলির অনুচরগণ নবাবজাদার অনুচরদিগকে আক্রমণ করিয়া মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া লইয়া গেল।

৬

নবাব-সরকারে এ সংবাদ পৌঁছিল। এই সময়ে আকবর-সাহ বঙ্গবিজয়ের জন্য রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করেন। অনুচরগণ আসিয়া জানাইল, গোলাম আলি নবাবের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, নবাবজাদা তাই ধরিয়া ফেলায়, গোলাম আলি তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার অনুচরদের জায়গীরের এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। গোলাম আলিও পত্রে নবাবকে সকল সংবাদ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনও কথা নবাব বিশ্বাস করিলেন না। বৃহৎ এক দল সেনা তিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধের জন্য জায়গীরদারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

গোলাম আলি প্রথম হইতেই জানিতেন, নবাব তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন না! অনুচরেরা অন্যরূপ গিয়া বুঝাইবে। আর বিশ্বাস করিলেই বা কি? তাহাতেও যে নবাব পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ নিতে ছাড়িবেন, এত বড় মহত্ত্ব দাউদখাঁর আছে বলিয়া গোলাম আলি মনে করিতে পারিলেন না।

প্রথম দিন হইতেই তিনি চিন্তা করিলেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ-গণের এই জায়গীর ও তাঁহাদের স্মৃতিমণ্ডিত এই পুণ্য বাস্তু তিনি রক্ষা করিতে পারেন কি না। কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পাইলেন না। পাইক বরকন্দাজ সিপাহী লইয়া তাঁহার যে সৈন্যবল ছিল, নবাবের ফৌজের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। আহ্বান করিলে জায়গীরের প্রজাগণ—হিন্দু মুসলমান সকলেই—তাঁহাকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু অশিক্ষিত অস্ত্রবিহীন প্রজাগণ তাহাতে পশুর মত নিহতই হইবে, সুফল কিছুই হইবে না। গোলাম আলি স্থির করিলেন, পুত্রদের সঙ্গে পরিবারবর্গকে তিনি মানসিংহের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিবেন। নিজে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মায়াকে সঙ্গে লইয়া দূরে কোনও তীর্থস্থানে চলিয়া যাইবেন।

গোলাম আলি অবিলম্বে এইরূপ আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

মায়া শুনিয়া বড় ক্ষুব্ধ হইল, কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া কি ভাবিল। তারপর মুখ তুলিয়া কহিল, "ভাই সাহেব! ছি, ছি! শেষে কি এই স্থির ক'ল্লে? তোমার পিতা পিতামহের ঘরবাড়ী, তুমি না তীর্থ ব'লে ব'ল্তে? আজ সেই তীর্থ, শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে যাবে? আর আমার এ মায়ের মন্দির—জীবনের এক মহাতীর্থ—কোন্ প্রাণে আজ তা, শত্রুর পদাঘাতে ভাঙবে জেনেও, ফেলে চ'লে যাব! না

না, ভাই সাহেব! তা ত পার্‌ব না! প্রাণ থাক্‌তে তা পার্‌ব না! মার পায়ের তলে প্রাণ বলি দেব, মার মন্দির বুকের রক্তে ভাসাব, তবু মাকে ফেলে পালিয়ে যাব না!”

“দিদি! মা কি তোর কেবল এই মন্দিরটুকুতেই আছেন!—ছুনিয়া ভ'রে মা রয়েছেন,—যেখানে যা'বি, যেখানে চাবি—তোর মাকে দেখ্‌তে পাবি! যেখানে মার সেবা ক'র্‌বি, তাই তোর তীর্থ হবে। আর আমার সেই রক্তের তীর্থ——কি ক'র্‌ব দিদি! খোদার মর্জ্জি—তার মাটিতে স্থান হ'ল না! যেখানে তিনি এ হাড় কখানা ফেলে রেখে খুসী হন, সেখানেই সেগুলো থাক্‌বে। ক্ষতি কি? তিনি ত[illegible]তার গোলামকে ত্যাগ ক'র্‌বেন না?”

মায়া কহিল, “না—না—না—ভাই-সাহেব! ও কথা ব'লো না, খোদার মর্জ্জি এ নয়, শয়তানের মর্জ্জি! খোদার গোলাম হ'য়ে শয়তানের মর্জ্জিতে তুমি তোমার তীর্থ ছেড়ে পালিয়ে যাবে? আর আমার মাও পৃথিবী ভ'রেই আছেন,—যেখানে যাব, মাকে দেখ্‌ব—তা সত্য। কিন্তু মা যে আমায় প্রথমে এখানেই দেখা দিয়েছেন! এই মন্দিরেই প্রথমে যে মার সেবায় ধন্য হ'য়েছি। এ যে আমার জীবনের প্রথম মহাতীর্থ! মা যদি নিজে ডেকে নিতেন,—যেথায় নিতেন, যেতাম। কিন্তু মা ত তা নিচ্ছেন না? কই, মার সে ডাকের একটু সাড়াও ত প্রাণে পাচ্চি না? কেন, কার ভয়ে তবে মাকে ফেলে—মার এই মহাতীর্থ ফেলে পালাব? না

ভাই-সাহেব, তা পার্‌ব না! ভাই-সাহেব, তুমি না বীর? কত না লড়াই ক'রেছ তুমি? আজ তবে তোমার এ দীনতা কেন? পরের জন্য এত লড়াই যদি ক'রেছ, নিজের পিতৃভূমি রাখ্‌তে আর একবার লড়াই কর্‌বে না?"

"কি নিয়ে লড়াই ক'র্‌ব বিবিয়া? আমার ফৌজ আর কত বড়? নবাবের ফৌজ যে এক দাপটেই তাদের দ'লে ম'লে পিষে ফেল্‌তে পারে! এক আমি নিজে ল'ড়ে মত্তে পারি,—কিন্তু তোর কি হবে বিবিয়া? তোকে ফেলে যে তাও আমি পাচ্ছি না বিবিয়া? আর পারিও যদি, তাতেও ত আমার এ তীর্থ রক্ষা পাবে না বিবিয়া?"

মায়া উত্তর করিল, "আমার জন্য ভাব্‌ছ ভাই-সাহেব? ভাই-সাহেব! ঐ দেখ, তবে আমারমা! আমার মা, জগদ্ধাত্রী, জীবের জননী,—আবার সেই মা আমার খড়্গধরা রণরঙ্গিণী দানবদলনী! ভাইসাহেব, এই হাতে মার মেয়ে আমি মার স্নেহ নিয়ে জীবের সেবা ক'র্‌ছি,—আবার এই হাতেই মার মেয়ে আমি মার খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গণে নেচে নেচে অসুর নাশ্‌তে পারি! চল ভাইসাহেব! আমার জন্যে ভেবো না, ভয় পেও না,—চল, খাঁড়া হাতে ক'রে তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধে যাব—দানব দলন ক'র্‌ব—তোমার তীর্থ আমার তীর্থ সব রক্ষা ক'র্‌ব—চল।"

মায়ার উত্তেজনায় গোলাম আলির অবসন্ন হৃদয়ও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। আবার গোলাম আলির স্নিগ্ধ

অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি তাঁহার স্বাভাবিক বীরগৌরবদীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল! তিনি সেই দীপ্ত নয়নে মায়ার দিকে চাহিলেন।

মায়া কহিল, "ভাইসাহেব! তোমার ফৌজ নাই, তাই ভাব্‌ছ? তোমার জায়গীরে লক্ষাধিক পুরুষ বাস করে,—তাদের কে না তোমার পায়ে কেনা গোলাম হ'য়ে আছে? কত শত জন আজ তোমার দয়ায় আমাকেও মা ব'লে জানে। তুমি যদি ডাক—আমি যদি ডাকি,—আজ লক্ষ না হ'ক অর্দ্ধলক্ষ লোকও প্রাণ দিয়ে তোমায় রক্ষা ক'ত্তে ছুটে আস্‌বে। নবাবের কত ফৌজ আছে? এ বন্যার [illegible] যে, সব তারা ভেসে যাবে! ভাইসাহেব! ভেবো না—দ্বিধা ক'রোনা—তোমার এ রামরাজ্য রক্ষা ক'ত্তে তোমার প্রজায় ডাক—সবাই তোমায় ঘিরে দাঁড়াক্,—নবাব কেন, স্বয়ং বাদসাহও তোমার শির নোয়াতে পার্‌বেন না।"

গোলাম আলি একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, "জানি বিবিয়া জানি,—আমি যদি ডাকি, তুই যদি ডাকিস্—জায়গীরের সব প্রজা ছুটে আস্‌বে। কিন্তু দিদি, কেবল মানুষের সংখ্যা দিয়ে যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধের শিক্ষা চাই, অস্ত্র চাই। এ সব ত এদের নাই বিবিয়া? এরা আস্‌বে, কিন্তু এসে সবাই কেবল পশুর মত মর্‌বে। আমার তীর্থ আমার প্রিয়, কিন্তু তার জন্য এত লোকের প্রাণ বলি দিতে আমার কি অধিকার আছে বিবিয়া?"

মায়া কহিল, "তোমার না থাক্ ভাইসাহেব, তাদের আছে! তোমাদের এই জায়গীরদার-বংশ চিরদিন তাদের সুখে রেখেছে, ভবিষ্যতেও রাখ্‌বে। নবাব দূরে আছেন, বাদশাহ আরও দূরে। তোমরাই তাদের রাজা। রাজা থাক্‌লেই প্রজা থাকে, তাই প্রাণ দিয়ে রাজাকে রক্ষা করা প্রজার ধর্ম্ম। মনে ক'রো না ভাইসাহেব,—তুমি গোলাম আলি সাহেব—তোমার জন্য প্রাণ দিতে তাদের ডাক্‌ছ। যে রাজশাসনে তারা বংশ-পরম্পরায় সুখে আছে, বংশপরম্পরায় সুখে থাক্‌বে,—সেই রাজশাসনের প্রতিভূ আজ তুমি। তাই তোমার সঙ্গে তোমার শাসনপাট রক্ষার প্রাণ দেওয়া তাদের ধর্ম্ম,—হাস্‌তে হাস্‌তে তারা প্রাণ দেবে! তোমার জন্য নয়, আপনাদেরই জন্য তারা প্রাণ দিয়ে তোমার জায়গীর রক্ষা করিবে!"

"ঠিক, ঠিক বিবিয়া! যা বল্লি, তা সব ঠিক!"

"তবে! তবে কেন তুমি এত বেশী আপনার কথা ভেবে, তোমার প্রজাদের ধর্ম্মপালনে—স্বার্থরক্ষায়—বাদী হ'চ্চ? তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌তে চাচ্চ? তোমার ইমান রাখ্‌তে তুমি সর্ব্বস্ব পণ ক'ত্তে পার—মনুষ্যত্বের অধিকার তুমি চাও,—তবে কেন—কেন তোমার দীন প্রজাদের ইমান্ রাখ্‌তে দেবে না? কোন্ অধিকার-বলে তাদের আজ মনুষ্যত্বের এ অধিকারে তুমি বঞ্চিত রাখ্‌বে?"

গোলাম আলি আর পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত আবেগ-

ভরে বলিয়া উঠিলেন,—"দিদি, দিদি! বিবিয়া বিবিয়া আমার! আজ তুই কি ভুল আমার ভেঙ্গে দিলি? কি অন্ধের দৃষ্টি আজ আমার খুলে দিলি! সেই দিন—সেই ভাইঠাকুর যেদিন দেহত্যাগ করেন—ব'লেছিলুম, আমি তোকে রক্ষা ক'র্‌ব কি, তুই আমার মত দশটা গোলামকে রক্ষা ক'ত্তে পারিস্।—সে কথা সত্যই ব'লেছিলুম। আজ তুই আমাকে,—কেবল আমাকে নয়, এ জায়গীরের সব প্রজাদের রক্ষা কল্লি! দিদি! দিদি বিবিয়া আমার! তুই সত্যি এদের মা, এদের দেবী? আজ থেকে আমারও—কি ব'ল্‌ব—দেবী তুই। খোদার নাচেই এ বুকে তোর আসন বসাব,—[illegible]পূজা ক'র্‌ব! আয়, বিবিয়া আয়! দুজনে যাই,—দুজনের ডাক মিলিয়ে সব প্রজাদের ডাকি,—দেখ্‌ব, নবাবের ফৌজ কত বড়! ইমান্ রেখেছি, দেখ্‌ব ইমান আমাকে রাখেন কি না?"

মায়া কহিল, "চল ভাইসাহেব, চল! কিছু ভেবো না,—কোনও দ্বিধা ক'রো না,—ধর্ম্ম যে রাখে, ধর্ম্ম তাকে রাখেন।"

* * * *

গোলাম আলি ও মায়ার সমবেত আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারে, এমন প্রাণ প্রজাদের মধ্যে ছিল না। অস্ত্রধারণে সমর্থ প্রায় সকল প্রজাই যে যাহা অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিল, তাই লইয়াই উপস্থিত হইল। কামার ছুতার প্রভৃতি কারিকরগণ অহোরাত্র যুদ্ধের উপকরণ-নির্ম্মাণে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিল। বিস্তৃত জায়গীরবাসী সমগ্র প্রজামণ্ডলী যেন এক-

প্রাণে রণোন্মুখ হইয়া জায়গীরদারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল! এ মহাবন্যার মুখে নবাবের ফৌজ অগ্রসর হইতে পারিল না। গোলাম আলি ও মায়া বিজয়গর্ব্বে আলিবাগে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে, বাদশাহী-সৈন্য সহ রাজা মানসিংহ আসিয়া পড়িলেন,—দাউদখাঁকে দূরীভূত করিয়া তিনি বাঙ্গালা অধিকার করিলেন।

মানসিংহ জায়গীরদারের কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তিনি যোগ্য পুরস্কারে সমাদর করিয়া গোলাম আলিকে তাঁর জায়গীরের প্রভু বলিয়া প্র[illegible]রিলেন।

সমাপ্ত
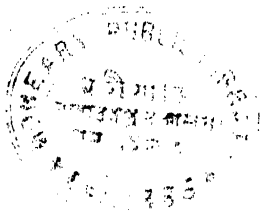
আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও সুকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দূর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী

করিয়া রাখিলেই আমাদের যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি, ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। ধর্ম্মপাল (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।
৩। পল্লীসমাজ ([illegible])—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা ([illegible] সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ।
৫। বিবাহবিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল।
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। দূর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ।
৯। বড় বাড়ী (৩য় সং)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষণীয়া (৩য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।
১৫। লাইকা (২য় সং)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সং)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সং)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিশ্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।